NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ কালী সাধনা স্রষ্টার প্রতি নিখুঁত মানসিকতার শিল্পীর অঞ্জলী

ভারতকে হোয়াইটওয়াশের লক্ষ্য নিয়ে নামছে নিউজিল্যান্ড ৮

কলকাতা ৩০ অক্টোবর ২০২৪ ১৩ কার্তিক ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৩৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.10.2024, Vol.18, Issue No. 138 8 Pages, Price 3.00

ডানায় ক্ষতিগ্রস্থদের শস্যবিমার আওতায় ক্ষতিপূরণ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজ্যের ৯ লক্ষর বেশি কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। শস্যবিমা প্রকল্পের আওতায় তাদের সকলকেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বীমা সংস্থার বেঁধে দেওয়া কোনও নিয়মে নয়, ক্ষতিগ্রস্ত সকলেই যাতে ক্ষতিপূরণ পান তা নিশ্চিত করতেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার নবান্নে কৃষি এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করেন। মূলত সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি এবং আবাস যোজনার সমীক্ষার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠকের পর কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, পুজোর আগে ডিভিসির ছাড়া চলে বানভাসি এলাকা এবং সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়জনিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরির কাজ এখনো চলছে। এ পর্যন্ত ৬১ লক্ষ ৫৫ হাজার কৃষক ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক দুর্যোগ নিয়ে করা সমীক্ষা অনুযায়ী এপর্যন্ত ৯ লক্ষ ৩৫৪৩ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাদের সকলকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যে বীমা সংস্থা সমীক্ষার কাজ চলছে তাদের কাজের গতি নিয়ে এদিন উষ্মা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাদের আরও দ্রুত সমীক্ষার কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কৃষি ও পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে জেলায় জেলায় গিয়ে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

আলুর দাম বাড়ায় টাস্ক ফোর্সকে নির্দেশ নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত দু-দিন ধরে আলুর দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় মঙ্গলবার নবান্নে টাস্ক ফোর্সের বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। নবান্ন সূত্রের খবর, টাস্ক ফোর্সকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন কি কারণে দাম বাড়ল তা খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রশাসনকে জানাতে। কোনওভাবেই খুচরো বাজারে আলুর দাম বাড়ানো যাবে না। পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। সুফল বাংলায় আরও বেশি পরিমাণে আলু বিক্রির নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। অন্যান্য সবজির দাম বাড়েনি বলেই টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে খুচরো আলু ৩৫ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। পাইকারি ৩০ থেকে ৩২ টাকা। পাইকারি দর যাতে কমানো যায় তার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

এক নজরে

কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলল তৃণমূল। এই বিষয়ে রাজ্যের শাসকদল নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে। আগামী ১৩ নভেম্বর ছয় কেন্দ্রের উপনির্বাচনের মধ্যে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার দুই কেন্দ্র হাড়োয়া এবং নৈহাটি। তৃণমূলের অভিযোগ, রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোলে সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করেছেন শাহ।

ফের জেপিসির বৈঠকে কল্যাণ

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর: বিতর্কিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি)-র বৈঠকে আবার অশান্তি। টানা তৃতীয় বৈঠকে প্রতিবাদের ঝড় তুললেন বিরোধী সাংসদেরা। মঙ্গলবার অশ্বিনী কুমার নতুন সংশোধনী বিল সমর্থন জানানোয় প্রতিবাদে সরব হন বিরোধী সাংসদেরা। সাসপেনশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় মঙ্গলবার বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদালতে ধুন্ধুমার

লখনউ, ২৯ অক্টোবর: বিচারকের সঙ্গে আইনজীবীদের হাতাহাতি। জামিনের আবেদন নিয়ে বচসা থেকে হাতাহাতি, ভাঙচুর, লাঠিচার্জের ঘটনায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গাজিয়াবাদের আদালত। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আইনজীবী আহত হয়েছেন বলে খবর।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

‘আয়ুষ্মান ভারত’ নিয়ে অসহযোগিতা

দীপাবলির আগে প্রবীণদের কাছে ক্ষমা চাইলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর: দীপাবলির আগে পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লির প্রবীণদের কাছে ক্ষমা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর অভিযোগ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আম আদমি পার্টি (আপ) পরিচালিত দিল্লি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর অসহযোগিতার কারণে কেন্দ্রের ‘আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প’ সেখানে কার্যকর হচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ মঙ্গলবার বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু রয়েছে। রাজ্যের সমস্ত পরিবারের সবাই এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন। তাঁরা সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মানের কোনও নিয়মকানুন উল্লেখ করেননি। ওই প্রকল্পে সকলে স্বাস্থ্যবিমার সুযোগ পান না। দুর্ভাগ্যজনক হল, বাংলা এবং দিল্লিতে রাজনৈতিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন।’

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প সংক্রান্ত একটি কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি দিল্লির এবং পশ্চিমবঙ্গের ৭০ বছরের বেশি বয়সি সমস্ত প্রবীণের কাছে ক্ষমা চাইছি যে আমি আপনাদের সেবা করতে সক্ষম হব না।’ এর পরে তাঁর মন্তব্য, ‘আমি তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, যে তাঁরা কেমন আছেন, সে বিষয়ে কোনও তথ্যই আমি পাব না। তাই কোনও সাহায্যও করতে পারব না। এর কারণ হল পশ্চিমবঙ্গের সরকার এবং দিল্লির সরকার এই আয়ুষ্মান যোজনায় যোগ দিচ্ছে না।’

মোদি সরকারের ‘আয়ুষ্মান ভারত’ স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের অধীনে ৫৫ কোটি মানুষকে নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি এখনও এই প্রকল্পে যোগ দেননি। তাই এখনও পর্যন্ত ৩৫ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষকে ‘আয়ুষ্মান ভারত’-এর আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে বলে সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একটি রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আধিকারিকদের যুক্তি, বিহারও অনেক পরে আয়ুষ্মান প্রকল্পে যোগ দিয়েছে। নবীন পট্টনায়কের আমলে ওডিশাও এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে যোগ দেয়নি। এখন ওডিশায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে নতুন সরকার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে যোগ দেওয়া নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে।

২০১৮ সালে মোদি সরকারের ‘আয়ুষ্মান ভারত’ চালু হয়। পরিবার পিছু বছরে ৫ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা মেলে এই প্রকল্পে। নীতি আয়োগের সদস্য ভিকে পলের অধীনে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি এখন এই বিমার মূল্য বাড়ানো সম্ভব কি না তা খতিয়ে দেখছে। ১২.৩৭ কোটি পরিবার আয়ুষ্মান ভারতে যোগ দিয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একটি সূত্র জানাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লির ১০ থেকে ১১ কোটি মানুষ এই আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পেতেন। কিন্তু রাজ্য সরকার আয়ুষ্মান ভারতে যোগ না দেওয়ায় লক্ষ্যপূরণে খামতি থেকে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে একতরফাভাবে কেন্দ্রের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ রাজ্যকে এই প্রকল্পের ৪০ শতাংশ খরচ বহন করতে হয়। ঘটনাচক্রে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘স্বাস্থ্য সাথী’র মতোই দিল্লি আপ সরকারেরও নিজস্ব স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প রয়েছে। তাই তারা ৪০ শতাংশ খরচ বহন করে মোদি সরকারের একতরফা প্রচারে উৎসাহী নয় বলে এ রাজ্যের শাসকদলের একটি সূত্রের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি হাসপাতাল ‘আয়ুষ্মান ভারত’-এর তালিকাভুক্ত। সেখানে অন্য রাজ্যের মানুষ গিয়ে এই বিমা প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে চিকিৎসা করাতে পারেন।

বেসরকারি হাসপাতালে

স্বাস্থ্যসাথীতে চিকিৎসায় আগাম অনুমোদন লাগবে সরকারি চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেসরকারি হাসপাতালে যদি কোনও সরকারি চিকিৎসক স্বাস্থ্যসাথীর মাধ্যমে রোগীর চিকিৎসা অথবা অস্ত্রোপচার করেন তবে তার জন্য স্বাস্থ্যভবনের আগাম অনুমোদন নিতেই হবে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে অবশ্য স্বাস্থ্যভবনের আধিকারিকদের দাবি, নিয়ম অনেক আগেই ছিল। কিন্তু সেই নিয়ম কিছু ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না। তাই দিন কয়েক আগে বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতালগুলিকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র।

স্বাস্থ্যভবনের তথ্য অনুযায়ী, যে সব বেসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে পরিষেবা দেয়, তাঁদের নামের তালিকা স্বাস্থ্যভবনের কম্পিউটারে নথিভুক্ত আছে। তেমনই কোন কোন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ বা হাসপাতালের চিকিৎসক স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডে চিকিৎসা করেন সেই তালিকাও স্বাস্থ্যভবনের গোচরে থাকবে। কিন্তু সব সরকারি চিকিৎসক স্বাস্থ্যসাথীর চিকিৎসা করতে পারেন না। কিন্তু স্বাস্থ্যসাথীর অভ্যন্তরীণ আয়-ব্যয়ের খতিয়ান বলছে এমন কিছু চিকিৎসক স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার করছেন যে স্বাস্থ্যভবন চিকিৎসা বাবদ অর্থ ছাড়তে পারছে না। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প শুরু হওয়ার সময়েই এই বিষয়টি বেসরকারি হাসপাতাল গুলিকে জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু নিয়ম থাকলেও অনেকক্ষেত্রেই মুষ্টিমেয় বেসরকারি হাসপাতাল এবং ব্যাপক সংখ্যায় নার্সিংহোম এই নিয়মের তোয়াক্কা না করেই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের ব্যবহার করছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, তাঁদের কাছে এমন বহু অভিযোগ আসছে যে, অনেক ক্ষেত্রে সরকারি ডাক্তারকে বাধ্য করা হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডে চিকিৎসা করাতে। কারণ, অনেক বেসরকারি হাসপাতাল চিকিৎসকদের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি করে রাখে। ফলে ডাক্তারকে বাধ্য করা হয়। এখানে মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্যসাথী বীমা নয়। এই প্রকল্প একটি প্রতিশ্রুতি যা নিখরচায় চিকিৎসার গ্যারান্টি দেয়। কিন্তু সেই নিয়ম কিছু ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারকে বেসরকারি ক্ষেত্রে রোগীর চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার করাতে গেলে তাই স্বাস্থ্য ভবনের অনুমতি নিতেই হবে।

আরজি করের বিতর্কিত গ্লাভসে রক্তই ছিল না

ল্যাব পরীক্ষার পর জানালেন প্রিন্সিপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের মাঝে আরজি করে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল রক্তমাখা গ্লাভস নিয়ে। ট্রমা কেয়ার বিভাগ থেকে রক্তমাখা গ্লাভস উদ্ধার হয়েছে, এই অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। একটা গোটা সিলড প্যাকেটের গ্লাভসে রক্ত ছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন এক ইন্টার্ন চিকিৎসক। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বাস্থ্যসচিব।

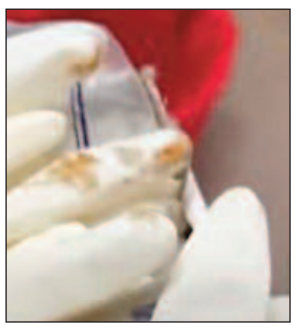

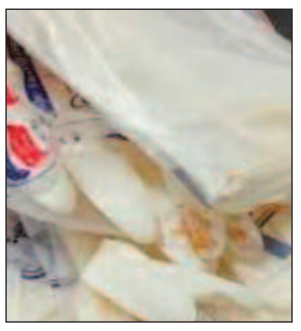

কিন্তু সেসব গ্লাভস ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর জানা গেল, তাতে লেগে থাকা লাল রং রক্ত নয়। মঙ্গলবার ল্যাব পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে একথা জানালেন আরজি করের প্রিন্সিপাল সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় নিজেই। তবে আরও বিশদে পরীক্ষার জন্য তা পাঠানো হচ্ছে ফরেনসিক বিভাগে।

ঘটনার সূত্রপাত প্রায় তিন সপ্তাহ আগে। আরজি করের ট্রমা কেয়ারে কর্মরত এক ইন্টার্ন অভিযোগ করেছিলেন, চিকিৎসা করার সময় তিনি রক্তমাখা গ্লাভসটি দেখতে পান।

ওইদিন সকালে একজন এইচআইভি রোগীর রক্ত নেওয়ার জন্য গ্লাভস নেন। প্যাকেট থেকে বের করতে গিয়ে তাতে রক্তের দাগ দেখে তিনি ভাবেন, প্রথম গ্লাভসটা হয়তো কোনও কারণে নোংরা ছিল। সেই গ্লাভস ফেলে অন্যটা নিতে গিয়েও দেখেন একই অবস্থা। সিলড প্যাকেটের প্রায় প্রত্যেকটি গ্লাভসই নোংরা। নার্স জানিয়েছিলেন, সকালে ওই গ্লাভসের প্যাকেটটি খোলা হয়।

চিকিৎসকদের দাবি, এমন রক্তমাখা গ্লাভস হাতে পরে চিকিৎসা করলে রোগীদের শরীরে সংক্রমণ হতে পারে। বিশেষত হেপাটাইসিস কিংবা এইচআইভি-র মতো রোগ ছড়াতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁরা।

সিলড প্যাকেটে রক্তমাখা গ্লাভস কীভাবে এল, এনিয়ে শোরগোল ছড়াতেই তদন্তের নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। তদন্তের স্বার্থে দ্রুত প্যাকেটটি আলাদা করে সরিয়ে রাখা হয়। বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবে তা পাঠানো হয়েছিল পরীক্ষার জন্য।

মঙ্গলবার সেই রিপোর্ট এসেছে। তা জানিয়ে হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ডাঃ সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় জানান, গ্লাভসে লেগে থাকা লাল রং রক্ত নয়। বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবের পরীক্ষার ফল অন্তত তেমনই বলছে। তবে তা কীসের রং, তা নির্দিষ্টভাবে জানতে ফরেনসিক পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে বলে জানান প্রিন্সিপাল।

ধনতেরাস উপলক্ষে চলছে কেনাকাটা

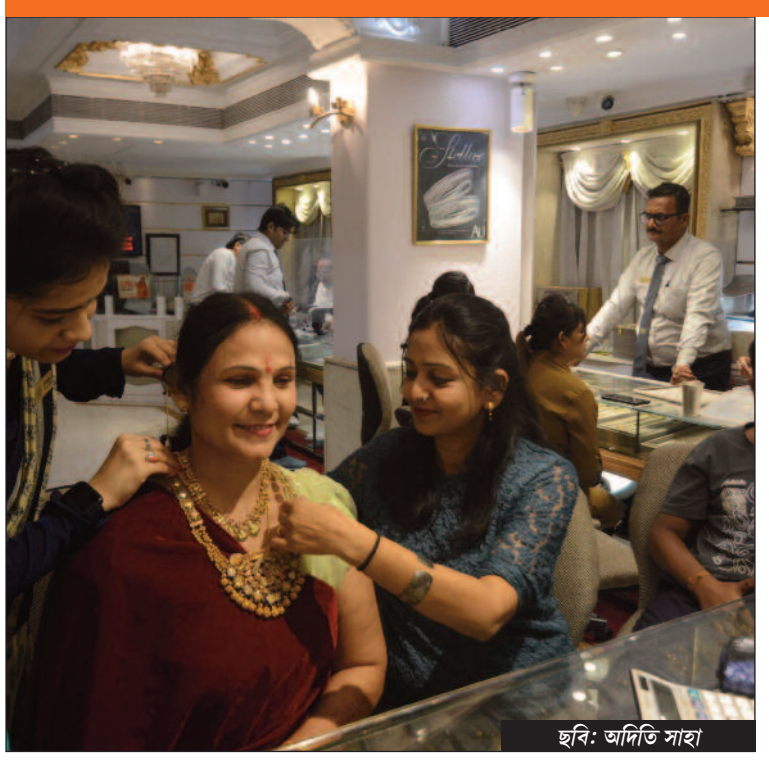

ছবি: অদিতি সাহা

ছবি: সুবীর মজুমদার

কেরলের মন্দিরে বিনা অনুমতিতে আতশবাজি প্রদর্শনীতে অগ্নিকাণ্ড

তিরুঅনন্তপুরম, ২৯ অক্টোবর: কেরলের নীলেশ্বরমের মন্দিরে বাজি প্রদর্শনীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ১৫৪ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কী ভাবে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, মন্দির কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই এমন দুর্ঘটনা ঘটল।

নীলেশ্বরমের কসরগড় জেলার একটি মন্দিরে সোমবার রাতে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে একটি আতশবাজি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। অনুমান, অনুষ্ঠান চলাকালীন আগুন ছিটকে গিয়ে বাজির গুদামে পড়ে। সেই থেকে বিস্ফোরণ। গুদামে আরও প্রচুর পরিমাণে বাজি মজুত রাখা ছিল। ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

জখম ১৫৪ ● তদন্তে কেরল পুলিশ

রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার। কী ভাবে আগুন লাগল, তার তদন্ত করছে পুলিশ। কসরগড়ের পুলিশ সুপার ডি শিল্পা জানান, মন্দির কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রোটোকল পালন করতে ব্যর্থ। শুধু তা-ই নয়, আতশবাজি প্রর্দশনীর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করেননি মন্দির কর্তৃপক্ষ। পদ্ধতিগত কী ত্রুটি ছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান জেলশাসক কে ইনবাসেকর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বর্ণনা করেছেন কী ভাবে আতশবাজি প্রদর্শনী থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটল। মূল অনুষ্ঠানের জন্য গুদামে প্রচুর পরিমাণ বাজি মজুত ছিল। যার মূল্য কমপক্ষে ২৫ হাজার টাকা। তার পুরোটাই ছাই হয়ে গিয়েছে। ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে মেঙ্গালুরু, কান্নুর এবং কসরগড়ের একাধিক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

ঘটনার বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েছে। সেই সব ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে প্রচুর মানুষের ভিড়। আচমকাই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় বাজির গুদামে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আশপাশের অনেকটা এলাকা জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। নিমেষে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৬ নং এফিডেভিট বলে Sk. Abdul Rashid S/o. Sekh Iyakub ও Abdul Rashid S/o. Sk. Iyakub Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Saurav Khan S/o. Aloke Khan ও Sourav Khan S/o. A. Khan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭২৬৮ নং এফিডেভিট বলে Nirmal Kumar Ghosh S/o. Sachindra Chandra Ghosh, Nirmal Kumar Ghosh S/o. Sachindra Ghosh ও Nirmal Kr. Ghosh S/o. Lt. S. Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ১৬/১০/১৯৭৩.

নাম-পদবী

গত ০৮/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৩৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Kamala Mahato W/o. Lt. Surja Kumar Mahato R/o. Moynadanga, Chinsurah (R.S.), Chinsurah, Hooghly-712102 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Kamala Mahato & Ganeshi Mahato W/o. Lt. Surja Kumar Mahato উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমার মক্কেল প্রতাপ ঘোষ, পিতা- গোপাল ঘোষ মহাশয় গত ইং ০৯.০৩.২০২৩ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে বুক নং-১, ভল্যুম নং. ০৫০২-২০২৩, পাতা নং-৬১১৮ হইতে ৬১১৯১, বিয়িং নং- ০৫০২০২০২১১ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে তারাপদ সর্দার, পিতা গোপাল সর্দার, সাং খালিয়া, মহাশয়ের নিকট হইতে খালিয়া মৌজায় (জে.এল. নং ১০৬) হাল ১৯৮ নং খতিয়ানে সাবেক ৪৯১ হাল ৫০১নং দাগের অংশে ০.০৪৪৭ একর এবং ঐ হাল খতিয়ানে সাবেক ৪৯৩ নং হাল ৫০৩নং দাগের অংশে ০.০৪০০ একর জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৫ নং এফিডেভিট বলে Kapil Yadav S/o. Kedar Yadav ও Kapil Jadab S/o. K. Jadab সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৭ নং এফিডেভিট বলে Poltu Ghosh S/o. Atul Ghosh ও Poltu Ghosh S/o. Atul Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Quazi Md Sajed S/o. Quazi Md Firoz ও Kazi Md Sajed S/o. Kazi Md. Firoj, Quazi Mohammad Firoz, Quazi Mohd Firoz সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Surojit Swar S/o. Gopal Swar ও Surajit Swar S/o. G. Swar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭১২৫ নং এফিডেভিট বলে Mahammad Firoj S/o. Mahammad Najim ও Md Firoj S/o. Md Nazim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ধন ত্রয়োদশী তিথি মুহূর্ত। ধাতব দ্রব্য ক্রয়ে সৌভাগ্য বৃদ্ধি। দুপুর ১/১ মিনিটে র মধ্যে। ৩০ শে অক্টোবর। ১৩ ই কার্তিক। বুধ বার, ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র ও বিংশোত্তরী চন্দ্রর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ ধনত্রয়োদশী। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : আজ ধনত্রয়োদশী। সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন, তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : আজ ধনত্রয়োদশী। অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : আজ ধনত্রয়োদশী। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ ধনত্রয়োদশী।ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ ধনত্রয়োদশী।শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ ধনত্রয়োদশী। আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ধনত্রয়োদশী।শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : আজ ধনত্রয়োদশী।অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ ধনত্রয়োদশী। আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ ধনত্রয়োদশী। শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ ধনত্রয়োদশী।শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(ধন ত্রয়োদশী তিথি মুহূর্ত। ধাতব দ্রব্য ক্রয়ে সৌভাগ্য বৃদ্ধি। ভুত চতুর্দশী কৃত্য। ১৪ পুরুষের উদ্দেশ্য ১৪ দীপ দান। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রয়াণ দিবস। শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৪/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৩৫০ নং এফিডেভিট বলে Pallab Purkait S/o. Pannalal Purkait ও Pallab Purakait S/o. P. Purakait সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি কামাল মণ্ডল, পিতা ইমাজদ্দিন মণ্ডল যেটা আমার সঠিক নাম, আমার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। ভ্রমাকারে আমার পাসপোর্টে আমার নাম কামালউদ্দিন মণ্ডল, পিতা ইমাজদ্দিন মণ্ডল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি গত ইংরেজি ২৩/১০/২০২৪ তারিখ মাননীয় S.D.E.M(S) বহরমপুর আদালতের হলফনামা বলে কামাল মণ্ডল, পিতা ইমাজদ্দিন মণ্ডল ও কামালউদ্দিন মণ্ডল, পিতা ইমাজদ্দিন মণ্ডল এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

গত ২৮/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Soumi Bhattacharya ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Anindya Bhattacharya ও A. Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৯৭৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Arun Santra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Ajit Santra ও A. K. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২২৬ নং এফিডেভিট বলে Imran Mostafa S/o. Abdul Adut Mondal ও Imran Mostafa S/o. Abdul Audud সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১০/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১৯০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Tapash Sarkar (old name) S/o. Abani Nath Sarkar R/o. Kumar Bagan, South Narayanpur, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Tapash Kumar Sarkar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Tapash Sarkar & Tapash Kumar Sarkar S/o. Abani Nath Sarkar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Madhusudan Mandal, S/o Harekrishna Mandal residing at 432, "Sonar Taree" Nanda Ghosh Lane, Fatakgora, P.O. & P.S.: Chandannagar, District- Hooghly, W.B. do hereby declare that in my Driving License my name has been written as Dr Madhusudan Mandal and father's name has been written as H.K. Mandal instead of Madhusudan Mandal, S/o Harekrishna Mandal. On 29.10.2024 vide an affidavit before the First Class Judicial Magistrate at Chandannagar Court, Hooghly, I affirm that Madhusudan Mandal, S/o Harekrishna Mandal & Dr. Madhusudan Mandal, S/o H.K. Mandal is the same and one identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) **লায়লাতুন নাহার** পিতা মৃত নুরুল আজিম সাকিম সার্কাস এ্যাভেনিউ, কোলকাতা-১৭ **২) ইসমৎ আরা বেগম,** পিতা মৃত নুরুল আজিম সাকিম সাঁইথিয়া, বীরভুম-৭৩১২৩৪, **৩) পলি নাওয়াজ ওরফে নুরুন নাহার বেগম** পিতা মৃত নুরুল আজিম সাকিম কোতোয়ালী, মেদিনীপুর-৭২১১০১ বিগত ইং ১৭/০৭/১৯৮৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-43/1986 নং আমমোক্তার দলিলমুলে আমাকে (**মহঃ নুরুল আজফার** পিতা মরহুম নুরুল আজিম, সাকিম ও পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং **৪) শ্রী অসীম কুমার দাস, ৫)শ্রী কেশব চন্দ্র দাস, ৬)শ্রী অনিল কুমার দাস ও ৭)শ্রী মদন গোপাল দাস** সকলের পিতা ৺মোহন দাস ওরফে মোহন চন্দ্র দাস সকলের সাকিম আর্ত্তী, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ বিগত ইং ১৫/১১/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3752/2019 নং আমমোক্তার দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী স্বপন দাস** পিতা ৺অনন্ত দাস সাকিম ও পোঃ তালবোনা, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এক্ষণে উপরিউক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমরা অত্র আমমোক্তারদ্বয় **শ্রীমতী শঙ্করী সরকার** স্বামী শ্রী ব্রজেন সরকার সাকিম জ্যাংড়া হাতিয়ারা, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৫৯, মহাশয়াকে বিগত ইং 11/08/2021 তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2843/21 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি যুগ্ম ভাবে বিক্রয় করি।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা তিন্না, ৪৫ নং জে. এল. ভুক্ত, ১) হাল এল.আর. ৭৬০, ৬০৬, ১৬৪৩, ১৬৪৪, ১৬৪৫ ও ১৬৪৬ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ২০২৮ নং দাগে শালি জমি বর্তমানে ভিটি ৩.৮৫ শতক, ২) হাল এল.আর. ৬৬ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ২১০৩ নং দাগে শুনা জমি বর্তমানে ভিটি ০.১০ শতক, ৩) হাল এল.আর. ৪০০ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ২১০৪ নং দাগে শুনা জমি বর্তমানে ভিটি ০.৮৬ শতক, একুনে ৩টি দাগে মোট ৪.৮১ শতক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী শঙ্করী সরকার** স্বামী শ্রী ব্রজেন সরকার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

মহঃ নুরুল আজফার
শ্রী স্বপন দাস
আমমোক্তারদ্বয়

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

কুমারী দিঠি মুখার্জ্জী পিতা ৺রবীন মুখার্জ্জী (মুখোপাধ্যায়), সাকিম অবিনাশ চন্দ্র মুখার্জ্জী রোড, কেওটা মোড়, ইউ.বি.আই. ব্যাঙ্ক, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৪, পঃবঃ বিগত ইং ১৫/০২/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-50/2018 নং দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রীমত্যা সুমা মুখার্জ্জী** স্বামী ৺রবীন মুখার্জ্জী (মুখোপাধ্যায়), সাকিম অবিনাশ চন্দ্র মুখার্জ্জী রোড, কেওটা মোড়, ইউ.বি.আই. ব্যাঙ্ক, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৪, পঃবঃ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০২/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4738/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী প্রবাল কান্তি বড়াল** পিতা ৺শচিনন্দন বড়াল, **২)শ্রীমতী সুলতা বড়াল** স্বামী শ্রী প্রবাল কান্তি বড়াল উভয়ের সাকিম পূজা এ্যাপার্টমেন্ট বি-ব্লক এস.পি. মুখার্জ্জী রোড, মুরগাশোল আসানসোল-৩, থানা আসানসোল, জেলা পশ্চিম বর্দ্ধমান, পিন ৭১৩৩০৩ মহাশয়/মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বলাগড়, ৮ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৯৬৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৬৮৫ নং তথা হাল এল.আর. ১২৯৮ নং দাগে ভিটি জমি ০.০০৮ একর আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী প্রবাল কান্তি বড়াল** পিতা ৺শচিনন্দন বড়াল, **২)শ্রীমতী সুলতা বড়াল** স্বামী শ্রী প্রবাল কান্তি বড়াল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা–চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

NOTICE

This is to inform that, my client **PRADIP KUMAR SAMANTA,** son of Late Santosh Kumar Samanta, residing At+P.O. : Matkatpur, P.S. : Kharagpur Local, Dist - Paschim Medinipur, Pin - 721305, executed General Power of Attorney vide Deed No 3712/2023 at Midnapur A.D.S.R on 24/11/2023 in favour of (1) **MOHAMMAD SHERU,** S/o - Mahammad Anish and (2) **SK. PARVEJ,** S/o- Sk. Goush, both are resident of Panchberia, P.O. Inda, P.S. Kharagpur Town, Dist- Paschim Medinipur, Pin -721305, in respect of 18 Dec. property, plot No. 249, (R.S. & L.R.), Sub-plot No. 12,13,14 & 15, Khatian No. 147 (R.S.), 622 (L.R.), J.L. No. 208, Mouza - Jharia, P.S. Kharagpur, Dist - Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 04.24 Dec. area of the said property to **Nur MD. ALAM** S/o Late Sk Aktar Hossain, resident of Rly. Qtr. No. 3A/2, Unit-1, Golebazar, P.O : Kharagpur, P.S : Kharagpur Town, Dist - Paschim Medinipur through the Deed No. 859/2024 of Kharagpur A.D.S.R. on 05/02/2024.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 15 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

Ananda Banerjee
Advocate
Date :12/09/2024
Judge's Court, Paschim Medinipur
Mob. : 7384357214

NOTICE

This is to inform that, my client **PRADIP KUMAR SAMANTA,** son of Late Santosh Kumar Samanta, residing At+P.O.: Matkatpur, P.S. : Kharagpur Local, Dist - Paschim Medinipur, Pin-721305, executed a General Power of Attorney vide Deed No 3712/2023 at Midnapur A.D.S.R on 24/11/2023 in favour of (1) **MOHAMMAD SHERU**, S/o - Mahammad Anish and (2) **SK. PARVEJ,** S/o- Sk. Goush, both are resident of Panchberia, P.O. Inda, P.S. Kharagpur Town, Dist- Paschim Medinipur, Pin-721305, in respect of 18 Dec. property, plot No. 249, (R.S. & L.R.), Sub-plot No. 12,13,14 & 15, Khatian No. 147 (R.S.), 622 (L.R.), J.L. No. 208, Mouza: Jharia, P.S. Kharagpur, Dist - Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 04 Dec. area of the said property to **MD EMTIYAZ ANSARY,** S/o Mustafa Ansary, resident of 025, Block Colony, At + P.O.+P.S. : Semliguda, Dist - Koraput, Odisha through the Deed No. I-896/2024 of Kharagpur A.D.S.R. on 05/03/2024.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 15 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

Ananda Banerjee
Advocate
Date :18/09/2024
Judge's Court, Paschim Medinipur
Mob. : 7384357214

NOTICE

This is to inform that, my client **PRADIP KUMAR SAMANTA,** son of Late Santosh Kumar Samanta, residing At+P.O.: Matkatpur, P.S. : Kharagpur (L), Dist - Paschim Medinipur, Pin-721305, executed General Power of Attorney vide Deed No 3712/2023 at Midnapur A.D.S.R on 24/11/2023 in favour of (1) **MOHAMMAD SHERU,** S/o - Mahammad Anish and (2) **SK. PARVEJ,** S/o- Sk. Goush, both are resident of Panchberia, P.O. Inda, P.S. Kharagpur Town, Dist- Paschim Medinipur, Pin -721305, in respect of 18 Dec. property, plot No. 249, (R.S. & L.R.), Sub-plot No. 12,13,14 & 15, Khatian No. 147 (R.S.), 622 (L.R.), J. L. No.208, Mouza- Jharia, P.S. Kharagpur, Dist - Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 03 Dec. area of the said property to **AKSED SHEIKH** S/o- Abjel Sheikh, resident of Monglapukur Road, P.O+P.S: Krishnagar, Dist - Nadia, through the Deed No. I-7909/24 of Kharagpur A.D.S.R. on 26/09/2024.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 15 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

Ananda Banerjee
Advocate
Date :28/09/2024
Judge's Court, Paschim Medinipur
Mob. : 7384357214

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

হেপাটাইটিস-বি প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ হেপাটাইটিস-বি প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। একটি সাম্প্রতিক জাতীয় সমীক্ষায় তা ধরা পড়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। হেপাটাইটিস প্রতিরোধ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সকলকে এজন্য অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, '২০২২ সাল থেকে রাজ্য সরকার প্রসূতি মা ও সদ্যোজাতদের মধ্যে হেপাটাইটিস-বি প্রতিরোধে বিপুলভাবে টীকাকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি জাতীয় ভাইরাল হেপটাইটিস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় দেশে প্রথম ৫ বছরের নীচের শিশুদের মধ্যে হেপাটাইটিস-বি এর সংক্রমণ পরিসংখ্যান জানতে সমীক্ষা করা হয়। সেই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মানদণ্ড ০.১ শতাংশের থেকেও এরাজ্যে সংক্রমণ হার কম অর্থাৎ ০.০৭ শতাংশ। যা রাজ্যের হেপাটাইটিস-বি প্রতিরোধে দৃঢ় পদক্ষেপের সার্থকতা ইঙ্গিত করে। আগামীদিনে রাজ্যে হেপাটাইটিসের প্রাদুর্ভাব নির্মূল করতে এই কর্মসূচি আরও দৃঢ়ভাবে পালন করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়ে আমাদের সাফল্য বেশি ভালো। আগামীদিনে এই কর্মসূচি আরও দৃঢ়ভাবে পালন করা হবে যাতে রাজ্যে এর প্রাদুর্ভাব নির্মূল হয়।'

মুরগির মাংস জোগানে জোর রাজ্যের, ৭২ কোটি ব্যায়ে কল্যাণীতে পোল্ট্রি ফার্ম

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুরগির মাংসের চাহিদা মেটাতে রাজ্যে অত্যাধুনিক মানের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। নেদারল্যান্ডস থেকে আনা যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত প্রায় ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে নদিয়ার কল্যাণীতে এই প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি তৈরি করা হচ্ছে বলে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। ২০২৫ সালের জুন মাসের মধ্যেই এই কারখানা তৈরি হয়ে যাবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা হরিণঘাটা মিটের বিপণি থেকে উন্নত গুণমানের এই মাংস বিক্রি করা হবে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের হাতে মোট দু'টি মুরগির মাংস প্রক্রিয়াকরণের কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটিতে রোজ গড়ে ১৫ হাজার মুরগির মাংস প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রির জন্য তৈরি করা হয়। সেখানে নতুন কেন্দ্রটি তৈরি হলে সেখানে প্রতিদিন গড়ে ৩০ হাজার মুরগির মাংস প্রক্রিয়া করা যাবে। এরফলে রাজ্যে মুরগির মাংসের জোগান অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের বাইরেও 'প্রসেসড চিকেন' পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দফতর।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মানোন্নয়নের জন্য ২০২০-২১ সালের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্য প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর এবং নেদারল্যান্ডসের শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে একটি 'মউ' স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তারই অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে 'চিকেন প্রসেসিং প্লান্ট' তৈরিতে বিশেষভাবে সাহায্য করছে নেদারল্যান্ডস। এর পাশাপাশি মুরগির উৎপাদন বাড়াতে 'ব্রয়লার ইন্টিগ্রেশন প্রোগ্রাম' চালু করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে চাষীদের সহযোগিতা নিয়ে ব্রয়লার মুরগি চাষ করা হচ্ছে। চাষীদের মুরগির বাচ্চা, টিকা, ওষুধপত্র সমস্তটাই জোগান দিচ্ছে সরকার। বড় হলেই সেই মুরগি চলে যাচ্ছে সরকারি প্লান্টে। চাষীরা শুধুমাত্র সরকারের হয়ে তাঁর নিজের ফার্মে মুরগি প্রতিপালন করছেন। তার বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পান চাষীরা। এর ফলে একদিকে যেমন প্রান্তিক চাষীরা মুরগি প্রতিপালন করে অর্থ রোজগার করছেন, তেমনই সামান্য বিনিয়োগ করে রাজ্যে ব্রয়লার মুরগির উৎপাদন বাড়াতে পারছে সরকার। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত মোট ১৪টি জেলায় এই প্রকল্প চালু হয়েছে।

কম্পাস'র বার্ষিক দীপাবলি উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কম্পিউটার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া অর্থাৎ কম্পাস-এর বার্ষিক দিওয়ালি মিট উদযাপন। সম্প্রতি শহরের আলমন্ড ব্যাংকোয়েটে আয়োজিত হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের। কম্পাস শিল্পের সদস্যরা এবং অংশীদাররা তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আলোর উৎসব দিওয়ালি উদযাপনের জন্য এই ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন। দিওয়ালি মিট হল কম্পাসের একটি দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য যা আইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার প্রচার করে।

কড়া সিদ্ধান্ত বাস সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন:২ ১৫ বছরের বেশি বয়সে গাড়ি বাতিলের সময়সীমা বাড়িয়ে ২০ বছর করার আবেদন নিয়ে বেসরকারি বাস মালিকেরা আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খুব শীঘ্রই এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস মালিক সংগঠন সিটি সাব-আরবান বাস সার্ভিসেস। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তারা আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। একইসঙ্গে বৃহত্তর কলকাতায় যে গাড়িগুলি বাতিল হবে সেগুলি যাতে দূরবর্তী জেলায় বিক্রি করা যায় তার জন্য সরকারের কাছে অনুমোদন চাইবেন তাঁরা। সংগঠনের এক অভ্যন্তরীণ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে, পুলিশের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গেও দেখা করতে চান বাস মালিকেরা। তাদের দাবি, এ নিয়ে একাধিকবার প্রতিশ্রুতি মিললেও কাজের কাজ এখনও হয়নি।

বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রকিবেদন: আর কয়েকদিন পরেই আলোর উৎসব দীপাবলীতে মেতে উঠবে গোটা বাংলা। তবে তার আগেই ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে ঝলমলে অনুষ্ঠান করে এলাকার মানুষকে নিয়ে মিলন মেলার আয়োজন করলেন পুরপিতা স্বপন সমাদ্দার। বিজয়া সম্মিলনীর উৎসবে সামিল আট থেকে আশি। দেবীর আগমনে যেমন খুশির ছোঁয়া থেকে যায় আপামোর বাঙালির, তেমনই বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে বিষাদের সুর। তাই সবাইকে একত্রিত করে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করলেন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার। প্রতিবছরের মত এবছরও ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে মেয়র পরিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে আয়োজিত হল বিজয়া সম্মিলনীর শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান। এদিন এই কর্মসূচি উপলক্ষে বসেছিল চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরনিগমের মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। ছিলেন মুকেশ সাউও। এই বিজয়া সম্মিলনীতে গোটা ৫৬ নম্বর ওয়ার্ড যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় এদিন।

রেশন দুর্নীতি: বড় প্রমাণ এসেছে, দাবি ইডি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতি মামলায় এবার ইডির হাতে এল বড় এক প্রমাণ, এমনটাই দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির। ইডি-র তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের স্ক্যানারে এবার আটটি মোবাইল ফোন ও ডিজিটাল ডিভাইস। গত সপ্তাহে তল্লাশি অভিযানে আট-আটটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে ইডি। বাজেয়াপ্ত করা হয় বেশ কিছু ডিজিটাল ডিভাইস। একইসঙ্গে বাজেয়াপ্ত একাধিক কোম্পানি সংক্রান্ত নথি হাতে এসেছে তদন্তকারী দলের হাতে।সূত্রের খবর, ইডির স্পেশ্যাল প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা ফোনগুলি পরীক্ষা করে দেখেন। মহেন্দ্র আগরওয়াল নামের বাঙুরের এক ব্যবসায়ী ও অন্য চারজন রেশন ডিলার ও চার জন ডিস্ট্রিবিউটারের থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এই ফোন ও ডিজিটাল ডিভাইসগুলি। রেশন 'দুর্নীতি' মামলায় ফের ইডি তৎপরতা তুঙ্গে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহের বুধবার তল্লাশি অভিযানে নেমে ইডি আধিকারিকেরা কলকাতা, হাওড়া-সহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায়। সূত্রের খবর, মোট ১৪ জায়গায় একযোগে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একাধিক দল পৌঁছে যায় কলকাতার বাঙুরের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে। তবে মহেন্দ্র আগরওয়াল নামে ওই ব্যবয়ায়ীর সঙ্গে রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে কী যোগ রয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। বাঙুর এলাকাতেই ওই ব্যবসায়ীর দু'টি বাড়িতে একযোগে তল্লাশি চালানো হয় এবং তাতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে এসেছে একাধিক নথিও। সূত্রের খবর, ওই ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ইডি আধিকারিকেরা।

কাইজার স্ট্রিটে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোররাতে শহরে ছুরি নিয়ে হামলার ঘটনা শিয়ালদহ লাগোয়া কাইজার স্ট্রিটে। সূত্রে খবর, এই ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভোর ৩ টে ১৫ নাগাদ শিয়ালদা লাগোয়া কাইজার স্ট্রিটে ৪ জন মিলে এক যুবককে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। আহত ব্যক্তির নাম ইমরান। এরপর ইমরানকে প্রথমে এনআরএস এবং তারপর এসএসকেএম-এ ভর্তি করা হয়। পুরোনো শত্রুতা থেকেই হামলা বলে মনে করছে পুলিশ। তবে, মঙ্গলবার সন্ধে পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলেই কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর। এদিকে আহতের পরিবারের দাবি, ইমরানের উদ্দে্যশে গুলি চালানো হচ্ছে। তাঁদের কথায়, বাম হাতে দুটো আঙুলের মাঝে গুলি লেগেছে ইমরানের। সূত্রের দাবি, ইমরানের এক বন্ধু তাঁকে রাতে ফোন করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, যাকে মূল অভিযুক্ত দু'মাস আগে তোলা চেয়ে হুমকি দিয়েছিল ইমরানকে। তারপর জেলে ছিল বেশ কিছুদিন, সম্প্রতি ছাড়া পেয়েই এই ঘটনা ঘটায়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩০ অক্টোবর ২০২৪ ১৩ কার্তিক ১৪৩০ বুধবার

রাজ্যের আবাস যোজনায় মানা হবে না কেন্দ্রীয় শর্তাবলী: মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের আবাস প্রকল্পে বঞ্চিতদের নিজস্ব কোষাগার থেকেই বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেজন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের সমীক্ষার কাজও শুরু হয়েছে। যেহেতু কেন্দ্রের কোনও টাকাই এই প্রকল্পের জন্য পাওয়া যাচ্ছে না, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের আরোপিত কোনও শর্তও এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে মানা হবে না বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে পঞ্চায়েত মন্ত্রী ও সচিবের সঙ্গে আবাস প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, 'রাজ্যের গৃহহীন সব পরিবারকে মাথার উপরে ছাদ তৈরি করে দেওয়াই রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। সেখানে কেউ যাতে বঞ্চিত না হন সেটা নিশ্চিত করতে হবে। একটা স্কুটার থাকলে আবাস প্রকল্পের বাড়ি পাওয়া যাবে না। এরকম শর্ত যেন আরোপ না করা হয়। এই রাজ্যের সরকার মানবিক। সেই বার্তা দিতে হবে মানুষকে।'

আবাস যোজনা নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিবাদ দীর্ঘদিনের। প্রকল্পে বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগ তুলে কেন্দ্র আবাস যোজনার জন্য রাজ্যের বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাপ্য টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রাজ্য সরকারের। শাসকদলের তরফে এ নিয়ে বারবার দিল্লিতে দরবার করা হলেও কাজের কাজ হয়নি। আবাসের টাকা মেলেনি। শেষমেশ রাজ্য সরকারের তরফেই আবাসের টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

অর্জুন সিংয়ের বাড়িতে বোমা মারার ঘটনায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি বিজেপি নেতা অর্জুন সিং-এর বাড়িতে বোমা মারার ঘটনায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুধু তাই নয়, এনআইএ আইন মেনে রাজ্যের তরফে কেন্দ্রকে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে কি না, তা নিয়েও মঙ্গলবার প্রশ্ন করেন বিচারপতি শম্পা দত্ত। সঙ্গে বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের নির্দেশ, আগামী শুনানিতে রাজ্যকে সেই রিপোর্ট দিতে হবে। এখানেই শেষ নয়, বিচারপতি এও নির্দেশ দেন, অর্জুনের বাড়ির এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে রাজ্য সরকারকেই। ছুটির পরে নিয়মিত বেঞ্চে মামলার পরিবর্তী শুনানি।

এদিকে অর্জুনের সিং-এর আইনজীবীর দাবি, পুলিশ এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট প্রয়োগ করেছে। কিন্তু এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেন্স আইন প্রয়োগ করার কথা। এই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের আইনজীবী আদালতকে জানান, সিডিউল অফেন্স হলে কেন্দ্রকে জানানোর কথা। তারপরে কেন্দ্র প্রয়োজনে এনআইএ দেবে কি না বিবেচনা করবে। এরপরই রাজ্যকে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেন বিচারপতি। ছুটির পর মামলার পরবর্তী শুনানি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৪ অক্টোবর এই বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। এমনকী বাড়ি লক্ষ্য করে গুলিও করা হয় বলে দাবি বঙ্গ বিজেপি শিবিরের। আর এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও, তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম গোটা বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশটি বোমা পড়ে প্রাক্তন সাংসদের বাড়ি লক্ষ্য করে। সেই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করল এবার আদালত।

সিবিআইয়ের রিপোর্টে এমবিবিএস সিলেকশনে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এবার সিবিআইয়ের রিপোর্টে সামনে এল সন্দীপ ঘোষের সময় এমবিবিএস সিলেকশনে দুর্নীতির ঘটনাও। সূত্রের খবর, বিভিন্ন ফোন কলের রেকর্ড, এসএমএস ঘেঁটে দেখে এই তথ্য পেয়েছে সিবিআই। পুজোর আগেই কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআইয়ের তরফ থেকে এমনই রিপোর্ট জমা পড়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ২০২১ সালের পর থেকেই এই নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে বলে রিপোর্ট দেয় সিবিআই।প্রসঙ্গত, আখতার আলি যখন প্রথম এই মামলা করেন তখনই এ নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। আখতার আলির মামলায় সামনে আসা তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এই কেসে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সেই মামলার ক্ষেত্রে সিবিআইকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই রিপোর্ট থেকেই উঠে এসেছে আরও বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিযোগ, দেখা যাচ্ছে ২০২১ সালের পরে এমবিবিএসে যে সমস্ত সিলেকশন প্রক্রিয়া চলেছিল তাতেই বেশ কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। এর প্রমাণ হিসাবে বেশ কিছু কল রেকর্ড, মেসেজ সিবিআইয়ের তরফ থেকে জমা পড়েছে হাইকোর্টে।*

একইসঙ্গে হাউস স্টাফদের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বহু ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক বিল থেকে শুরু করে কাজের বিলিংয়ের ক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ। যেখানে কাজের বিল ১০ হাজার টাকা হওয়া উচিত সেই সব ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিল দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই সমস্ত তথ্যই হাইকোর্টে জমা দিয়েছে সিবিআই। মনে করা হচ্ছে, এই রিপোর্টের হাত ধরে আরও তদন্ত প্রক্রিয়া এলে আরও নতুন তথ্য হাতে পেতে পারেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী। এরপর আরজি করের ঘটনায় তদন্ত কোন পথে এগোয় এখন সেটাই দেখার।

ভাটপাড়ার ওয়ার্ড অফিসের পেছনে উদ্ধার তাজা বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাটপাড়া পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড অফিসের ঠিক পেছনে বংশী সাউয়ের বাড়ির পরিত্যক্ত জায়গায় কচুগাছের গোড়া থেকে উদ্ধার তাজা বোমা। বোমা রাখার স্থল বিজেপি নেতার বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। মঙ্গলবার সকালে কচুবন সাফাই করতে গিয়ে লুকিয়ে রাখা বোমাগুলো নজরে আসে সাফাই কর্মীদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল ঘিরে দেয় ভাটপাড়া থানার পুলিশ। বেলার দিকে সিআইডি-র বম্ব স্কোয়াড এসে বোমাগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে ভাটপাড়া থানার ৬ নম্বর গলির বংশী সাউয়ের বাড়ির পরিত্যক্ত জায়গা থেকে বোমা উদ্ধার নিয়ে রাজনৈতিক চাপান-উতোর শুরু হয়েছে। বোমা উদ্ধার নিয়ে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, তাঁর গাড়িতে হামলার ঘটনার তদন্তে সোমবার ভাটপাড়ায় এসেছিলেন এনআইএ-র অধিকারিকরা। ঠিক তার পরদিনই প্রতিবেশী বংশী সাউয়ের বাড়ির পরিত্যক্ত স্থান থেকে লুকিয়ে রাখা বোমার হদিশ মিলল। যদিও বংশী সাউ এখানে থাকেন না। পরিবার নিয়ে ওনারা কলকাতায় থাকেন। তাঁর দাবি, বোমা লুকিয়ে রাখার পেছনে নিশ্চয় কোনও চক্রান্ত আছে। কারা, কেন ওখানে বোমা লুকিয়ে রেখেছিল, তা এনআইএ-কে দিয়ে তদন্তের প্রয়োজন আছে। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'বাড়ির মালিক বংশীধর সাউ। কিন্তু ওই বাড়িতে কেউ থাকেন না। ওই বাড়ির পরিত্যক্ত জায়গায় তো বোমা উড়ে আসেনি। কেউ তো রেখেছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ পাকড়াও করুক ওখানে যারা বোমা লুকিয়ে রেখেছে তাদেরকে।' তাঁর বক্তব্য, যারা ওখানে বোমা রেখেছে। পুলিশ যদি তাদের ধরতে না পারে। তাহলে তদন্তভার এনআইএ-কে দেওয়া হোক। তাঁর দাবি, যেহেতু প্রিয়াঙ্গুর গাড়িতে হামলার ঘটনার তদন্তে সোমবার এনআইএ তদন্তে এসেছিল। সেহেতু ওখানে বোমা রেখে নাটক করা হচ্ছে। তৃণমূল নেতা অরুন সাউও এনআইএ তদন্তের দাবি করে বলেছেন, 'অশান্তি পাকানোর জন্য ওখানে বোমা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।'

স্বরূপের বিরুদ্ধে ২৩ কোটি টাকার মামলা দায়ের ২৩৩ জন পরিচালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই তথা ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ২৩ কোটি টাকার মানহানির মামলা দায়ের করলেন ২৩৩ জন পরিচালক। যার জেরে দীপাবলির আগে সরগরম টলিউড। এই মামলা দায়ের হওয়ার পিছনে যে কারণ ধরা পড়ছে তা হল, কোনও একটি সাক্ষাৎকারে প্রোযোজক ও পরিচালকদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন স্বরূপ। স্বরূপের বক্তব্য ছিল, বাংলার বিনোদন দুনিয়ায় যৌন হেনস্থার যে সকল অভিযোগ উঠছে তাঁর মধ্যে ষাট শতাংশই হলেন ছবির পরিচালকগণ। এরপরই ক্ষুব্ধ হন পরিচালক ও প্রযোজকরা। এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন তাঁরা। এরপরই দায়ের হয় মানহানির মামলা।

পরিচালক ও প্রযোজকদের বক্তব্য, কোনও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কারণে সকলের দিকে আঙুল তোলা যায় না। সেই জন্যই স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছেন তাঁরা। এ প্রসঙ্গে 'ডিরেক্টর্স গিল্ড'-এর সভাপতি সুব্রত সেন জানান, 'স্বরূপের বিরুদ্ধে ২৩৩ জনের ডিরেক্টরের মানহানির মামলা দায়ের করেছেন। অনেকেরই খারাপ লেগেছে স্বরূপবাবুর মন্তব্যে। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে শ্লীলতাহানির ঘটনায় অভিযুক্তদের ষাট শতাংশই পরিচালক। সেই কারণে এই মানহানির মামলা করা হয়েছে।' সঙ্গে এও জানান, 'আমরা মনে করি ডিরেক্টর্স গিল্ড ফেডারেশনের একটি অংশ। তারপরও দেখা যাচ্ছে ফেডারেশন অনেক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমাদের না জানিয়ে। এটা হওয়া উচিৎ নয় বলে মনে করি। আমার নিজের বিশ্বাস এই বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব।'

এই প্রসঙ্গে অভিনেতা ও পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ব্যক্তি হিসাবে স্বরূপ বিশ্বাস কেন, কাউকে নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই। তিনি কে, কী বৃত্তান্ত, কী করেন তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। আমাদের একটাই বক্তব্য, যে কোনও সংগঠনের একটা এক্তিয়ার থাকে। সেই এক্তিয়ারের মধ্যে তাঁরা কিছু জিনিস করতে পারেন। কিন্তু এখন ফেডারেশন নিজের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে বারবার তা লঙ্ঘণ করছেন। মনে করছেন তাঁরা 'ল মেকিং বডি'। তাঁরা আইন তৈরি করতে পারেন না।' এদিকে এই প্রসঙ্গে পরিচালক অপর্ণা সেনের প্রশ্ন, স্বরূপ বিশ্বাস কোন সুবাদে চেয়ারম্যান তা নিয়ে। সঙ্গে এ প্রশ্নও করেন, তিনি টেকনিশায়ন কিনা। এরপর এও জানান, পরে অপর্ণা সেন জানতে পেরেছেন তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট কার্ড আছে। আর এখানেই অপর্ণার প্রশ্ন, 'উনি কী কাজ করেছেন যে অ্যাসিস্ট্যান্ট কার্ড আছে?'

তন্ময় ভট্টাচার্যের শাস্তির দাবিতে তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলা সাংবাদিককে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে কাঠগড়ায় বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য। বামনেতার উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার বিকেলে বরাহনগরে মিছিল করলো তৃণমূল কংগ্রেস। বরানগরের তারকা বিধায়িকা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এদিন গোপাল লাল ঠাকুর রোডের প্রধান দলীয় কার্যালয় থেকে ধিক্কার মিছিল শুরু হয়ে বরাহনগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে। মিছিলে যোগ দিয়ে বিধয়িকা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ঘটনায় তিনি হতবাক। উপনির্বাচনে উনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। উনি সিপিএমের একজন সিনিয়ার লিডার। একজন রাজনীতিবিদের কাছ থেকে এই ধরনের আচরণ একেবারে অপ্রত্যাশিত। সায়ন্তিকার কথায়, দোষটা ওনার নয়। দোষটা ওনাদের দলের। এটা ওনাদের দলের আদর্শগত দোষ। তাঁর বক্তব্য, অভয়ার বিচারের দাবিতে সকলে সরব হয়েছেন। এবারও তাঁরা বিচার চাইবেন। প্রসঙ্গত, উত্তর দমদম কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়কের কাছে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন এক মহিলা সাংবাদিক। ফেসবুক লাইভ করে ওই মহিলা সাংবাদিক শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলেও ধরেন। বরাহনগর থানায় তিনি অভিযোগও দায়ের করেন। যদিও ইতিমধ্যেই তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ডও করা হয়েছে।

'বীজপুরে ব্যবসায়ীদের স্কয়ার ইঞ্চিতে পয়সা দিতে হয়', দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ব্যবসায়ীদের অন্যত্র তৃণমূল নেতাদের স্কয়ার ফুটে পয়সা দিতে হয়। কিন্তু বীজপুর কেন্দ্রের হালিশহর, কাঁচরাপাড়ায় ব্যবসায়ীদের স্কয়ার ইঞ্চিতে পয়সা দিতে হয়।' সোমবার রাতে বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কাঁচরাপাড়া মিলননগরে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। উপস্থিত দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আগামী ১৩ নভেম্বর নৈহাটিতে উপনির্বাচন। দলের প্রার্থী নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না। আমাদের প্রার্থী মোদীজী। নৈহাটিতে আপনাদের যত আত্মীয়-স্বজন আছেন। তাদের বাড়িতে গিয়ে বিজেপিকে ভোট দিতে বলুন।' স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বকে নিশানা করে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, 'বীজপুরে দুই ভাই লুটেপুটে খাচ্ছে। আর আপনারা বুড়ো আঙুল চুষছেন।' অর্জুনের দাবি, 'আমাদের ঘরের মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হল। কিন্তু অপরাধীদের বাঁচানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উঠে পড়ে লেগেছেন।' দলীয় কর্মীদের মতানৈক্য নিয়ে এদিন সরব হলেন লড়াকু বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। একদিকে, বীজপুরে কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের জন্য তিনি প্রস্তুত হতে বললেন। অপরদিকে, একে অপরের বিরুদ্ধে কাঠিবাজি বন্ধের নিদান দিলেন। দলের মধ্যে থাকা অসুর শক্তি নিয়েও এদিন সুর চড়ালেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর মন্তব্য, 'দলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসুর শক্তিকে সণাক্ত করুন। ছদ্মবেশে থাকা অসুর শক্তিকে দলের মধ্যে থেকে সরাতে না পারলে যুদ্ধে জয় অনিশ্চিত।' সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আমডাঙা বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ওখানে কিছু সনাতনী নিজেদের স্বার্থে তৃণমূলকে ভোট দেয়। নিজেদের ধান্দাবাজি টিকিয়ে রাখতে সনাতনীদের একাংশ তৃণমূলে ভিড়ে রয়েছেন। উক্ত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জেলে ফের অসুস্থ পার্থ, চলছে চেকআপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: অসুস্থ প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন তিনি। জেলেই তাঁর চেকআপ চলছে। সূত্রের খবর, মেডিক্যাল বোর্ডকে তিনি জানিয়েছেন পিঠে এবং কোমরে ব্যথা অনুভব করছেন। তবে জেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অসুস্থতা খুব গুরুতর নয়।

প্রসঙ্গত, জেলের মধ্যে এর আগেও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। যার জেরে তাঁকে সংশোধনাগারেরই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতবছর অসুস্থতার জেরে তখন পা ফুলে গিয়ে হাঁটা চলায় অসুবিধা বোধ করছিলেন পার্থ। একাধিক শারীরিক সমস্যা রয়েছে তাঁর। আগেই আদালতের আইনজীবী মারফত বহু শারীরিক সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন তিনি।

২০২২ সালে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রথমে ইডির হাতে, পরে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন তিনি। এখনও পর্যন্ত এই মামলায় জামিন পাননি প্রাক্তন মন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের শরনাপন্ন হয় বাংলার শাসকদল তার সূত্রপাত রবিবার ২৭ অক্টোবর বাংলা সফরে। এদিন পেট্রাপোল সীমান্তে এক সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই সরকারি অনুষ্ঠান থেকে অমিত শাহ রাজনৈতিক ভাষণ রেখেছেন বলে অভিযোগ করল তৃণমূল। তাদের অভিযোগ, এতে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গ হয়েছে। এরপর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে মঙ্গলবার রাজ্যসভার সাংসদ তথা দলের সভাপতি সুব্রত বক্সি এই চিঠি পাঠান।

চিঠিতে সুব্রত বক্সি বলেন, গত রবিবার, পেট্রাপোল সীমান্ত এলাকায় একটি সমন্বিত চেক পোস্ট, প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল এবং মৈত্রী দ্বার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তার আগে ১৫ অক্টোবরই বিধানসভা উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন। অবিলম্বে আদর্শ আচরণবিধিও জারি করা হয়েছিল। সেই বিধিতে বলা আছে, মন্ত্রীরা একসঙ্গে সরকারি সফর এবং নির্বাচনী প্রচারের কাজ চালাতে পারবেন না। নির্বাচনী কাজের জন্য সরকারি পরিবহন, কর্মী ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে না ক্ষমতাসীন দল। এদিকে, এই উপনির্বাচন হবে হাড়োয়া এবং নৈহাটিতে। তার জন্য উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় এই বিধি জারি রয়েছে। কিন্তু, সরকারি সফরে পেট্রাপোলে এসে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজনৈতিকভাবে মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে চিঠিতে।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, পেট্রাপোলের অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং সেই দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুৎসাও করেন। ওই মঞ্চ থেকে তিনি '২০২৬ সালে পরিবর্তন'-এর ডাক দিয়েছেন। যার সঙ্গে ওই অনুষ্ঠানের কোনও যোগ ছিল না। কাজেই, সরকারি কাজ এবং নির্বাচনী কাজের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখার বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিপ্রায় নিয়ে গুরুতর সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ফলে, তিনি আদর্শ নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করেছেন।

এই প্রেক্ষিতে, নির্বাচন কমিশনের কাছে অমিত শাহকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানোর দাবি জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। উপনির্বাচনের আগে, অমিত শাহ এবং অন্যান্য বিজেপি নেতাদের আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গ করা থেকে আটকাতে যাতে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হয়, সেই আবেদনও করা হয়েছে এই চিঠিতে।

শালতোড়ার বাইক বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে এনআইএ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঁকুড়ার শালতোড়ায় বাইকে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে নামছে এনআইএ। ৩০ অগস্ট রাতে প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার লাপাহাড়ি এলাকা। ঘটনায় মৃত্যু হয় জয়দেব মণ্ডল নামে এক বাইক আরোহীর। এই ঘটনায় উত্তাল হয় রাজ্য প্রশাসন।

সূত্রে খবর, ওই বাইক আরোহীর বাড়ি শালতোড়া থানারই ঝনকা এলাকায়। বাইকে চড়ে শালতোড়া থানার লাপাহাড়ি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় তার বাইকে এই বিস্ফোরণ ঘটে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা প্রথমে শালতোড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কীভাবে ওই বিস্ফোরণ ঘটল বা ওই ব্যক্তি বাইকে করে বিস্ফোরক বহন করছিলেন কিনা তা নিয়ে এতদিন তদন্ত করছিল পুলিশ। এবার সেই তদন্তভার নিজেদের হাতে নিল এনআইএ। এদিকে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই সময় রাজনৈতিক মহলে শাসক বিরোধিতায় বিস্তর তরজাও চলে। এরপরই এনআইএ তদন্তের দাবিতে পথে নামে বিজেপি। এদিকে, এই ঘটনায় বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এলাকায় অবৈধ খননকাজের জন্যই বাইকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ডিনামাইটের মতো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক। স্পষ্ট অভিযোগ ছিল শুভেন্দুর। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনার তদন্তের ভার দেওয়া হল এনআইএ-এর ওপরেই।

সম্পাদকীয়

আপাত আধিপত্যবাদ জিতলেও গণতান্ত্রিক ভাবনাও ঝলকালো

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সিপিএম প্রত্যক্ষ ভাবে চিকিৎসকদের এই আন্দোলনে সহায়তা করেছে, এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তা অবশ্যই বাম রাজনীতির একটি যৌক্তিক পথ। সিপিএমের সমর্থক ডাক্তারবাবুরা গোটা আন্দোলনে জুনিয়রদের পাশে থেকেছেন, ঐকান্তিক ভাবে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তার রাজনৈতিক লাভ কিছু জুটল কি সিপিএমের? সামনের ছ'টি উপনির্বাচনে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-এর সঙ্গে জোট হল, ভাঙল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক। এই অতিবাম দলগুলি দিনের পর দিন দু'টি বিষয়ে স্থির থেকেছে; এক, বিজেপির বিরোধিতা; এবং দুই, সুযোগমতো তৃণমূলের সঙ্গে গিয়ে সিপিএমকে অপদস্থ করা। অতিবামদের এই রাজনৈতিক চরিত্র বার বার জানা সত্ত্বেও এবং বামফ্রন্টের বাকি দলগুলোরও ভোটবাজারে কোনও গুরুত্ব নেই জেনেও, সিপিএমের বৃহত্তর বাম ঐক্যের স্বপ্ন কতটা যুক্তিযুক্ত, সেই প্রশ্ন থাকবে। পশ্চিমবঙ্গে আজও আনুমানিক ত্রিশ লক্ষ মানুষ সরাসরি সিপিএমের সমর্থক; বাকি অতিবাম এবং বামফ্রন্টের অন্যান্য দলের মিলিত সমর্থকের সংখ্যা তার চেয়ে ঢের কম। সেই জায়গায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নেতারা যে ভাবে তাঁদের সমর্থকদের ডাক্তার-বিদ্রোহে লোক জোগান দিতে কিংবা সহযোগী দলগুলোকে ভোট দিতে আহ্বান জানাচ্ছেন, তাতে সিপিএমকে স্বার্থহীন ভাবে ভালবাসা ভোটারদের গা জ্বলাটাই স্বাভাবিক। আরও একটি প্রশ্নও থাকছে; এই উপনির্বাচনে সিপিএমের প্রার্থী কি আন্দোলনরত চিকিৎসকদের সমর্থনটুকুও পাবেন? আপাত-অরাজনৈতিক মোড়কে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী মেধাবী যুব চিকিৎসকেরা যে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন দু'মাসের বেশি সময় ধরে চালিয়ে গেলেন, তা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। আপাতত আধিপত্যবাদ জিতল, কিন্তু গণতান্ত্রিক ভাবনার ঝলকও চোখ এড়ায়নি।

শব্দবাণ-৮৬

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. মৃগি রোগ ৪. ওঝা, বিষবৈদ্য ৫. শোক ৭. আসল নয় ৯. ইন্দ্রজাল, ভেলকি ১১. গাছের গায়ের গর্ত।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অনাস্থা ২. চন্দ্র, চাঁদ ৩. অন্তর্ধান ৬. হেরে গেছে এমন ৮. সৈন্য , ফৌজ ১০ .হুক্কা।

সমাধান: শব্দবাণ-৮৫

পাশাপাশি: ১. কার্যকলাপ ৩. গণনা ৫. মোক্তার ৭. ইস্তক ৮. নতুন ১০. প্রাণস্পন্দন।

উপর-নীচ: ১. কারণ ২. লালমোহন ৩. গদাই ৪. নামকরণ ৬. রসান ৯. তুফান।

জন্মদিন

আজকের দিন

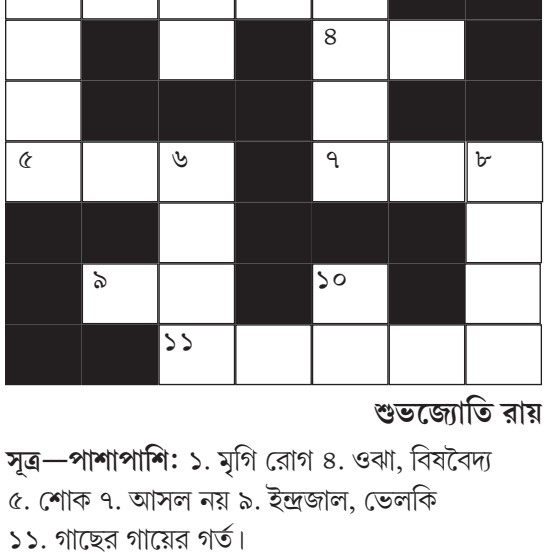

সুকুমার রায়

১৮৮৭ *বিশিষ্ট লেখক সুকুমার রায়ের জন্মদিন।*
১৯০৯ *বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী হোমি জে ভাবার জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অভিজিৎ ভট্টাচার্যের জন্মদিন।*

কালী সাধনা স্রষ্টার প্রতি নিখুঁত মানসিকতার শিল্পীর অঞ্জলী

শুভজিৎ বসাক

কালী, নামটা শুনলেই এক ভয়ংকরী দেবীর মূর্তি সামনে ফুটে ওঠে। কাল অর্থাৎ চলমান সময়কে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই কালী। শিব নিজে সেই কালচক্রে কালভৈরব রূপে অধিষ্ঠান করেন এবং তিনিই নিশ্চল তত্ত্ব হিসাবে কালীর পদতলে শবরূপে অবস্থান করেন। অতএব কালীর অধীনে কাল বা সময় নিয়ন্ত্রিত। আধ্যাত্মিক দিক থেকে কালীকে বিশ্লেষিত করা হয়েছে বহুবার কিন্তু বাস্তবে তাঁর এক অর্থ রয়েছে যা অদেখা। কালীর অনেক নাম তার মধ্যে অন্যতম বামাকালী। এখানে দেখা যায় কালীর বাম পা নিশ্চল শিবের বুকের ওপরে রাখা এবং তাঁর ওপরে কালী ক্রিয়াশীল। এখানে জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে। আমাদের মন তারও অবস্থান দেহের বামদিকে এবং সেটি শুধুমাত্রই বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনে ক্রিয়ারত হলেও বাস্তবিক স্তরে সেটি সংবেদনশীলহীন, অনুভূতিহীন পর্যায়ভুক্ত যা একদম নিশ্চল শিবের প্রতীক হিসাবে ধারণা করা যায়। নানা পরিসরে এই মনের মধ্যে মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন খারাপ-ভালো ভাবনা ছাপ ফেলে মানুষের মধ্যে জন্ম দেয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় অনুভূতির যা ভালো ও খারাপ দুইয়েরই সাক্ষী থাকে। বামাকালী আসলে জীবনেরই প্রতীক যা অনুধাবন করায় যে প্রবহমান কালের সাথে চলমান জীবন-মৃত্যু ও তার সাথে জড়িত সমস্ত ভাবনা মন থেকে নিশ্চল করে জীবনকে উন্মুক্ত পরিসরে উপভোগ ও অনুভব করা যায়। কালী যেমন ক্রিয়াশীল অর্থাৎ নেতিবাচক আসুরিকভাবাপন্ন বদ্ধ বোধকে হটিয়ে ইতিবাচক ও সুন্দরকে তুলে ধরেছেন সেভাবেই মনকে সবসময়েই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থির রেখে তাকে কালী ভাবনার মাধ্যমে আলোকিত করা কালী সাধনার মূল মন্ত্র হিসাবে উঠে আসে।

আবার কালীকে পশুআচারে আরাধনা করার বিধি বলবৎ রয়েছে। অনেকেই পশু বলি দেয়, মদ, মাংস ইত্যাদি নৈবেদ্য হিসাবে তাঁকে উৎসর্গ করে। এখানেও জীবনদর্শনের ভাগ লুকিয়ে রয়েছে। আজকের আধুনিক মানুষ বানর বংশোদ্ভূত অর্থাৎ পশুদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ। মানুষ যতই আধুনিক হোক, তার মধ্যে কাম, ক্রোধ, মোহ, লাভ থেকে উৎপন্ন হিংস্র পশুবৃত্তি সঞ্চারের পরিণতি অতীতে দুটো বিশ্বযুদ্ধ, আজকের সারা দুনিয়াজুড়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এছাড়া নৈমিত্তিক সমাজে রুচিহীন নিকৃষ্ট মানসিকতার কার্যকলাপ সাক্ষী হয়ে রয়েছে। মানুষই মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালীকে পশুআচারে সাধনা করা অর্থাৎ নিজের মনের মধ্যে জমে থাকা হিংস্র ভাবনাকে মুছে কালীর মত উন্মুক্ত মানসিকতার প্রাণীতে পরিণত হওয়ার কথাকেই বলা হয়।

অর্থাৎ কালী সাধনা স্রষ্টার প্রতি নিখুঁত মানসিকতার শিল্পীর অঞ্জলী ছাড়া কিছুই নয়। মানুষই তো কালীর রূপদান করেছে অর্থাৎ মহান স্রষ্টা কালীকে কেউ বা কারা খুব সুন্দরভাবে জীবনমুখী আকারে ভাবিয়ে তুলেছেন। যা ভয়ঙ্কর সেটি আসলে তাঁর ভয়াবহতার কারণকে জানার চেষ্টায় একদম আড়ালে লুকিয়ে থাকা সৃষ্টি আর স্রষ্টার মেলবন্ধনকে জানান দেয় অর্থাৎ ভয়াবহ মানসিকতাকে এড়ানো গেলে একটি শ্রীময় জীবন অপেক্ষমান এবং সেটিই কালী সাধনায় শিল্পীর নিখুঁত শৈল্পিকতার আকারে রূপায়িত হয়েছে।

আলোর উৎসব দীপাবলি

এস ডি সুব্রত

সভ্যতার আলোয় দাঁড়িয়ে যেন আঁধারে ফিরে যাই বার বার । সংকীর্ণতার আবরণে ঢাকা পড়ে মানবতাবোধ আর বিবেকবোধ। আঁধার কাটাতে প্রয়োজন আলোর । মিথ্যে থেকে সত্যের পথে , সংকীর্ণতা থেকে উদারতার পথে যেতে প্রয়োজন আলোর পথ , সুন্দরের পথ , ন্যায়ের পথ , মানবতার পথ । দীপাবলি একটি সংস্কৃত শব্দ । দীপ' এবং 'অবলি'; এই দুইয়ে মিলে হয়েছে দীপাবলি শব্দটি। 'দীপ' শব্দের অর্থ 'আলো' এবং অবলি শব্দের অর্থ 'সারি'। ভারতে এক দিন নয়, পাঁচ দিন ধরে পালিত হয় এই উৎসব। ধনতেরাস, নরক চতুর্থী, অমাবস্যা, কার্তিক শুদ্ধ পদ্যমী বা বালি প্রতিপদা এবং ভাই দুঁজ বা ভাইফোঁটা। কেবল ভারতেই নয়, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, মিয়ানমার, মরিশাস, নেপাল, গায়ানা, সিঙ্গাপুর, সুরিনাম, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং ফিজিতেও দেওয়ালিতে ছুটি পালন করা হয়। দীপাবলি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটা বিশেষ উৎসব । এটি দেওয়ালি, দীপান্বিতা, দীপালিকা, সুখরাত্রি, সুখসুপ্তিকা এবং যক্ষরাত্রি নামেও অভিহিত।

দীপাবলি আসলে বিজয়ীর উৎসব। দীপাবলির ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণের যে সব গল্প প্রচলিত রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের অযোধ্যায় ফেরার কাহিনি। এছাড়াও আরও অনেকগুলি গল্প জড়িত রয়েছে দীপাবলির সঙ্গে। রামায়ণ মতে, একদা এই দিনে অযোধ্যায় আলো জ্বলে, উৎসবে মেতেছিল, কারণ লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করে রামচন্দ্র এই দিনেই অযোধ্যায় পৌঁছেছিলেন। শুনে ভারতবর্ষের প্রতিটি সন্তান শান্তির প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন, ঘরে ঘরে কোটি কোটি সীতা আনন্দে আলো জ্বেলেছিলেন। কারো মতে দীপাবলির আলো জ্বেলে আমরা আসলে নরকাসুরে জয়ের ঘটনা স্মরণ করি। এমনি এক অমাবস্যার রাতেই নাকি শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হয়েছিলেন ত্রিলোকের ত্রাস নরকাসুর। ষোল হাজার বন্দিনী নারী মুক্তি পেয়ে আবার সংসারে ফিরে এসেছিলেন, ঋষিরা আবার দিনের আলো দেখতে পেয়েছিলেন। কলঙ্কমুক্ত পৃথিবী তাই সেদিন আলোয় আলোয় অপরূপা সেজেছিল মর্তবাসী আনন্দে হেসেছিল। আবার কেউ কেউ বলেন ভারতের দরিদ্রতম মানুষটিও অন্ধকার রাতে আলো জ্বেলে একদিন উৎসবে মেতেছিল, কারণ সেই চতুর্দশী সন্ধ্যায়ই সংবাদ এসেছিল পরাজিত শকেরা পলায়নের পথ খুঁজছে, স্বদেশে রাজা বিক্রমাদিত্য তাদের উৎখাত করতে সমর্থ হয়েছেন। শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল ভারতবর্ষ। এ আলো তারই স্মারক।। আবার কোন কোন মতে প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন মহাবলী। শক্তিমানও বটে। তার ভয়ে দেবতারাও শঙ্কিত। কিন্তু প্রজারা তাকে ভালোবাসে। ভীত দেবতাদের প্রার্থনায় বিষ্ণু বামন বেশে মহাবলীর সামনে এসে হাজির হলেন। মহাবলী জানতে চাইলেন তিনি কী চান। বামনরূপী বিষ্ণু বললেন- ত্রিপাদ ভূমি। দানশীল মহাবলী তাতে আপত্তি করলেন না। তিনি বামনের প্রার্থনা মঞ্জুর করে বললেন- বেশ, তাই নাও। বিষ্ণু এবার স্বরূপ ধারণ করলেন। এক পায়ে তিনি পৃথিবী অধিকার করলেন, আর এক পদক্ষেপে স্বর্গ অধিকৃত হল। বিষ্ণু বললেন, তৃতীয় পদ কোথায় স্থাপন করি? মহাবলী বললেন, আমার মস্তকে। বিষ্ণুর পদভারে মহাবলী রসাতলে প্রোথিত হলেন। প্রজারা কান্নাকাটি শুরু করল। তাদের পীড়াপীড়িতে পরে বিষ্ণু প্রতি বছর একদিনের জন্য মহাবলীকে নিজের রাজধানীতে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। সে দিনটিই দীপাবলি বা দেওয়ালি। লোকজন নরপতিকে নিজেদের মধ্যে ফিরে পেয়েছিলেন বলেই প্রজারা সেদিন আলোর উৎসব করেছিল। কেউ কেউ এমনও বলেন, মহামায়া দুর্গা এদিনেই অসুর বধ করে ত্রিলোককে নিশ্চিন্তে আলো জ্বালতে দিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন পিতার ক্রোধে দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে বিতাড়িত এক রাজকন্যা বাবার সঙ্গে শর্ত করেছিলেন সমস্ত রাজ্য এক রাত্রি আলোকহীন রাখতে। বাবার হারিয়ে যাওয়া গজমতির মালা কুড়িয়ে পেয়েছিল তার এই দুঃখিনী মেয়ে, মালা ফেরত দেওয়ার আগে শর্ত দিয়েছিল সে কৃষ্ণ-চতুর্দশীতে রাজ্য আলোহীন রাখতে হবে। তাই হল। রাজার আদেশে গোটা রাজ্যে সেদিন কারোর ঘরে আলো নেই। আলো জ্বলছে, কেবল সেই রাজকন্যার কুটিরেই। লক্ষ্মী অতএব এসে প্রবেশ করলেন তার ঘরেই। সেই থেকে দীপাবলির রাতে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। আবার ঐতিহাসিক কাহিনি মতে, রাজা বিক্রমাদিত্য (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) শক দস্যুরাজকে তিনি পরাজিত করে পরিচিত হন শকারি নামে। এই জয়লাভ তার রাজত্বকালে মহাসমারোহে পালিত হত আলো উৎসব তথা দীপাবলি (দীপমালা) উৎসব হিসাবে। এছাড়াও মহাভারতে পাওয়া যায় যে বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসের পর দীপাবলিতেই হস্তিনাপুরে ফিরে এসেছিলেন পাণ্ডবরা। সেই জন্য আলোর মালায় সাজানো হয়েছিল গোটা হস্তিনাপুরকে। দীপাবলি অমাবস্যার রাতে পালন করা হয়। তাই চারদিকে নিকষ অন্ধকার থাকে আর এই অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সর্বত্র প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোকিত করে রাখে। বিশ্বাস করা হয়, নিকষ অন্ধকারেই অশুভ আত্মা ও অশুভ শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই এই অশুভ শক্তিকে দুর্বল করতে ঘরের প্রতিটি কোনায় কোনায় বাতি বা প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে। আলোকসজ্জার এই দিবস অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলো জ্বালার দিন। নিজের ভেতরের বাইরের সকল অজ্ঞতা ও তমকে দীপশিখায় বিদূরিত করার দিন। প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার চিরন্তন শিখা প্রজ্বলিত করার দিন। দীপাবলির উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হোক প্রিয় বাংলা, প্রিয় বসুন্ধরা । দূর হোক যত আঁধার, মনের কালিমা । দূর হোক ধর্মান্ধতা , কূপমন্ডুকতা। গড়ে উঠুক শান্তি সম্প্রীতির এক নিবিড় বন্ধুন । জাতি ধর্ম ও বর্ণভেদের দেয়াল তুলে দিয়ে সবাই মিলে যেন এগিয়ে যেতে পারি সুন্দর আগামীর পথে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হোক আলোর উৎসবের দিনে।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

ভালো থাকাটাই এখন চ্যালেঞ্জ

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

অন্য অনেক প্রসঙ্গ বা বিষয় বাদ দিয়ে আপনার মনে হতেই পারে কেন এই বিষয়ের অবতারণা। উত্তরে বলি, কারণ -- বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো আমরা যে যেখানে আছি আমরা খুব ভালো আছি ? উত্তর হবে — না, ভালো নেই। ভুল হলো। আমরা ভালো এবং সুস্থ কোনোটায় নেই। কেন নেই এই প্রশ্ন আমাদের মনে আসবে কারণ আমরা এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি। না, সব ক্ষেত্রে যে অর্থ বড় ফ্যাক্টর নয়। অর্থ ছাড়াও মানসিক অসুখের অনেকে কারণ আছে। প্রকৃত সুখ ক'জনের আছে! কেউ বলবেন এর জন্যে দায়ী কর্মফল তো কেউ বলবেন এর জন্যে দায়ী ভাগ্য। আবার অনেকে এও বলবেন যে এর জন্য দায়ী পরিশ্রম। তবে এটা মানতেই হবে যে উপরের সব বিষয়ই আমরা ভালো না থাকাতে দায়ী করতে পারি। তবে কেমনভাবে কিভাবে আপনার জীবনে বিপর্যয় আঁচড়ে উঠতে আপনি কিছুটি। বুঝতেই পারবেন না। তাই ভালো থাকাটা খুব কঠিন এখনকার সময়ে।

একটা সময় ছিল যখন মানুষের হাতে অর্থ কম ছিল। তখন মানুষের সাধ্যের মধ্যে খুশি থাকাটাকে মেনে নিত। আর আনন্দেও থাকতো। এখন আর তা হয় না। যদি বলেন কেন তবে তো বলা খুব মুশকিল। এর পেছনে কোনো এক আধটা কারণ নেই, আছে অনেকগুলি কারণ। কারণ এখন কম্পিটিশনের যুগ। দেখানো ব্যাপারটা এখন মাত্রা ছাড়া আকার নিয়েছে। কে কত দেখতে পারে আর তা কেমনভাবে দেখাবে তাও একটা মস্ত ব্যাপার। মানে কলির মধ্যে ঘোর কলি। কেউ কাউকে মানছে না। একটা অস্থিরতা কাজ করছে। এর মধ্যে যে সত্যিকারের চালাক যে সে বেঁচে যাচ্ছে। তাকে কেউ রুখতে পারছে না। সাধারণ বা মিডিও কেয়ার বেশ মার খাচ্ছে। আর এদের সংখ্যাটাই বেশি। কাজেই তাদের ভালো থাকাটা বেশ চ্যালেঞ্জের। বলতে পারেন কোনো কর্মসংস্থান যদি ঠিকঠাক না থাকে এই সাধারন বা মিডিও কেয়ার কোথায় যাবে? আবার এই সংখ্যাটাই বেশি। আবার কি জানেন যে এদের আবেগটাও অনেক বেশি। আপনি আমি খোঁজ রাখি না কত পাগল আছে আমাদের সমাজে যারা গ্র্যাজুয়েট। আপনি আমি খোঁজ রাখি না কত মানুষ আছে যারা কিনা অনেক ছোট কাজে নিজেকে সাজিয়েছেন। যদিও কেতাবি ভাষায় ছোট বলে কোনো কাজকে মনে করা হয় না। তবে কেন ছোট কাজে নিয়োজিত মানুষেরা সারাজীবন আফসোস বা হিনমন্যতায় ভোগে? আসলে আমার বলি এক আর ভাবি আরেক। আর এই সিদ্ধান্ত বিভ্রমতা সামলাতে না পেরেই আমরা ভালো থাকতে পারি না। আমাদের কাছে ভালো থাকাটায় হয়ে উঠে মস্ত চ্যালেঞ্জ।

আমরা কেউ সুখে নেই। কারন যা চেয়েছি আমরা তা তেমনভাবে পাইনি। এখানে আমাদের পরিশ্রমের ঘাটতি অবশ্যই আছে। পাশাপাশি ইচ্ছা, ভাগ্য একটা বড় ফ্যাক্টর। আর এই সব গুলি একসঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এক জীবনে সবার উপরে আঁচড়ে পড়বে তেমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আর তা হয়ও

না। কিন্তু আমরা অনেকেই আছি যারা কিনা ভাগ্যের দোহায় দিয়ে নিজের কাজটা ঠিকঠাক করি না। এটাই আমাদের সমস্যা। আমাদের অনেক ঘাটতি আছে। আমার সেটা কেউ তেমনভাবে মানতে চায় না। আর যার ফলে আমাদের যন্তনা বাড়ে। আমাদের কষ্ট হয় আমাদের কর্মফলের কথা মানতে। আমরা আমাদের ভুলগুলি কোন ভাবেই মানতে চাই না। আর অন্য দিকে আমার ক্ষমতা না থাকলেও আমার ইচ্ছা আছে প্রবল। আর আছে আমার হিংসা। ওর হলো তো আমার হলো না কেনো — ঠিক এই ধারণা থেকে আমাদের জীবনের প্রবল ক্ষতি হয়। যে সামলাতে পারে তার কষ্ট কম আর যে পারে না তার দুঃখ চিরকাল। আসলে ভালো থাকাটার সঙ্ঘা কি আমরা কেউ এটা নিয়ে চিন্তা করি না। বুঝতে চাই না যে যেটা আমার সেটা আমার। আমার দুঃখ আমার কষ্ট আমারই। আমার সুখ আমারই। আবার যেটা আমার নেই সেটা অন্যের আছেও। আবার উল্টোটাও। ঠিক এই জায়গা থেকে আমরা দেখি আমি যে দিকে ভালো আছি, অন্য কেউ হয়তো সেই দিকে মোটেই ভালো নেই। আবার অন্যের যেদিকে স্ট্রং সে দিকে আমি আবার হয়ত দুর্বল। মানে পুরোপুরি কেউ পারফেক্ট।

নয়। আর এটা নেই বলেই আমাদের মেনে নিতে কষ্ট হয় আমরা কেউ ভালো আছি বলে।

ভালো না থাকার পিছনে আরেকটা বড় আরণ হলো হিংসা। এটিকে আলাদা ভাবে ব্যক্ত করতেই হয়। হিংসা হলো সেই বস্তু যা আপনাকে চরম ক্ষতি করে দেবে।আপনার সাফল্যের পরিকাঠামো ক্ষত করে দেবে। মনে রাখতে হবে যে হিংসা আর জেদ কিন্তু এক জিনিষ নয়। জেদ মানুষকে পরিণত করে। পরিণতির প্রতি প্রবণতা বাড়ায়। জেদের বসে আমরা অনেক কিছু করে বসি। কোনো ক্ষেত্রে সেটা ভালো হয়, কোনো ক্ষেত্রে চরম ক্ষতিও হয়। তবু জেদ কোনো অর্থেই খারাপ কিছু নয়। জেদে জিতে নেওয়া বা লড়াই করা এক মারাত্মক গুন। এতে ভালই হয়। তবে তা সবাই পারে না। অবশ্য যে পারে সে জীবনে জিতে যায়। ভালোও থাকে। কিন্তু আর ক'জনের তা হয়! তাহলে কি করে ভালো থাকা যাবে বলুন তো? তবে এ সমস্যা শুধু এখনকার নয়, সারা পৃথিবীর। আমরা দেখেছি যত সমস্যা এই পৃথিবীতে আছে তার বেশিতাই অর্থনৈতিক। এখানেই দেশ বা রাষ্ট্রের এই দিকে নজর রাখা খুব প্রয়োজন। কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে বহুকিছু। বেকারত্ব, দুর্নীতি, নেশা, অবৈধতার মত সব কাজ এখান থেকেই বৃদ্ধি পায়। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে অনেক ট্যালেন্ট উপযুক্ত জায়গা না পাওয়ার জন্যে নষ্ট হয়ে যায়। তোষামোদ, রাজনীতি থেকে নাগরিক জীবন বের করার দায়িত্ব কার? উত্তর আপনার আমার জানা। একটা সফল দেশ কিভাবে উন্নতি করে তা তো সবাই জানে। তবে কেন এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে এত সদিচ্ছার অভাব দেখা যায়? আমরা মুখে বলি যুব শক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু কার্যকালে তা উধাও! আমাদের বলা আর করার মধ্যে বিস্তর ফারাক। তবে আমরা ভালো থাকবো কি করে?

না, তাও আমাদের ভালো থাকতে হবে। আমাদের ভালো থাকতে হবে আমাদের জীবনের জন্যে। আমাদের ভালো থাকতে হবে আমাদের সমাজ সংসারের জন্যে। আমাদের ভালো থাকতে হবে আমাদের মানবিক সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্যে। মনে রাখতে হবে আমরা সমাজবদ্ধ জীব। আমাদের সব দিক সামলাতে হয়। আমাদের উত্তর প্রজন্ম ঠিক রাখার জন্য আমাদের নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস টললে চলবে না। আমাদের হারলে চলবে না। আমাদের ভালোবাসায় থেকে পিছলে গেলে চলবে না। ভয় পেলে চলবে না। আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে আমাদের উত্তর প্রজন্ম — একবার ভাবতে হবে সেই কথাও। আমাদের আবেগ আমাদের ভালোবাসার জায়গা — এটা আমরা সবাই জানি । কিতু সেই আবেগ যদি আমাদের জীবনের চরম ক্ষতি করে তবে সেই আবেগ থেকে বের হতে হবে সহজে। তবেই ভালো থাকা যাবে। আমাকে সৎ থাকতে হবে। নিজের কাছের প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা থাকতে হবে। আর যা করতে হবে তা নিষ্ঠার সাথে। আর গৃহের পরিবেশকে সর্বদা একেবারে ছোট থেকে সুন্দর করে রাখতে হবে। মানে উপযুক্ত। আর মানতে হবে — যা পেয়েছি আমি তা আমার সঞ্চয়/ যা পাইনি আমি তা আমার নয়।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

আনন্দকথা

(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়)
ভবসিন্ধুজলে, বিধান-কমলে, আনন্দময়ী বিরাজে,
আবেশে আকুল, ভক্ত অলিকুল, পিয়ে সুধা তার মাঝে।
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্নবদন চিত্ত-বিনোদন ভুবন-মোহন,
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় প্রেমে হইয়া মগন;
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দরশন করি
প্রেমদাসে বলে সবে পায়ে ধরি, গাও ভাই মায়ের জয়।।

কীর্তন করিতে করিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন।

কীর্তনান্তে ঠাকুর উত্তর-পূর্ব বারান্দায় বেড়াইতেছেন। হাজরা মহাশয় বারান্দার উত্তরাংশে বসিয়া আছেন। ঠাকুর সেখানে গিয়া বসিলেন; মাস্টার সেইখানে বসিয়াছেন ও হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর একটি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তুমি স্বপ্ন-টপ্ন দেখ?''

ভক্ত — একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি; এই জগৎ জলে জল। অনন্ত জলরাশি। কয়েকখানা নৌকা ভাসিতেছিল;

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূল অফিসে আবাসের আবেদনপত্র যাচাইয়ে অভিযুক্ত পঞ্চায়েতের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বসে আবাস যোজনার আবেদনপত্র যাচাইয়ের কাজ করার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত কর্মীদের বিরুদ্ধে। পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের ছোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে শাসকদলের পক্ষ থেকে। রাজ্য সরকারের আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজ শুরু হতেই উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন অভিযোগ। ন্যায্যদের বঞ্চিত করে আবাস যোজনার প্রকাশিত তালিকায় অন্যদের নাম রয়েছে এই অভিযোগে সোমবার অণ্ডাল বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখায় খান্দরা পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। বিডিও অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের ছোড়া পঞ্চায়েতে আবাস যোজনার তালিকা যাচাইয়ের কাজ সরকারি জায়গার বদলে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বসে হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। বিজেপি যুব মোর্চার দু'নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সুরোজ চৌহান অভিযোগ করেন, ছোড়া পঞ্চায়েতের বনবহালে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বসে আবেদনপত্র যাচাইয়ের কাজ করছিলেন পঞ্চায়েত অফিসের সরকারি কর্মীরা। বিরোধী দলের সমর্থকরা যাতে আবাসনপত্র জমা দিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই কাজ করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। বিডিওকে তিনি বিষয়টি নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানান।

বিডিও বৃষ্টি হাজরা বলেন, খোলা জায়গাতে বসে পঞ্চায়েত কর্মীরা আবেদনপত্র যাচাইয়ের কাজ করছিলেন। আচমকা বৃষ্টি পড়া শুরু হলে পঞ্চায়েত কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওখানে আবেদনপত্র যাচাইয়ের কাজ হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। শাসকদলের ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখোপাধ্যায় বলেন, মিথ্যা অভিযোগ করে বিভ্রান্তি ছড়ানো বিজেপির কাজ। এরকম কোনও ঘটনাই ঘটেনি বলে জানান তিনি।

মহিলাকে অচৈতন্য করে ধর্ষণের অভিযোগ ডাক্তারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: ডাক্তার দেখাতে আসা এক মহিলাকে ইনজেকশন দিয়ে মহিলাকে অচৈতন্য করে তাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ। শুধু তান নয়, সেই ছবি মোবাইলে ক্যামেরায় তুলে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ ও ৪ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল।

অগত্যা মহিলা হাসনাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ডাক্তারকে সোমবার রাতেই গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। মহিলার স্বামীর অভিযোগ, তিনি কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকেন। স্ত্রীর শরীর খারাপ হওয়ায় স্থানীয় এই কোয়াক ডাক্তার নুর আলম সরদারের কাছে যায়। ডাক্তার ইনজেকশন দেওয়ার নাম করে অচৈতন্য করে মহিলাকে ধর্ষণ করে এবং সেই ছবি তুলে রেখে ব্ল্যাকমেইল শুরু করে। মহিলার কাছ থেকে একাধিকবারে মোট ৪ লক্ষ টাকা নেয় এবং আরো টাকার দাবি করে। এরপর মহিলা তার স্বামীকে সব ঘটনা খুলে বলে। স্বামী বাড়ি এসে ওই ডাক্তারের বিরুদ্ধে হাসনাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ডাক্তারকে হাসনাবাদ থানার পুলিশ সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে। এদিন তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় এবং ওই মহিলার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মেহেদী হোসেন রহমান জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে কোনও টাকা লেনদেনের বিষয় এখনও জানা যায়নি। তবে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

নিলামের বিজ্ঞপ্তি

ACHIIEVERS FINANCE

Achiievers Finance India Lmtd
CIN-U51909WB1996PLC082118
32/A, D.H Road, Sakherbazar Kolkata-08, P: 033-6606 3000
E: gold@achieversind.com

এতদ্বারা আপনাদিগকে অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত শাখাগুলিতে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির বন্ধক রাখা স্বর্ণালংকার 16/11/2024 তারিখে সকাল 11.30টা থেকে জনগণের সামনে নিলাম করার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে। নিলামের স্থান সংশ্লিষ্ট শাখায় নিলাম করা হবে। নিলামে অংশগ্রহণকারীদের ফটো আইডি, প্যান এবং G.S.T সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে। নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য 100000/- টাকা টোকেন প্রদান করতে হবে। সফল অংশগ্রহণকারীদের NEFT বা RTGS এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

ঠাকুরপুকুর : 6887, 6888, 6952, 6953, 6957, 6958, 6959, 6978, 6994, 6996, 6999, 7004, 7012, 7015, 7021, 7023,7024,7025,7029,7031, 7036, 7073, 7039,7041, 7043, 7046, 7049, 7051, 7053, 7054, 7055, 7060, 7061, 7063, 7065. **বারুইপুর** : 4251, 4358, 4367, 4368. **কাকদ্বীপ** : 23027, 23028, 23205, 23208, 23214, 23360, 23370, 23373, 23421, 23482, 23493, 23538, 23551, 23567, 23578, 23585, 23626, 23629, 23636, 23641, 23654, 23690. **ক্যানিং** : 6717, 7155, 7156, 7292, 7364, 7369, 7377, 7403, 7430, 7431, 7436, 7445, 7532, 7538, 7539. **ফুলিয়া** : 7558, 7598, 7605, 7606, 7611, 7612, 7778, 7796, 7801, 7804, 7805, 7806, 7818, 7820, 7958, 7972, 7974, 7976, 7977, 7978, 7979, 7983, 7985, 7987, 8145, 8146, 8164, 8165. **ডায়মন্ডহারবার** : 4859, 4916, 4938, 4945, 4962, 4990, 4995, 4998, 5023, 5027, 5059, 5067, 5073, 5076, 5086, 5088, 5112, 5115, 5116, 5117, 5120. **যাদবপুর** : 713, 714, 727, 731, 744, 746, 752, 753, 754, 757, 759, 766, 778, 779, 787. **বারাসাত** : 469, 525, 530, 552, 565. **দমদম** : 109, 134, 145, 167, 179, 193, 195, 198, 202, 219.

বিঃদ্রঃ যদি কোনো কারণে এই নিলাম প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না হয় তাহলে তা 22/11/2024 তারিখে পুনরায় সম্পন্ন হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে, তাহলে নিলাম কেন্দ্রে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.achiieversfinance.com) প্রদর্শন করা হবে। নিলামের বিস্তারিত নীতি জানতে দরদাতারা Company Website (www.achiieversfinance.com) পরিদর্শন করুন। গ্রাহকগণ নিলামের তারিখের আগে স্বর্ণালংকার ছাড়িয়ে নিতে পারেন।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ 30/10/2024

Authorized Signatory
For **Achiievers Finance India Lmtd**

কাঁকসায় ডায়রিয়ায় মৃত ২, অসুস্থ ৪, মেডিক্যাল ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার কুলডিহায় ডায়রিয়ার প্রকোপে মৃত্যু হলো দুই জনের। তাঁরা হলেন ঊর্মিলা মুর্মু (৩৫) ও বুখী হাঁসদা। ঘটনাটি কাঁকসার মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুলডিহায়।

জানা গিয়েছে, কয়েকদিন ধরে এই এলাকার বাসিন্দাদের বমি, পায়খানা হতে থাকে। শনিবার প্রথমে ঊর্মিলা মুর্মু নামের মহিলাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে রবিবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে স্থানান্তর করা হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। তারপর থেকে এলাকার একাধিক মানুষ অসুস্থ হতে থাকে। সোমবার দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আরো চারজনকে। তাঁদের মধ্যে বুখী হাঁসদা নামের এক মহিলা আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকায় তাঁকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে। মঙ্গলবার সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার এলাকায় পৌঁছে বেশ কয়েকটি টিউবওয়েল সিল করে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা। সরকারিভাবে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছনোর জন্য পাইপলাইন বসানো হয়েছে কিন্তু সেই জল এখনো বাড়ি বাড়ি পৌঁছায় নি বলে অভিযোগ। সেই জন্যই মৃত্যুর মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ঘটনাকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করে। কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে জানিয়েছেন, কুলডিহায় ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা দেওয়ায় বেশ কিছু মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। কয়েকদিন আগে একজনের মৃত্যু ঘটলেও পরে দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে আরও একজনের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে গোটা গ্রামের মানুষকে গ্রামের টিউবওয়েলগুলি থেকে জল পান করার কথা নিষেধ করা হয়েছে। পিএইচই থেকে পানীয় জল সরবরাহ করার কাজ করা হচ্ছে। গ্রামে মেডিক্যাল টিম পাঠিয়ে মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পাশাপাশি যে মহিলারা মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারের দিকে নজর রাখা হয়েছে।

স্বপ্নাদেশে পুকুর থেকে পিতলের কালী উদ্ধার বধূর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুকুর থেকে পিতলের কালী মূর্তি উদ্ধার করলেন এক গৃহবধূ। আশ্চর্যজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার গোয়াই গ্রামে। প্রায় ১৫ ইঞ্চি লম্বা কালী মূর্তি উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রথমদিকে সোনার মূর্তি ভেবেছিলেন গ্রামবাসীরা। পরে খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে মূর্তিটি পিতলের বলে জানিয়েছে। মূর্তিটি রাখা হয়েছে গ্রামের এক মন্দিরে। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে কাটোয়ার গোয়াই গ্রামের গৃহবধূ ঋতু মাঝি জানিয়েছেন, তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিতেন মা কালী। শুধু তাই নয়, ঋতু মাঝিকে মা কালী বলেছেন দেবী গোয়াই গ্রামের টিবি পুকুরে রয়েছেন। তাঁকে তুলে নিয়ে আসার কথা বলা হয়। স্বামী বাইরে কাজ করে মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে একাই থাকে ঋতু মাঝি। ভয় পেয়ে দীর্ঘদিন পুকুরেই যাননি তিনি। সোমবার সকালে স্নান করতে নেমে হঠাৎ তার পায়ে লাগে একটি বস্তু। এরপর হাত দিয়ে তুলে দেখেন একটি কালী মূর্তি। প্রথমদিকে দেখে সোনার মনে হলেও পরে তা বোঝা যায় মূর্তিটি পিতলের। মূর্তির খবর চাউর হতেই ভিড় জমাতে শুরু করে এলাকার মানুষের। মূর্তিটিকে রাখা হয়েছে গোয়াই গ্রামের একটি মনসা মন্দিরে। কালীপুজোর আগে কালীমূর্তি গ্রামে পাওয়াতে খুশি গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার এই খবর চাউর হতেই আশপাশের গ্রাম থেকে মানুষজন ভিড় করেন মন্দিরে।

ব্রাজিল যাচ্ছেন ডঃ সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জি-২০ গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেবেন বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার। আগামী ৩০ অক্টোবর ব্রাজিলে এই সম্মেলনে যোগ দিতে চলেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, সেখানে সম্মেলনে অংশ নেওয়া দেশগুলির প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসবেন। প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ দেশের শিক্ষায় বিভিন্ন দিক ও অগ্রগতির বিষয়টি তুলে ধরবেন তিনি। এ বিষয়ে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার জানান, এটা বড় একটা সুযোগ। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। অন্যদিকে, এই খবর চাউর হতেই খুশির হাওয়া জেলার বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে। শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন স্বয়ং বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি। এ বিষয়ে বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক ড অশোক লাহিড়ী জানান, আমি খুব খুশি এই প্রথম প্রণব মুখার্জির পর বাঙালি কোনও মন্ত্রী ব্রাজিলে যাচ্ছেন। বালুরঘাটের ভূমিপুত্র তথা আমাদের রাজ্য সভাপতি ব্রাজিলে যাওয়ায় জন্য আমি গর্ব প্রকাশ করছি।

দামোদর ঘাটী নিগম
DAMODAR VALLEY CORPORATION
डीवीसी टावर्स, वीआईपी रोड, कोलकाता–700054
DVC Towers, VIP Road, Kolkata 700054

Gist of Annual Performance Review (APR) Application for the year 2022-23

1. Damodar Valley Corporation (DVC) has made an application before the West Bengal Electricity Regulatory Commission (the Commission) for Annual Performance Review (APR) for the year 2022-23 vide communication dated 28.06.20204 received on 01.07.2024. The APR application dated 28.06.2024 has been admitted by the Commission in Case No.: APR-126/24-25.
2. The gist of APR application is as follows:
   (i) In compliance to the directive of Hon'ble West Bengal Electricity Regulatory Commission vide its order dated 07.03.2024, DVC has filed this application on 28.06.2024
   (ii) The Actual Aggregate Revenue for the ensuring years of the control period are as follows:
   For Distribution Licensee: (Rs. in lakh)

Particulars	Amount
Actual Aggregate Revenue Requirement	655244.04
Revenue Billed to the Firm Consumers other than licenses (WBSEDCL and IPCL) in West Bengal at Current Tariff approved by this commission vide tariff order dated 07.03.2024	584213.25
Revenue Recovered from WBSEDCL	25766.48
Revenue Recovered from IPCL	11315.74

   (iii) **Major reasons for increase / decrease in average cost of supply is given in text petition:**
   a) Computation of ARR considering the Tariff Order of CERC for 2019-24 period i.r.o generating stations and T&D System of DVC.
   b) Power Purchase cost has been considered at actual.
   c) Energy Charge is considered at actual.
   (iv) **Major factor not considered in the above increase/decrease sought:**
   True-Up orders i.r.o of Generating Stations and T&D Network of DVC for the period 2019-24 to be issued by CERC.
   (v) **Details of major changes proposed regarding applicable terms & conditions:** Not applicable.
   (vi) **Any other important issue:**
   a) DVC in the instant petition has submitted the Revenue i.r.o consumers other than the Licensees based on the revised bills raised in accordance with the Tariff Order dated 17.06.2022. However, due to stay imposed vide order dated 06.06.2022, 15.06.2022 and 23.11.2022 by Hon'ble APTEL, Hon'ble High Court of Calcutta and Hon'ble Supreme Court of India; DVC could not recover the entire arrear amount billed to the consumers barring from a very few consumers. The Revenue billed to consumers after issuance of the Tariff order dated 17.06.2022 as submitted in the instant petition is subjected to change based on the final outcome of the relevant cases pending before Hon'ble APTEL and Hon'ble Calcutta High Court.
   b) No separate Tariff for Licensees (i.e. WBSEDCL and IPCL) was determined vide order dated 17.06.2022. Therefore, the revenue recovered from WESEDCL and IPCL has been submitted in the instant petition based on the same methodology adopted in the APR order dated 18.09.2023, 11.12.2023 and 11.01.2024.
3. APR application submitted by Damodar Valley Corporation may be inspected at the office of the Commission at Plot No: AH/5 (2nd Floor & 4th Floor) Premises No: MAR 16-1111, Action Area - 1A, Newtown, Rajarhat, Kolkata - 700163 [Telephone No. (033) 2962-3756 and FAX (033) 2962-3757, e-mail: **cp-wberc@gov.in**] and certified copies of the application or part thereof may also be obtained from the office of the Commission following the procedures as laid down in West Bengal Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2013, during the office hours (11 AM to 5 PM) on all working days up to 1 (one) day before the last date of submission of suggestion and objections.
4. The APR application has been posted on the website of the applicant at **www.dvc.gov.in**
5. The suggestions, objection and comments, if any, on the proposals contained in the APR application shall be submitted at the office of the Commission mentioned above during the office hours (11 AM to 5 PM) on all working days within 21 (twenty-one) days from the date of publication (including the date of publication) of this notice in the newspapers.
6. The gist has been published with the approval of the commission.

Place : Kolkata
Date : 30.10.2024
INF&PR/73/Comml/24-25

Subrata Ganguly
Senior General Manager (Commercial)

SBI **এসবিআই এইচএলসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)**
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, ৯ কে, জি টি রোড
হুগলি-৭১২২৩২, ই-মেল - sbi.64100@sbi.co.in

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)]

A/c No. 38544233796 (এইচবিএল), 38544240726 (সুরক্ষা)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এইচএলসি, উত্তরপাড়া, রিজেন্ট স্টার মল, ৫ম তল, ৯কে, জিটি রোড, উত্তরপাড়া, পিন - ৭১২২৩২** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৮.০৭.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী ধর্মেন্দ্র বাল্মিকী ফ্ল্যাট নং ১০১, রবীন্দ্রনগর, রবীন্দ্র নগর ক্লাবের নিকট, পো. এবং থানা - ডানকুনি, হুগলি- ৭১২৩১১ এবং আরও ঠিকানা স্টেশন পল্লী উত্তর, মৃগলা, ডানকুনি, হুগলি-৭১২৩১১ এবং শ্রীমতি টুম্পা বাল্মিকী ফ্ল্যাট নং ১০১, রবীন্দ্রনগর, রবীন্দ্র নগর ক্লাবের নিকট, পো. এবং থানা - ডানকুনি, হুগলি- ৭১২৩১১ এবং আরও ঠিকানা স্টেশন পল্লী উত্তর, মৃগলা, ডানকুনি, হুগলি-৭১২৩১১** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৯,৩৪,১৭৭ টাকা (নয় লাখ চৌত্রিশ হাজার একশ সাতাত্তর টাকা) ০৮.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৮ অক্টোবর ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **৯,৩৪,১৭৭ টাকা (নয় লাখ চৌত্রিশ হাজার একশ সাতাত্তর টাকা) ০৮.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০১ পরিমাণ আনুমানিক ৬২৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রকৃত প্লিনথ এরিয়া ভিত্তিতে হিসেবকৃত এবং ২০ শতাংশ সাধারণ পরিষেবা এরিয়া ভোগদখলের জন্য), একতলায় নির্মিত বাস্তু জমির পরিমাণ ০৪ কাঠা কমবেশি, আরএস দাগ নং ১৬৪, খতিয়ান নং ১৭৩৩, এলআর দাগ নং ২৫১, এলআর খতিয়ান নং ১০০৬২, ১০০৬১, ১০০৬৫, ১০০৬৪, ১০০৬৩, ১৪৬০, মৌজা : মৃগালা, জেএল নং ১০২, অবস্থিত রবীন্দ্র নগর, ডানকুনি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৭ অধীন, পো এবং থানা : ডানকুনি, জেলা : হুগলি : ৭১২৩১১, এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত এডিএসআর জনাই অধিক্ষেত্রাধীন। সম্পত্তির **চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ১০২, সিঁড়ি এবং লিফট স্পেস, **দক্ষিণে :** অন্যান্যর ইউনিট; **পূর্বে :** সকলের ব্যবহারের খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** সকলের ব্যবহারের খোলা জায়গা। **সম্পত্তি শ্রী ধর্মেন্দ্র বাল্মিকী এবং শ্রীমতি টুম্পা বাল্মিকী এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০৮০৯৭৭০-২০২৩ সালের, ভলুম নং ০৬০৮-২০২৩, পৃষ্ঠা ১৯৩১৫৪-থেকে ১৯৩১৮৮, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর, জনাই, পশ্চিমবঙ্গ।**

তারিখ - ২৮.১০.২০২৪
স্থান - উত্তরপাড়া, হুগলি

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
TATA
CIN U65990MH1991PLC060670
রেজি অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০০১৩
ব্রাঞ্চ অফিস : ৩০২ অবনী সিগনেচার, ৪র্থ তল, ৯১/এ/১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোন ৯১ ২২ ৬৬০৬ ৯০০০, ওয়েব www.tatacapital.com

দাবি নোটিশ- ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেনট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) (আইন) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল (রুলস) ৩ সংস্থান অধীনে।
যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের (টিসিএল) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১৩(১২) এবং তৎসহ পঠিত রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে বিস্তারিত দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ঋণগ্রহীতা/দায়বদ্ধকারী/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে (সকলকেই ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে দায়বদ্ধকারী নিম্নোক্ত মতে তালিকা অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দাবি নোটিশে উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিতে। সংশ্লিষ্ট দাবি নোটিশের কপি রেজিস্টার্ড ডাকে এডি সহ পাঠানো হয়েছে এবং তার কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকেও পাওয়া যাবে, এবং উক্ত দায়বদ্ধকারী(গণ), ইচ্ছা করলে,সংশ্লিষ্ট কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে যেকোনও কাজের দিন অফিসের সময়ে সংগ্রহ করতে পারেন।
সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত দায়বদ্ধকারীগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ টিসিএলকে (টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লি এর অধিগ্রহণকারী, এনসিএলটি, মুম্বই কর্তৃক সংযুক্তি প্রকল্প অনুমোদিত) এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে পারেন, সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট নাম অনুযায়ী যা নিম্নোক্ত স্তম্ভ (ঘ) তে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রদানের তারিখ এবং /বা উশুল, ঋণ চুক্তি এবং অন্যান্য নথি/ লেখা, যদি কিছু থাকে, সম্পাদিত মতে উক্ত দায়বদ্ধকারীগণ কর্তৃক। ঋণ বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে জামিন হিসেবে নিম্নোক্ত জামিন সম্পদ (সমূহ) উক্ত দায়বদ্ধকারীগণ কর্তৃক টিসিএল এর নিকট দায়বদ্ধ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নং (ক)	উত্তরদায়ী(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম (খ)	মোট বকেয়া (টা) নিম্নোক্ত তারিখ মতে (গ)	দাবি নোটিশ এবং এনপিএ তারিখ (ঘ)	দায়বদ্ধ সম্পদের বিস্তারিত (ঙ)
২১৮৩৮১৪২ এবং ২১৮৫৫০৮৮	১. **ভুবনেশ্বরী সিফুড প্রা লি.** ইউনিট নং ৪০৩, ৫মতল, ১২২, লেনিন সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৩ ... ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/দায়বদ্ধকারী ২. **শ্রী সুজিত কুমার দাস** ..... জামিনদাতা পঞ্চানন অ্যাপার্টমেন্ট, আন্দুল রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ : ৭১১১০৯। ৩. **শ্রী তাপস দাস** .....জামিনদাতা দক্ষিণ গড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ : ৭৪৩৪২৫। ৪. **শ্রীমতি সোমা দাস** .... জামিনদাতা, পঞ্চানন অ্যাপার্টমেন্ট, আন্দুল রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ : ৭১১১০	**লোন অ্যাকাউন্ট পরিমাণ ৬,৫০,১৭, ৩৩২.৩৯ টাকা (ছয় কোটি পঞ্চাশ লাখ সতের হাজার তিনশ বত্রিশ টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা) টাকা ১৪.১০.২০২৪ অনুযায়ী**	২৪.১০.২০২৪ এবং ০৩.১০.২০২৪ যথাক্রমে	(শিডিউল এ এবং শিডিউল বি তে বিস্তারিত উল্লেখ আছে)

*পরবর্তী সুদ, অতিরিক্ত সুদ আরও নির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত দাবি নোটিশে তারিখ ২৪.১০.২০২৪ তারিখে উল্লেখ করা হয়েছে, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি এপর্যন্ত ব্যয় হয়েছে আদায় এবং /বা উশুলের জন্য। যদি উক্ত উত্তরদায়ী আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হন টিসিএল এর নিকট উল্লিখিত মতে, পরবর্তীতে টিসিএল উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধি/উত্তরদায়ীগণের ঝুঁকি এবং যাবতীয় দায়দায়িত্বে।
উক্ত উত্তরদায়ী/আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধিগণকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ কোনওভাবেই বিক্রি, ইজারা বা অন্যভাবে টিসিএল এর আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হচ্ছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আইনি সতর্কতা লঙঘন করলে সংশ্লিষ্ট আইন এবং রুল মোতাবেক জেল এবং/বা জরিমানার আওতায় পড়বেন।

তপশিল এ, নোটিশ নং ১, অধীনে ভুবনেশ্বরী সিফুড প্রাইভেট লিমিটেড এর বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিবরণ

সার্ভে/ডোর	
পাট্টা/খাতা নং	
প্লট নং /ফ্ল্যাট নং	
পরিমাণ /সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১.০৭ ডেসিমেল, অবস্থিত থানা : নং ২১১, মৌজা -বীরুয়ান, নতুন খতিয়ান নং ৫১৬/১২০৩। পুরানো খতিয়ান নং ৫১৬/৬৭, প্লট নং ১১৭৭, জেলা : বালাসোর, থানা : বালাসোর, সরদার।
স্থান/চিহ্নিত স্থান/এলাকার নাম, মহল্লা (প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্থানে পৌঁছোনোর জন্য সম্পত্তির অবস্থানের স্পষ্ট ঠিকানা দেওয়া উচিত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১.০৭ ডেসিমেল, অবস্থিত থানা : নং ২১১, মৌজা -বীরুয়ান, নতুন খতিয়ান নং ৫১৬/১২০৩। পুরানো খতিয়ান নং ৫১৬/৬৭, প্লট নং ১১৭৭, জেলা : বালাসোর, থানা : বালাসোর, সরদার।
নগর/জেলা	জেলা : বালাসোর, ওড়িশা
চৌহদ্দি :	
পূর্বে :	প্লট নং ১১৪১
পশ্চিমে :	প্লট নং ১১৭৪
দক্ষিণে :	প্লট নং ১১৭৮ এবং ১১৭৯
উত্তরে :	প্লট নং ১১৪১

তপশিল -বি : নোটিশ নং ১ ,অধীনে ভুবনেশ্বরী সিফুড প্রাইভেট লিমিটেডের দায়বদ্ধ সম্পদের বিবরণ
প্রাথমিক এবং সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ সংশ্লিষ্ট সকল অস্থাবর স্থায়ী সম্পদ(অন্যান্য ঋণগ্রহীতা কর্তৃক বিশেষভাবে বিনিয়োগ ব্যতীত) যা অবস্থিত আরও বিশেষভাবে তপশিল -এ তে বর্ণিত মতে।

তারিখ : ২৪.১০.২০২৪
স্থান : মুম্বই

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক pnb punjab national bank

হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর - ১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০০৭৫
সার্কেল সস্ত্র কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি,
ইউনাইটেড টাওয়ার, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেল : cs4479@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তির জন্য দখল বিজ্ঞপ্তি, পরিশিষ্ট - ৪, (রুল-৮(১)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ (নিম্নে বিস্তারিত) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
(১) ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
(২) ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তাং অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) শাখা : পার্ক সার্কাস (০৭৩৫১০) শাখা, খ) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী অতনু সাহা,** পিতা প্রয়াত অরবিন্দ সাহা **ঠিকানা :** ১. ১৫ নং কৃষ্ণনগর রোড, পো : নবপল্লি, থানা : বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭১১১২৬, ২. হোল্ডিং নং ২৭২৪, কৃষ্ণনগর রোড,ফ্ল্যাট নং ৪সি এবং ৪ডি, ৫মতল,ব্লক ৩, ''নিলিমালয় হাউসিং কমপ্লেক্স'', পো : নবপল্লি, থানা : বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭১১১২৬। ৩. ''তপোবন অ্যাপার্টমেন্ট'', ফ্ল্যাট নং ১২ এবং ১৫ কৃষ্ণনগর রোড, পো : নবপল্লি, থানা : বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭১১১২৬। ৪. ৪১৮/১১, আলিপুকুর রোড, ওয়ার্ড নং ০৯, পো নবপল্লি, থানা : বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭১১১২৬।	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪সি,অবস্থিত পশ্চিম-মধ্য দিকে, পরিমাণ এরিয়া ১০১০ বর্গফুট কমবেশি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (২০ শতাংশ ঢাকা এরিয়া এবং যথাযথ ভাগ অংশ সিঁড়ি, লিফট), ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট (প্রিভি সহ) এবং ১ ব্যালকনি **এবং ২.** স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪ডি, অবস্থিত পশ্চিম-মধ্য দিকে, পরিমাণ এরিয়া ১১৪৫ বর্গফুট কমবেশি এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (২০ শতাংশ ঢাকা এরিয়া যথাযথ ভাগ অংশ সিঁড়ি, লিফট), ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট (প্রিভি সহ) এবং ১ ব্যালকনি। উভয় অবস্থিত পঞ্চমতলে, ব্লক ৩ -''নিলিমালয়'' এবং লিফট সুবিধা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং অন্যান্য পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং নির্মিত অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশে জমির পরিমাণ ৮৩ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : নপাড়া, জেএল নং ৮৩, আর এস নং ১৩৭, তৌজি নং ১৪৬, পরগনা- আনওয়ারপুর, সাবেক খতিয়ান নং ১৯, আরএস এবং সংশোধিত খতিয়ান নং ১৩৭৮, ১২৩১ এবং ৭৯৬, আরএসস দাগ নং ১০০৬ এবং ২০৪, থানা : বারাসত, ওয়ার্ড নং ২২, বর্তমান ০৩, বারাসত পুরসভা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং ২৭২৪,কৃষ্ণনগর রোড, ব্লক ১, ব্লক ২, এবং ব্লক ৩-হাউসিং কমপ্লেক্স নিলিমালয় নামে , দলিল নং ১-১৫১৯০২৯৬২-২০১৮, সম্পত্তি শ্রী অতনু সাহার নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : তপন দাস, হারাধন মিত্র এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : সুভাষ গুহ এর সম্পত্তি, পূর্বে : ৪০ ফুট চওড়া কৃষ্ণনগর রোড, পশ্চিমে : গৌতম মুখার্জি এর সম্পত্তি।	ক) ০৭.০৮.২০২৪ খ) ২৫.১০.২০২৪ গ) ৪২,৫৮,১১১.৮৬ টাকা (বিয়াল্লিশ লাখ আটান্ন হাজার একশ এগার টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা) টাকা ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ
২.	ক) শাখা : জে এন মুখার্জি (৩১৯২০০) শাখা, খ) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী রাজু রতন চৌধুরী,** এবং **সহ-ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি তানবিতা (সেন) চৌধুরী,** **উভয়ের ঠিকানা : ১)** প্রযত্নে গৌর চন্দ্র নস্কর, হাউস নং ২১, তেঁতুলতলা -পশ্চিম, পো : গড়িয়া, থানা : সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০০৮৪, ২) হোল্ডিং নং ৪০২, পূর্ব বালিয়া, নফর চন্দ্র নস্কর রোড, ''তৃষা অ্যাপার্টমেন্ট'', ফ্ল্যাট নং 'সি' একতলা, ওয়ার্ড নং ০১, সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০০৮৪।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ''তৃষা অ্যাপার্টমেন্ট'' ফ্ল্যাট নং 'সি' একতলায়, উত্তর পূর্ব দিকে (মার্বেল মেঝে) পরিমাণ কমবেশি ৮৩৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (৬৩২ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া এবং সিঁড়ি ৪৩ বর্গফুট এবং ২৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ) , ২ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি এবং ১ বারান্দা,এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের স্থান এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, জমির এরিয়া বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি ৭ কাঠা ৬ ছটাক ১৩ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বালিয়া, জেএল নং ৪৬, আরএস খতিয়ান নং ৩০২, আরএস দাগ নং ৫৮৪, এলআর খতিয়ান নং ১৫২৬, এলআর দাগ নং ৬২৮, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪০২, পূর্ব বালিয়া, ওয়ার্ড নং ০১, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা, অবস্থিত ৪০২, নফর নন্দ্র নস্কর রোড, বালিয়া গড়িয়া রোডের নিকট, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৮৪। দলিল নং ১-১৬০৪০৭৪৮৪-২০১৮, সম্পত্তি শ্রী রাজু রতন চৌধুরী এবং শ্রীমতি তানবিতা সেন (চৌধুরী) এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অংশত আরএস প্লট নং ৫৮৬ এবং অংশত প্লট নং ৫৮৮ (আরএস), দক্ষিণে :অংশত আরএস প্লট নং ৬৮৩ এবং অংশত আরএস প্লট নং ৬৮৫, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পশ্চিমে : অংশ প্লট নং ৫৮৪।	ক) ০৭.০৮.২০২৪ খ) ২৮.১০.২০২৪ গ) ২০,১৩,৩৬৭.৬২ টাকা (কুড়ি লাখ তেরো হাজার তিনশ সাতষট্টি টাকা এবং বাষট্টি পয়সা) টাকা ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ৩০.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী,
পো: কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১১.১২.২০২৪ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইছাপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১৬,৭১,৯৪১.০০ টাকা (ষোলো লাখ একাত্তর হাজার নশো একচল্লিশ টাকা)** (বিবি + এমওআই = ১৪,৯০,১৮৮.০০ টাকা + ১,৮১,৭৫৩.০০ টাকা) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা মেসার্স মন্ডল ইঞ্জিনিয়ারিং, স্বত্বাধিকারী - বাবর আলি মন্ডল,** গ্রাম - বাহিরগাছি, পো- দক্ষিণ বাহিরগাছি, থানা - চাপরা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১২৩, পশ্চিমবঙ্গ-এর কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মন্ডল ইঞ্জিনিয়ারিং স্বত্বা : বাবর আলি মন্ডল** গ্রাম : বাহিরগাছি, পোস্ট : দক্ষিণ বাহিরগাছি, থানা : চাপড়া, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১২৩, পশ্চিমবঙ্গ ২. **বন্ধকদাতা তথা স্বত্বাধিকারী শ্রী বাবর আলি মন্ডল** পিতা ওয়াজ মন্ডল গ্রাম : বাহিরগাছি, পোস্ট : দক্ষিণ বাহিরগাছি, থানা : চাপড়া, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১২৩, পশ্চিমবঙ্গ ৩. **জামিনদাতা : শ্রীমতি সেবিনা মন্ডল** স্বামী বাবর আলি মন্ডল গ্রাম : বাহিরগাছি, পোস্ট : দক্ষিণ বাহিরগাছি, থানা : চাপড়া, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১২৩, পশ্চিমবঙ্গ খ) **শাখা : ইছাপুর শাখা**	জমি এবং ভবন নির্মিত জমিস্থিত এরিয়া ৫.০০ ডেসিমেল, জেএল নং ৭৩, এলআর খতিয়ান নং ১২১৭, প্লট নং এলআর ৭২২, গ্রাম : বাহিরগাছি, পোস্ট : দক্ষিণ বাহিরগাছি, থানা : চাপড়া, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১২৩, কলিঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও-চাপড়া, ডিএসআর : নদিয়া বর্তমান/প্রস্তাবিত নির্মাণ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** : উত্তরে : রেণুপদ রঞ্জিত এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : পঞ্চায়েত মেটাল রোড, পূর্বে : বাবর আলি মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে : বাবর আলি মন্ডলের সম্পত্তি।	**১৬,৭১,৯৪১.০০ টাকা (ষোলো লাখ একাত্তর হাজার নশো একচল্লিশ টাকা)** (বিবি + এমওআই = ১৪,৯০,১৮৮.০০ টাকা + ১,৮১,৭৫৩.০০ টাকা) পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১৭,৫০,০০০.০০ টাকা** (সতের লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) **১,৭৫,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB12327132440** ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.১২.২০২৪, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com** এবং অন্যান্য সহায়তা নাম্বার পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.ebkray@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নম্বর ৮২৯১২২০২২০** -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ২৮.১০.২০২৪/স্থান : কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

রাজার কালীকে মাথায় করে এনে পুজোপাঠ আরামবাগের কালীপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো হল আরামবাগের কালীপুরের বড় মা তথা দয়াময়ী মা কালীর পুজো। এই বড় মা কালীর প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র নানা ঘটনা লুকিয়ে আছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে এই বড় মা কালীর প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় আরামবাগের বদলে জাহানাবাদ নামে একটি জনপদ দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছিল। চারিদিকে জঙ্গলে ঘেরা ছোট জনপদ। মাঝখান দিয়ে দ্বারকেশ্বর নদী বয়ে চলেছে। জানা যায়, বর্ধমানের রাজা প্রতিষ্ঠিত এই বড় মা কালী বর্ধমানে ছিল। স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজারাম ব্রহ্মচারী এবং সদারাম ব্রহ্মচারী নামে দুই সিদ্ধ পুরুষ বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে এই বড় মা কে কাঁধে ও মাথায় করে

দ্বারকেশ্বর নদী পেড়িয়ে এই নদীপাড়ের জঙ্গল ঘেরা জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেন। জাহানাবাদ জনপদে প্রতিষ্ঠিত হন বড় মা। এই বড় মা কালীর নাম অনুসারে দ্বারকেশ্বর নদী পাড়ের ওই ছোট জনপদের নাম হল কালীপুর, এমনটাই জানালেন মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত ঠাকুর। তিনি আরও জানান, বড় মায়ের এই পুজোটি বছরে তিনবার হয়ে থাকে। একবার পুজো হয় কার্তিক মাসের অমাবস্যাতে, দ্বিতীয়বার হয় মকর সংক্রান্তি দিন এবং সেই দিন মায়ের ভোগ দেওয়া হয়। এবং তৃতীয়বার পুজোটি হয় আরামবাগ শ্রী শ্রী রক্ষা কালী মায়ের বারোয়ারি পুজোর সময়। সিদ্ধ পুরুষ রাজারামপুর ব্রহ্মচারী এবং সদরাম ব্রহ্মচারীর দাঁতন থেকে একটা নিম গাছের সৃষ্টি হয়। সেই নিম গাছের নিচেই দুই ব্রহ্মচারীর সমাধি এখনো জ্বলজ্বল করছে। বট ও নিম গাছের নিচে রয়েছে দেবাদিদেব মহাদেবের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নিয়ম করে এখনও নিত্যদিন দেবাদিদেব মহেশ্বর ও দুই ব্রহ্মচারীর পুজো হয়। পাশাপাশি বড় মা কালীও নিত্যদিন পুজোপাঠ করেন পুরোহিত ঠাকুর। বড় মায়ের এই মন্দিরে দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষেরা আসেন মায়ের স্নান জল খেতে। সমস্যার সমাধানে মানত করেন বহু মানুষ। তাদের দূরারোগ্য ব্যাধি নাকি ভালো হয়। নিত্যদিন তাই বহু ভক্তের সমাগম হয় আরামবাগের কালীপুরের এই বড় মা কালীর মন্দিরে। এই বিষয়ে মা কালীর মন্দিরে আসা এক গৃহবধূ বলেন, নিত্যদিন বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা মায়ের মন্দিরে আসেন। তাদের মনস্কামনা পূরণ হয়। অন্যদিকে এই মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুর সুব্রত মিশ্র জানান, বড় মা কালীর নাম অনুসারে এই কালীপুর জনপদের নাম হয়। দুই ব্রহ্মচারী এই মায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ের কৃপায় বহু মানুষের রোগমুক্তি হয়েছে। সবমিলিয়ে আরামবাগের ওপর দিয়ে প্রভাবিত দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে কালীপুর জনপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন জাগ্রত বড় মা কালির মন্দির। নিত্যদিন মায়ের মন্দিরে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হলেও কার্তিক মাসে শ্যামাকালী রূপে বিশেষ পুজোপাঠ হয় এবং বছরের তিনবার বিশেষ দিনে চলে মায়ের সবার আগে আরাধনা হয়। যা আজও রীতি মেনে হয়ে আসছে।

‘দলের কিছু গদ্দার বিজেপি প্রার্থীর থেকে টাকা খেয়ে আমাকে হারিয়েছে’

দাবি সুজাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দলের কিছু ‘গদ্দার’ বিজেপি প্রার্থীর কাছ থেকে ‘টাকা খেয়ে আমাকে হারিয়েছে’, দাবি করলেন বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। লোকসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর ইন্দাস ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে এই প্রথমবার যখন তাঁর হারের কারণ নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন, তখন সেই মঞ্চে বসে আছেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিক্রমজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দলের রাজ্য স্তরীয় নেতা শুভাশীষ বটব্যাল সহ অন্যান্যরা।

উল্লেখ্য, বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী তথা তাঁর প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাঁ-র কাছে ৫ হাজার ৫৬৭ ভোটে পরাজিত হন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। তারপর থেকে তিনি এবিষয়ে প্রকাশ্যে কিছুই বলেননি। এদিন প্রকাশ্য সভায় হারের কারণ

নিয়ে মুখ খোলা ও দলের একাংশকে দায়ি করা নিয়ে শাসক দলের অনদরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সুজাতা মণ্ডল বলেন, ‘পছন্দমতো প্রার্থী না হলে রাতের অন্ধকারে বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে সেটিং করে দলের কেউ কেউ।’ এরপরেই নাম না করে ওই সব তৃণমূল নেতাদের ‘গদ্দার’ বলেও সম্বোধন করেন তিনি।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েও নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন সুজাতা মণ্ডল। তিনি বলেন, ‘মানুষ আমাকে হারায়নি, বিধানসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে ছ’টি আসন আমাদের হাতছাড়া ছিল। ৩ হাজার ২০০ ভোটে জিতে থাকা বড়জোড়া কেন্দ্রটিও ওই এলাকার নেতৃত্বের ব্যর্থতায় ১৫ হাজার ভোটে পিছিয়ে যাই।’ মানুষের ভালোবাসা ছিল বলেই ৫ হাজার ৫৬৭ ভোটে মার্জিন নেমে আসে। বিজেপি প্রার্থী নিজেই স্বীকার করেছেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের নেতা টাকা নিয়ে তাঁকে জিততে সাহায্য করেছেন। ওই সব মানুষরূপী ‘অসুর’রাই তাকে হারিয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

আর এই নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস জানান, বিজেপি মানুষের ভোটে জয়লাভ করেছে। এছাড়াও তিনি বলেন, ‘আমরা তো আগেই বলতাম এটা গদ্দারদের দল এখন ওঁরাই বলতে শুরু করেছেন। এই দলে চোর গুন্ডা বদমাশ ছাড়া ভালো কেউ নেই।’

প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরায় আজও পূজিত দক্ষিণাকালী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: জমকালো বিজয়ার শোভাযাত্রার জন্য বিখ্যাত উখড়া গ্রামের দক্ষিণাকালী পুজো। গ্রামের ব্যানার্জি পাড়াতে রয়েছে দক্ষিণাকালীর মন্দির। ২৫২ বছর আগে উখড়া গ্রামের ব্যানার্জি পাড়াতে শুরু হয় দক্ষিণাকালীর পুজো। এই পুজোর সূচনা করেন পরিবারের পূর্বপুরুষ প্রয়াত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় ও বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়। তাঁরা সম্পর্কে সহোদর ভাই ছিলেন। পরিবারটির আদি বাড়ি ছিল দুর্গাপুরের ভরতপুর এলাকায়। সেই ভিটে ছেড়ে উখরা গ্রামে বসবাসের জন্য আসার সময় পূর্বপুরুষরা সঙ্গে করে নিয়ে আসেন পরিবারের কুলো দেবতা দক্ষিণেশ্বর কালীর বিগ্রহ। এখানে মন্দির তৈরি করে সেই মন্দিরে দক্ষিণাকালীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে শুরু হয় পুজো কালী প্রতিমার বাঁ পা পেছনে ও ডান পাটি সামনের দিকে থাকে তাই এই কালী দক্ষিণাকালী নামে পরিচিত।

পরিবারের বয়স্ক গৃহবধূ বছর সত্তরের মিনা মুখার্জি জানান, পুজোর সব কাজে পুরুষদের পাশাপাশি বাড়ির মহিলারাও অংশ নেন। আলপনা আঁকা থেকে প্রসাদ ভোগের আয়োজন সবই করে থাকেন বাড়ির মহিলারা। সূচনা কাল থেকে দীর্ঘদিন পুজোর আয়োজন হত ঘরোয়া ও ছোট পরিসরে। এখন অবশ্য পুজোর আয়োজনের পরিধি অনেক বড় হয়েছে। এবছর বৃহস্পতিবার রাতে পুজো। শুক্রবার প্রতিমা নিরঞ্জন। ওই দিন দুপুরে পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-পরিজন বন্ধু বান্ধবদের আমন্ত্রণ করে পাত পেরে ঠাকুরের ভোগ খাওয়ানো হয়।

প্রতিবছর দক্ষিণাকালীর বিসর্জনের শোভাযাত্রাতে থাকে বিশেষ আকর্ষণ। এবার শোভাযাত্রায় থাকছে বিখ্যাত আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ। প্রতিবেশী ওডিশা রাজ্যের বিখ্যাত দক্ষিণা বাদ্যযন্ত্রের দল। সঙ্গে থাকছে হরিয়ানা রাজ্যের অঘড়িবাবা নৃত্য দল। জমকালো আয়োজনের কারণে দক্ষিণাকালীর বিসর্জনের দিন শোভাযাত্রায় যোগ দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিসর্জন হয় গ্রামের সুকোবাঁধ পুকুরে। পুকুরপাড়ে আলোর রশ্মির প্রদর্শনী হয়।

ব্যানার্জি পাড়াতে দক্ষিণাকালীর মন্দিরের কাছেই হয় আরও একটি কালী পুজোর আয়োজন। এটি ‘আবছা কালী’ নামে পরিচিত। ৪৩ বছর আগে এই পুজোর সূচনা হয় তৎকালীন পাড়ার কয়েকটি শিশুর উদ্যোগে। নিজেরাই মাটির ছোট প্রতিমা তৈরি করে শুরু করে পুজোর আয়োজন। পুজোর সূচনা যাঁদের উদ্যোগে হয়েছিল, তাঁরা এখন সবাই প্রৌঢ়। চন্দন ব্যানার্জি, শংকর মুখার্জি, আশিস চৌধুরী, প্রদীপ চ্যাটার্জিরা জানান, ‘ছোটবেলায় হুজুগে আমরা এই পুজো শুরু করেছিলাম। প্রতিমা থেকে কাপড় দিয়ে মণ্ডপ সবই করতাম নিজেরাই। এখন পাড়ার তরুণ, যুবকরা দায়িত্ব নিয়ে পুজোর আয়োজন করেন। সূচনা কালে প্যান্ডেলে আলোর ব্যবস্থা ছিল না তাই প্রতিমাটি আবছা দেখা যেত। সেই কারণে এটি ‘আবছা কালী’ নামে পরিচিত হয়।’

হংসেশ্বরীর বিশেষ পূজার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার ব্যান্ডেল ত্রিবেণী অঞ্চলের প্রাচীন বাঁশবেড়িয়া শহরে অবস্থিত বিখ্যাত মাতা হংসেশ্বরী মন্দিরে যৌথভাবে শিব ও মাতা হংসেশ্বরীর মূর্তি রয়েছে। গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই মন্দিরে শক্তিস্বরূপা মাতা হংসেশ্বরী কালী রূপে পূজিত হন। বিশেষ বিষয় হল এখানে দেবীর মূর্তি নিম কাঠ দিয়ে তৈরি এবং এর রংও নীল। যদিও এখানে প্রতিদিন ভক্তি সহকারে কালী ও শিবের পূজা করা হয়, তবে প্রতি বছর কালীপূজার দিন এই মন্দিরে দেবীর আরাধনার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গভীর রাত পর্যন্ত মানুষের ভিড়। ভক্তরা বলেন, মাতা হংসেশ্বরী করুণাময়ী। তাঁকে দেখলেই ভক্তদের কষ্ট লাঘব হয়। হংসেশ্বরীর প্রতি মানুষের গভীর আস্থা রয়েছে।

কথিত আছে যে, একদিন বাঁশবেড়িয়ার রাজা নরসিংহ দেব রায় যখন বেনারসে ছিলেন, তখন দেবী স্বপ্নে আবির্ভূত হন। দেবী রাজাকে তাঁর নিজের একটি মন্দির তৈরি করে সেখানে পূজা করতে বলেছিলেন। দেবীর আদেশে রাজা নরসিংহ দেব রায় ১৮০১ সালে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের চুনার থেকে মূল্যবান পাথর ও কারিগর এনে মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু করেন। কিন্তু রাজা নরসিংহ দেব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী শঙ্করী দেবী ১৮১৪ সালে মন্দিরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন।

হংসেশ্বরী মন্দিরে মা কালী পঞ্চম মুখী ভঙ্গিতে উপবিষ্ট। প্রাচীন নিদর্শনগুলির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই পাঁচতলা মন্দিরটিতে মোট ১৩টি মিনার রয়েছে। যা পদ্ম ফুলের মতো তৈরি।

কলকাতা থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হংসেশ্বরী মন্দির চত্বরে ভগবান বিষ্ণুর একটি প্রাচীন মন্দিরও রয়েছে। এখানে ভগবান বাসুদেবের নামে বিষ্ণু পূজা করা হয়। এই প্রাচীন মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণ ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ (এএসআই) এর অধীনে। মন্দিরের পুরোহিত জানান, প্রতি বছর কালীপূজার দিনে মা হংসেশ্বরীর বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই দেবীর আরাধনায় ব্যস্ত মানুষ। রাত ১২টায় শুরু হয় দেবীর বিশেষ পূজা, যা চলে গভীর রাত পর্যন্ত। চট্টোপাধ্যায় জানান, মন্দিরে দেবীর দর্শন নিতে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন। ১২ মাস ধরে মন্দিরে ভক্তদের সমাগম হয়। তিনি আরও বলেন, ভক্তদের নিরাপত্তার জন্য মন্দির চত্বরে সিসিটিভি ক্যামেরাও স্থাপন করা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের গড়শ্যামলী কালী ৫০০ বছর ধরে খনি অঞ্চলে পূজিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঝাঁঝরা গ্রামে মা ডাঙালে কালীর আবির্ভাব নিয়ে রয়েছে নানান অলৌকিক কাহিনি।

কথিত আছে, আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে অধুনা ধবনী গ্রামের নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় নামে এক সাধু পুরুষ সংগীতশিল্পী প্রথম ডাঙালে কালীর দর্শন করেন। জনশ্রুতি আছে এই নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় নাকি স্বয়ং পরমহংস শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবকে গান শোনাতেন। কথিত রয়েছে, স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেব মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দকে সঙ্গে নিয়ে মা ডাঙালে কালীর রূপ দর্শন করার জন্য এই স্থানে আসেন।

পরবর্তীতে ঝাঁজরা গ্রামের তিন সজ্জন সাধু পুরুষ ব্যক্তি মলিন্দ্র চক্রবর্তী, বজেন্দ্র চক্রবর্তী ও সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নামে তিন ব্যক্তি মা ডাঙালে কালীর প্রতিষ্ঠা ও পুজোর প্রচলন করেন। ঝাঁজরা গ্রামের এই চক্রবর্তী পরিবারের আসল টাইটেল ছিল গাঙ্গুলি,বর্ধমান রাজার দেওয়া চক্রবর্তী উপাধি পাওয়ার পর তারা চক্রবর্তী উপাধিতেই ভূষিত আজ পর্যন্ত। মন্দিরের অদূরেই রয়েছে একটা গড় যেখানে কোনও দিনও জল শেষ হয় না এবং সেই প্রাচীনকাল থেকেই ওই গড় থেকেই বারি করে জল নিয়ে শুরু হয় পুজো। আজও এলাকা এবং আশেপাশের মানুষ গড়ের জলকে পবিত্র জল বলে মনে করেন।

জনশ্রুতি আছে, মায়ের এই মন্দির প্রাঙ্গণ থেকেই উৎপত্তি হয়েছিল টুমনি নদীর। যার চিহ্ন আজও বিদ্যমান। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও কালীপূজার অমাবস্যা তিথিতে মহা ধুমধাম ও ভক্তির সঙ্গে হচ্ছে পুজো। পুজো ঘিরে এলাকায় এবং আশপাশের হাজার হাজার মানুষ মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় করেন। চক্রবর্তী পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম তথা মন্দিরের সেবাইত গৌতম চক্রবর্তী জানান, একসময়

মায়ের কোন মন্দির ছিল না একটা গাছ তলায় হতো পুজো। ধীরে ধীরে ভক্তদের দানে তৈরি হয়েছে মায়ের মন্দির।

এই ডাঙালে কালীর আদি বসতি স্থান ছিল ঝাড়খণ্ডের গড় শ্যামলী এলাকায়, সেখান থেকেই অলৌকিক ভাবে ঝানেরা এলাকায় আবির্ভাব হয় মাটি ফুঁড়ে। প্রথম প্রথম এখানে পরিচিত ছিলেন গড় শ্যামলী মা নামেই। যেহেতু ঝাঁজরা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে নির্জন জায়গায় মন্দির তাই এলাকাবাসীরা এই মাকে ডাঙালে কালী নামেই ডাকতে শুরু করেন। তারপর থেকেই এই ডাঙ্গালে কালী নামেই প্রসিদ্ধ। আজও প্রাচীন প্রথা মেনেই যেখানে প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল সেই গাছতলায় পঞ্চ মুন্ডির আসনেই শুরু হয় প্রথম পূজা তারপর পূজা হয় মন্দিরে মৃন্ময়ী মূর্তিতে।

এখানে মায়ের মন্দিরে ছাগ বলি প্রথা রয়েছে। হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয় কালীপুজোর রাতে। পাশাপাশি মন্দির কমিটির তরফ থেকে পুজোর দিন হাজার হাজার মানুষকে খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করা হয়। গতবার এই চার পাঁচ হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল এবার তার থেকেও বেশি হবে বলে আশা করছেন মন্দির কমিটির লোকেরা।

বিজেপি ও আইএসএফ’র মোট ২ হাজার কর্মীর তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: হাড়োয়া বিরোধী শিবিরে বড়সড় ভাঙন বিজেপি ও আইএসএফ থেকে প্রায় ২০০০ কর্মী তৃণমূলে যোগদান করল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলামের হাত ধরে। এদের মধ্যে ১২০০ জন আইএসএফ ও ৮০০ জন বিজেপি কর্মী। রাজ্যে উপনির্বাচন যত এগিয়ে আসছে তত বিরোধী শিবিরে ভাঙন হচ্ছে। সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জের পর এবার হাড়োয়া। বসিরহাট উত্তর উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার হাড়োয়া বিধানসভার হাড়োয়া তৃণমূলের কর্মী সভায় মঙ্গলবার হাড়োয়া ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি শফিক আহমেদ, হারোয়ার তৃণমূল প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলামের হাত ধরে বিজেপি ও আইএসএফ থেকে ২০০০ নেতা কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা খুলে দিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। দিশেহারা, হতাশাগ্রস্ত হয়ে শাসক দলে যোগদান করছেন বিরোধী শিবিরের কর্মীরা। লোকসভা ভোটের পর ২৪ এর লোকসভা ভোটে তৃণমূলের আসন সংখ্যা বাড়ায় দিশেহারা বিরোধীরা। আরজি কর কাণ্ড যে কোনও প্রভাব পড়ছে না উপনির্বাচনে তা শাসক দলে যোগদানের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হল।

মেদিনীপুরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছেছে। জেলার পুলিশ আধিকারিকদের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা নির্বাচন কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ শুরু করেছে। নির্বাচন পর্বে মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শালবনি, গুড়গুড়িপাল এবং কোতোয়ালি থানার এলাকাগুলিতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি এলাকাবাসীদের আশ্বস্ত করতে সোমবার থেকে রুট মার্চ শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার জানিয়েছেন। মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে খয়েরুল্লাচক, দেলুয়া, বাঘঘরা এবং শালবনির শালডহরা, দক্ষিণশোল প্রভৃতি এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের টহল দিতে দেখা গেছে।

শিক্ষিকার অনুপস্থিতি, জলে ডুবে মৃত্যু ৪ বছরের ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্রে শিক্ষিকার অনুপস্থিতিতে জলে ডুবে মৃত্যু ৪ বছরের ছাত্রী রাধিকা দাসের। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে আমডাঙা আধাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্লভপুর গ্রামে অঙ্গনওয়ারি সেন্টারে। সেন্টার চলাকালীন ছাত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। অঙ্গনওয়ারি শিক্ষিকা মমতা দেবনাথকে ঘিরে রেখে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। অভিযোগ সঠিক সময় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষিকা না আসায় ওই ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। বাচ্চারা খেলতে খেলতে সেন্টারের পেছনে থাকা ডোবার মধ্যে পড়ে যায় রাধিকা। সেখানেই জলে ডুবে মৃত্যু হয়। অভিযোগ, সকাল ৯-৯৩০ মিনিটের মধ্যে শিক্ষিকার আসার কথা থাকলেও তিনি দুপুর ১টা নাগাদ অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে আসেন। ফলে ছাত্রীর মৃত্যুর জন্য শিক্ষিকাকেই দায়ী করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় আধাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোমা দাস। তিনি জানান, অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। পঞ্চায়েতকে আগে জানানো হয়নি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পিছনে এমন একটা ডোবা রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ডোবা বোজানো হবে আশ্বস্ত করেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান। যদিও অভিযুক্ত অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের শিক্ষিকার দাবি তার রিপোর্ট করা ছিল আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন সকলকে। তাই তিনি কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিলেন। খবর পেয়ে এসেছেন। ঘটনাস্থলে আমডাঙা থানার পুলিশ গিয়ে শিক্ষিকাকে উদ্ধার করে। মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে আমডাঙা থানার পুলিশ।

তৃণমূলের মঞ্চ মাতালেন উত্তম মারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: আর একদিন পরেই দীপান্বিতা কালীপুজো। এই সময়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি কেন্দ্র ভিত্তিক বিজয়া সম্মিলনী চলছে। মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজয়া সম্মিলনীতে এক পুরাতন তৃণমূল কর্মীকে মঞ্চে এনে সংগীত পরিবেশন করতে বললেন মন্ত্রী তথা উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পুলক রায়। জানা গিয়েছে, ওই কর্মীর নাম উত্তম মারিক। কালীনগরের বাসিন্দা উত্তম বাবু বাম আমলের তীব্রতার মধ্যে ও তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে উলুবেড়িয়া এক পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জয়ী হন। যা সেই সময়ে উত্তম বাবুকে অন্য মাত্রা দিয়েছিল। উল্লেখ্য তৃণমূল কংগ্রেসের এবছর এ যাবত যে বিজয়া সম্মিলনী

হয়েছে তাতে কোথাও কোথাও সেলিব্রেটি এসে সংগীত পরিবেশন করেছেন। কিন্তু নিজের বিধানসভায় একজন পুরাতন কর্মীকে ডেকে এনে তার সংগীত পরিবেশন করার অনুরোধ একজন মন্ত্রীর পক্ষে বাস্তবিক নজির। বলাই বাহুল্য মন্ত্রীর এই অনুরোধের উপযুক্ত মর্যাদা দিলেন গায়ক। সাউন্ড ট্র্যাকে দরাজ গলায় গাইলেন ‘গুরুদক্ষিণা’, তিনটি মন্ত্র নিয়ে যাদের জীবন গানগুলি। জানা গিয়েছে, পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক উত্তম বাবু মন্ত্রীর এহেন সমাদরে আপ্লুত। এদিন বিধানসভা কেন্দ্রের শিল্পীদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলে জানান হাওড়া গ্রামীণ জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিদেশ বসু, প্রিয়া পাল প্রমুখ।

ঝাড়খণ্ডের মাইথন ম্যারেজ প্যালেস-সহ ভিন্ন ভিন্ন থিমে সেজে উঠছে মধ্যমগ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: মধ্যমগ্রামের মাইকেলনগর নেতাজি সংঘের ৫৭ তম বর্ষের মণ্ডপসজ্জায় তৈরি হয়েছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মাইথন ম্যারেজ প্যালেসের আদলে প্যান্ডেল। মণ্ডপসজ্জা ও আলোকসজ্জা মিলেমিশে এক সুন্দর রূপ পেয়েছে। জাঁকজমকে মধ্যমগ্রামের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম। এই পুজো রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের পাড়া এলাকার পুজো। বসুনগর প্রতাপ সংঘের শ্যামা পুজোর মণ্ডপ ভাবনায় সামাজিক বার্তা তুলে ধরেছে। ১৭ তম বর্ষে তাদের থিম ‘মহীরুহ’। তাদের মণ্ডপসজ্জার ভাবনায় থাকছে পৃথিবীর সব পিতাদের সংগ্রামময় জীবনের ও আত্মত্যাগের কাহিনি। মেঘদূত শক্তি সংঘ এবার ৫৩ বছরে পড়ল। তাদের এবারের ভাবনা চক্রব্যূহ।

সমাজের নারী নির্যাতনের এই চক্রব্যূহ নিয়েই এবার তাদের মাতৃ আরাধনা। সঙ্গে থাকছে মণ্ডপসজ্জার সঙ্গে মানানসই প্রতিমা ও চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা। মধ্যমগ্রামের পূর্বাশা যুব পরিষদ এবছর তারা ৩৬ বছরে পড়ল। তাদের থিম স্মৃতিকথা। প্যান্ডেলে ঢুকলেই শৈশবের স্মৃতিতে হারিয়ে যেতেই হবে প্রতিটি দর্শককে। প্যান্ডেলের ভিতরে শৈশবের সেই সব স্মৃতিকথায় আলো এবং শব্দের জাদুকরিতে সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে পুজো কমিটি। মধ্যমগ্রাম চৌমাথায় ইয়ং রিক্রিয়েশন ক্লাবের থিম রাজস্থানের চিতর দুর্গের সমাধিসভারা মন্দির। এটা একটা শিব মন্দির। এই চিতোর দুর্গার এই মন্দিরে রানা প্রতাপ সিংহ শিবের উপাসনা করতেন। তার আদলেই ৩৭ বছরে উদ্যোক্তারা তৈরি করেছেন ৮৫ ফুট উচ্চতার শিবমন্দির। মধ্যমগ্রামের রবীন্দ্রপল্লি অ্যাথলেটিক ক্লাবের কালীপুজোর এবারের থিম ডিজনিল্যান্ড। প্যান্ডেলের সঙ্গেই সামঞ্জস্য ভাবে তৈরি হয়েছে কালীমূর্তি। বাংলার ঐতিহ্যবাহী যাত্রা শিল্পকে নিয়েই ৩৭ তম বছরে মাতৃ আরাধনার আয়োজন করেছেন মধ্যমগ্রাম মিলন চক্র। গোটা প্যান্ডেল জুড়ে থাকছে পুরনো দিনের যাত্রার পোস্টার। থাকছে অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাট আউট, সহ তাদের মডেল। যাত্রা শিল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হয়েছে মাতৃ প্রতিমা। মধ্যমগ্রামের দোহারিয়া শৈলেশ নগর যুবক সংঘের কালীপুজোর ৬০ তম বছরের থিম জেলেদের নিয়ে।

নানা থিমের মোড়কে এবার জমজমাট বারাসাতের কালীপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাতের প্রাচীন পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম রেজিমেন্টে ক্লাবের পুজো। এবার তাদের ৬৮ বছরের পুজোর মূল আকর্ষণ কাল্পনিক প্যালেস। মণ্ডপের বাইরের ও ভেতবের কারুকার্য ও তার সঙ্গে সৃজনশীল আলোর মেলবন্ধ মণ্ডপসজ্জার এক অভূতপূর্ব রূপ সৃষ্টি করেছে। থাকছে সাবেকি প্রতিমা। বারাসাতের ঐতিহ্যবাহী শ্যামা পুজোগুলির মধ্যে আছে সন্ধানী ক্লাব। তাদের ৬৫ তম বছরের নিবেদন রাশিয়ান মনুমেন্টের আদলে তৈরি করছে মণ্ডপ। মণ্ডপের উচ্চতা ৮০ ফুট, চওড়া ৮১ ফুট। ১১ তম বর্ষে বারাসাতের রাইজিং স্টার এবার নজর কাড়তে চলেছে। তাদের থিম রুদ্র রূপে রুদ্রাণী। তাদের মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা ও সৃজনশীল প্রতিমা এবার দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জন করবে। বারাসত-ব্যারাকপুর রোডের ধারে ছাত্রদলের পুজো এ বছর ৫৫ বছরে পড়ল। দক্ষিণ ভারতের নারায়ণ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। মণ্ডপ জুড়ে থাকছে দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি। মাতৃপ্রতিমা তিরুপতির আদলে তৈরি হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে

চন্দননগরের আলোকসজ্জা। বারাসতের পুরোনো কাঠগোলার শক্তি মন্দিরের কালীপুজো এ বছর ৬৬ বছরে পড়ল। উদ্যোক্তাদের ভাবনা, বিশ্বশান্তির বার্তা। তুলো আর স্পঞ্জ দিয়ে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। মণ্ডপের সামনে শান্তির বার্তা দিতে থাকছে একটি বিশাল আকারের পায়রা। এর পাশে রাখা হয়েছে দু’টি পরী। মণ্ডপে ঢুকতেই দেখা যাবে মাঝখানে কালী মূর্তি। তার একপাশে থাকছে রাম, সীতা আর হনুমান। আর এক পাশে শিব- পার্বতীর বিয়ে দিচ্ছেন ভগবান বিষ্ণু। বারাসত-টাকি বিদ্রোহী স্পোর্টিং ক্লাব এবার ৫৮ বছরে পড়ল। তাদের ভাবনয় এবার তৈরি হয়েছে দুবাইয়ের ডাউনটাউন। মণ্ডপের উচ্চতা ১২০ ফুট। বারাসাতের টাকি রোড়ের পাশে শতদল সংঘের পুজোর থিম ‘জুমমানজি দা অ্যাডভেঞ্চার’। বারাসাত নপাড়া কল্যাণ সমিতির থিম ‘দ্য জঙ্গল বুক’। এই দুটি মণ্ডপসজ্জা বিভিন্ন মডেল দিয়ে সাজানো হয়েছে। ফলতঃ এগুলি নিয়ে থাকবে বাচ্চাদের আগ্রহ। বারাসাত ইয়ং স্টারস অ্যাসোসিয়েশনের মণ্ডপসজ্জায় থাকছে ‘কাল্পনিক স্বর্ণ মন্দির’ ও সাবেকিয়ানার প্রতিমা। বারাসাত আগুয়ান সংঘের থিম ‘আবারও বড় কিন্তু অভিনব’। তাদের থাকছে ৬০ ফুট উচ্চতার মাতৃপ্রতিমা। বালকবৃন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপসজ্জায় থাকছে পঞ্জাবের ‘স্বর্ণ মন্দির।

নভেম্বরেই মিলবে রাজ্যের স্বীকৃতি

মোদি-শাহর সঙ্গে বৈঠকের পর আত্মবিশ্বাসী ওমর

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর: খুব তাড়াতাড়ি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাবে জম্মু-কাশ্মীর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকের পরে এই কথাই জানালেন জম্মু-কাশ্মীরের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। দিনকয়েক আগেই দিল্লিতে এসে মোদির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। তার পরেই ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা জানান, রাজ্যের স্বীকৃতি ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

সোমবার জম্মু-কাশ্মীরের প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন ওমর। সেখানেই জানান, 'জম্মু-কাশ্মীরে প্রশাসনের সিস্টেমে এখন যেটুকু ফাঁকফোকর রয়েছে সেটার অপব্যবহার করতে পারে অনেকে। কিন্তু সকলকে মনে করিয়ে দিতে চাই, এই সিস্টেম খুব বেশিদিন থাকবে না। আমি দিল্লিতে গিয়ে এই নিয়ে বৈঠক করেছি। সর্বোচ্চ স্তর থেকে আমাকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে জম্মু-কাশ্মীরের যা কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেগুলো পূর্ণ করা হবে। পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পেলেই আর কেউ জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারবে না।'

সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচন মিটলেই শুরু হবে রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর প্রক্রিয়া। নভেম্বরে দুই রাজ্যে বিধানসভা ভোট রয়েছে। তার পর থেকে হয়তো রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হতে পারে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া কবে শেষ হবে, সেই নিয়ে অবশ্য কিছুই জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, কাশ্মীরে বিধানসভা ভোটের আগে থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে সরব ছিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ওমর। ভোটের বের হলে দেখা যায়, বিজেপিকে পিছনে ফেলে উপত্যকায় জয়ী হয়েছে ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট। শেষ পর্যন্ত সরকার গঠন করে ন্যাশনাল কনফারেন্স। মুখ্যমন্ত্রী হন ওমর আবদুল্লা। তার পর গত সপ্তাহে দিল্লিতে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সেখান থেকে ফিরে গিয়েই রাজ্যের স্বীকৃতি ফিরে পাওয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ওমর।

নাসরাল্লার পর হেজবোল্লার নয়া প্রধান নাইম কাসেম

তেহরান, ২৯ অক্টোবর: হামাসের পাশাপাশি এখন ইজরায়েলের বন্দুকের নিশানায় ইরানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন হেজবোল্লা। যাদের খতম করতে লেবাননে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। ইহুদি দেশটির হামলায় নিকেশ হন হেজবোল্লা প্রধান হাসান নাসরাল্লা। তারপর থেকে জল্পনা চলছিল নতুন প্রধান কে হবে? অবশেষে আজ মঙ্গলবার বিবৃতি দিয়ে নতুন নেতা হিসাবে নাইম কাসেমের নাম ঘোষণা করল হেজবোল্লা।

গাজা যুদ্ধের মাঝেই গত জুলাই মাস থেকে সংঘাত তীব্র হয়েছে ইজরায়েল ও হেজবোল্লার মধ্যে। ইজরায়েল অধিকৃত গোলান মালভূমির এক ফুটবল স্টেডিয়ামে আছড়ে পড়েছিল শিয়া জঙ্গি সংগঠনটির রকেট। হামলায় মৃত্যু হয় ১২ জনের। এই ঘটনাতেই আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে লেবাননে আক্রমণের ধার বাড়ায় ইজরায়েল। ২৭ সেপ্টেম্বর ইজরায়েলি সেনার অভিযানে নিহত হন নাসরাল্লা। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর উত্তরসূরি হাশেম সাফেদ্দিনকেও খতম করে আইডিএফ। এবার হেজবোল্লার প্রধান হিসাবে উঠে এল নতুন নাম। কে এই নাইম কাসেম?

সূত্রের খবর, হেজবোল্লার শুরা কাউন্সিলের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন ৭১ বছরের কাসেম। ১৯৯১ সালে সংগঠনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হয় তাঁকে। তারপর থেকে প্রায় তিন দশকের বেশি সময় ধরে এই পদে ছিলেন কাসেম। নাসরাল্লার মৃত্যুর পর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার জন্য নতুন প্রধান হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে তাঁকে। এবার দেখার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কোন পন্থা অবলম্বন করেন কাসেম। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, যেভাবে নাসরাল্লা ও সাফেদ্দিন খতম হয়েছে এবার কী কাসেমের পালা?

কয়েকদিন আগে শোনা গিয়েছিল, যুদ্ধ থামানোর পথেই নাকি হাঁটতে চেয়েছিলেন নাসরাল্লা। কিন্তু সেই প্রস্তাব দেওয়ার আগেই তাঁকে নিকেশ করে দেয় ইজরায়েলি সেনা। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেন লেবাননের বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লাহ রশিদ বাউ হাবিব। হামলার সময় লেবাননের রাজধানী বেইরুটের দক্ষিণে দহিয়ার একটি বহুতলের নিচে বানানো বাঙ্কারে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। হেজবোল্লার কয়েকজন শীর্ষনেতার সঙ্গে আলোচনা চলছিল তাঁর। মাটির কয়েক ফুট নিচে থাকা সেই বাঙ্কারকে চিহ্নিত করে ইজরায়েলি সেনা। তার পর সেই বহুতলের উপর একের পর এক বোমাবর্ষণ করে তারা। সেসময় ২১ দিনের যুদ্ধবিরতি নিয়েই নাকি আলোচনা চলছিল। হাবিবের দাবি, নিজের অজান্তেই নাকি শান্তির পথ বন্ধ করেছে ইজরায়েল। তবে যতদিন যাচ্ছে সংঘাত তীব্র হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে। ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ছে আঞ্চলিক স্তরে। এক বছর পেরিয়ে গেলেও রক্তক্ষয়ী সংঘাত থামেনি গাজায়। একে একে নিকেশ হয়েছে হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহ ও নয়া প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার। যদিও এখনও নতুন প্রধানের নাম ঘোষণা করেনি হামাস। এর মাঝেই ইরানের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়েছে তেল আভিভের। তেহরানের মিসাইল হামলার বদলা নিয়ে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। ক্ষোভের আগুনে ফুঁসছে ইরান।

এয়ার ইন্ডিয়ার আরও ৩২টি বিমানে বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর: বিমানে বোমা হামলা হুমকি যেন থামছেই না। প্রায় প্রতি দিনই কোনও না কোনও বিমানসংস্থার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে হুমকি বার্তা। মঙ্গলবার নতুন করে এয়ার ইন্ডিয়ার ৩২টি বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়াল।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ধারাবাহিক ভাবে একাধিক ভারতীয় বিমান সংস্থার কাছে বোমা হামলার হুমকি পাঠানো হচ্ছে। অন্তর্দেশীয় বিমান তো বটেই, আন্তর্জাতিক বিমানেও ছড়াচ্ছে বোমাতঙ্ক। সোমবারই কলকাতা বিমানবন্দরে আসা-যাওয়ার অন্তত সাতটি বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল। যদিও পরে দেখা যায়, সবগুলি বিমানেই বোমা রাখার তথ্য ভুয়ো। একের পর এক বিমানে বোমাতঙ্কের ঘটনায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। নরেন্দ্র মোদি সরকারের তরফে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। কারা এই ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে, তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমাজমাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে বোমাতঙ্ক। সেই দিকে নজর রেখে এক্স, মেটার মতো সমাজমাধ্যমকে আরও সতর্ক হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার (এনআইএ) তৎপরতায় গোটা দেশের বিমানবন্দরগুলিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

এই নিয়ে গত ১৫ দিনে দেশব্যাপী ৪০০টিরও বেশি বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়াল। অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রেই বোমা রাখার ভুয়ো খবর ছড়িয়েছে। যার জেরে সম্প্রতি একাধিক উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। কোনওটি দেরিতে রওনা দিয়েছে। কোনওটির যাত্রাপথ বদল করে অন্য কোথাও জরুরি অবতরণ করাতে হয়েছে। ভুয়ো খবর ছড়ানোর ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের ভাবনা চিন্তাও করছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কে রামমোহন নায়ডু গত সপ্তাহে জানিয়েছেন, বোমা রাখার ভুয়ো তথ্য ছড়ানোয় জড়িতদের বিমানে ওঠা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। অসামরিক বিমান পরিবহণ সংক্রান্ত দু'টি আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনারও ভাবনাচিন্তা চলছে কেন্দ্রের।

উসকানিমূলক পোস্ট, এক্স হ্যান্ডেলের অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড খামেনেইয়ের

তেহরান, ২৯ অক্টোবর: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই হিব্রু ভাষায় একটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। সেই অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে দিয়েছে এক্স কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, লাগাতার উসকানিমূলক পোস্ট হচ্ছিল সেখান থেকেই। যদিও দেখা গিয়েছে, এই অ্যাকাউন্ট থেকে মাত্রা ২টি পোস্ট হয়েছিল। অ্যাকাউন্ট সাসপেনশন নিয়ে বাড়তি কোনও বিবৃতি দেয়নি এক্স। কতদিনের জন্য অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড তা-ও বলা হয়নি।

আরব দুনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি কী তা কারও অজানা নয়। ইজরায়েলের সঙ্গে লাগাতার সংঘর্ষে লিপ্ত হামাস, লেবাননের হেজবোল্লা। তাঁদের পক্ষ নিয়ে ইরানও হামলা করেছে ইজরায়েলে। তার পাল্টা উত্তরও দিয়েছে নেতানিয়াহুর দেশ। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ইজরায়েলকে নতুন করে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন খামেনেই। নিজের ব্যক্তিগত সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট থেকে তো বটেই, নতুন অ্যাকাউন্ট খুলেও বার্তা দেন। সেই অ্যাকাউন্টই সাসপেন্ড করে দিয়েছে এক্স।

এদিকে একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, এই মুহূর্তে গুরুতর অসুস্থ আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। মূলত বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন তিনি। তাই এই অবস্থায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতার উত্তরসূরি নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। ১৯৮৯ সালে রুহুউল্লাহ খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে দায়িত্ব খামেনেইয়ের কাঁধেই রয়েছে। তাঁর পর কাকে এই ভূমিকায় দেখা যাবে, সেটা নিয়েই এখন প্রশ্ন।

কিছুদিন আগেই ইরান আরব দুনিয়ার একাধিক দেশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে স্পষ্ট বলেছিল, ইজরায়েলকে যেন কেউ সাহায্য করতে না এগিয়ে আসে। তা হলে ফল খারাপ হবে! আমেরিকার 'বন্ধু' হিসাবে পরিচিত অন্যান্য একাধিক দেশকেও তারা সতর্ক করেছিল। ইরান স্পষ্ট জানিয়েছে, ইজরায়েল তাঁদের উপর যে হামলা করেছে তার পর তাঁরা চুপ থাকবে না।

ছেলের পচাগলা দেহ উদ্ধার ঘর থেকে

হায়দরাবাদ, ২৯ অক্টোবর: দৃষ্টিহীন মা-বাবার একমাত্র সহায় ছিল ছেলে। কিন্তু অগোচরে ঘরের ভিতরে পড়ে রইল তাঁর নিথর দেহ। চার দিন কেটে যাওয়ার পর ঘরময় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তেই সামনে এল করুণ পরিণতি।

টেরই পেলেন না দৃষ্টিহীন বাবা-মা

মর্মান্তিক এই ঘটনা হায়দরাবাদের নাগোলের ব্লাইন্ডস কলোনির।

জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় ছেলে প্রমোদকে নিয়ে থাকতেন এক দৃষ্টিহীন দম্পতি। প্রমোদই বাবা-মায়ের দেখাশোনা করতেন। কিন্তু সোমবার প্রতিবেশিরা তাঁদের বাড়ি থেকে তীব্র দুর্গন্ধ পান। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় দম্পতিকে। পাশের ঘরেই পড়েছিল প্রমোদের পচাগলা দেহ।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান করা হচ্ছে যে প্রমোদের মৃত্যু দিন চারেক আগেই হয়েছে। বাবা-মায়ের জন্য তিনিই রান্না করতেন। নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন। কিন্তু দৃষ্টিহীন হওয়ায় ছেলের মৃত্যু টের পাননি তাঁরা। চার দিন না খাওয়ার কারণে অচৈতন্য হয়ে পড়েন দম্পতি। তবে প্রমোদের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। শুরু হয়েছে তদন্ত। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দম্পতির বড় ছেলে রয়েছে। তিনি অন্য এক এলাকায় থাকেন। খবর দেওয়া তাঁকে।

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-23/24-25
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works **(1)** Construction of divided carriageway from DMC More to Bidisha Stop via Smart Bazar, City Centre, Durgapur. **[2nd Call]**, Tender ID No. 2024_ADDA_766086_1. **(2)** Construction of divided carriageway from Bidisha More to Kabi Guru Sarani, City Centre, Durgapur. **[2nd Call]**, Tender ID No. 2024_ADDA_766106_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr. ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

হাওড়া পৌর নিগম
স্বাস্থ্য বিভাগ
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১

নং. WB-HMC/TN/ED/S & D/13/2024-2025 তারিখ: ২৪/১০/২০২৪
ই- টেন্ডার নোটিশ
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে বিভিন্ন ওয়ার্ডের অধীনে ড্রেন নির্মাণ, নর্দমা লাইন পুনঃস্থাপন করা, নর্দমা লাইন পুনর্গঠন এবং ড্রেন সংস্কারের কাজের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী (এস অ্যান্ড ডি), হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে একই প্রকৃতির কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য করিতকর্মা এবং বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নির্বাহী প্রকৌশলী বিভাগ/ www.wbtender.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১৩.১১.২০২৪ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত**। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ না দেখিয়ে যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৮৫(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
২৪/১০/২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Khardah Municipality
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No. KDHM/30/RB/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_766024_1. Categories of Work: Installation of Water cooled Inverter Chiller. Last date of Submission of Tender **14.11.2024.** Details of notice can be seen at **: www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Khardah Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
1. N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 425/24-25 Dated 29.10.2024
E-Tenders are being Invited for Electrical Beautification work at Sonarpur Station More, Ward No.-13 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. a)Date of uploadation: 30.10.2024 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs. 11,21,552.92 c) Documents download starting date & time: 30.10.2024 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 14.11.2024 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 18.11.2024 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিঃ
রেজিঃ অফিস: ১৩/৩ স্ট্রান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন: ২২২৬ ৮৬১৯
ই-মেল : kolkata@alfredherbert.com
ওয়েবসাইট : www.alfredherbert.co.in
CIN: L74999WB1919PLC0035169
বিজ্ঞপ্তি
৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ শুক্রবার কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ত্রৈমাসিক ও ৬ মাস সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড) আর্থিক ফলাফল নথিভুক্ত করা হবে।
পর্ষদের পক্ষে
শোভনা শেঠি
স্থান : কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
তারিখ: ২৯.১০.২০২৪ চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

Khardah Municipality
Khardah, North 24 Parganas
E-TENDER NOTICE
Tender Notice Number: KDHM/26/PWD/01/2nd CALL/ 24-25. E-Tender ID: 2024 MAD 760712 2. Categories of Work: Dismantling & Reconstruction of Vat. Last date of Submission on **12.11 2024 upto 15:00 hours.** Details of tender notice can be seen at **www.khardahmunicipality.in & http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Nilu Sarkar
Chairman

W.B.S.R.D.A.
South 24 Parganas Division
TENDER NOTICE
e-NIT No:09/EE/WBSRDA/S24/SF/2024-25 dt. 29.10.2024, For and on behalf of Panchayats and Rural Development Department, Govt. of West Bengal, The Executive Engineer, **WBSRDA,** South 24 Parganas Division invites percentage rate **for e-NIT No:09/EE/WBSRDA/S24/SF/2024-25 dt. 29.10.2024** for Construction/upgradation /maintenance of 5 nos. of road under State Fund. **The Last date of bid submission for one number of NIT is 14.11.2024 at 17:30 hours.** Details of which may be viewed in the Website **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA, South 24 Parganas Division

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ NIQ-18/2nd CALL/2024-25, WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ NIQ-19/2ND CALL/2024-25** for Supplying and delivery of materials at site within Krishnanagar Municipality. and **WBMAD/ULB/ KRISHNANAGAR/NIQ-20/2ND CALL/2024-25** for Supplying and delivery of materials at Motor Vehicles Department within Krishnanagar Municipality. The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details.Tender Id: **2024_MAD_765358_1, 2024_MAD_765763_1 & 2024_MAD_765777_1.**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-21/2024-25 (Sl. No. 2) & ADDA/DGP/ED/N-17/2024-25 (Sl. No. 3)
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 12.11.2024 in place of 28.10.24 for **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_762663_1 **(2)** ID No. 2024_ADDA_757778_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন (+৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১-১৩ ফ্যাক্স (+৯১-৩৩) ২৬৪১-২৬১৩
আই. টি. ডিপার্টমেন্ট
টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশ
প্রখ্যাত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা/এজেন্সির কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট https://wbtenders.gov.in থেকে সরাসরি। টেন্ডার জমা দিতে হবে ১২.১১.২০২৪ তারিখ সন্ধে ৬টার পূর্বে। দফার বিস্তারিত পাওয়া যাবে এইচএমসি'র ওয়েবসাইট www.myhmc.in থেকে।

নং	এনআইটি তারিখ সহ	বিবরণাদি
১.	No. 036/IT/HOD/24-25 তারিখ - ২৪.১০.২০২৪	এক বছরের জন্য ৪২ টি ডিজিটাল কপিয়ার মেশিন -সংবদ্ধ গ্রাহক পরিষেবা যোগাযোগ এর জন্য।
২	No. 037/IT/HOD/24-25 তারিখ - ২৪.১০.২০২৪	৪৯ টি নতুন ল্যান পয়েন্ট সরবরাহ, সংস্থাপন এবং চালুকরণ।
৩	No. 038/IT/HOD/24-25 তারিখ - ২৪.১০.২০২৪	প্যান্টাম মেক লেজার প্রিন্টার এর রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা এবং সরবরাহ- রিফিলিং/রিকন্ডিশনিং ইঙ্ক টোনার/ কার্টিজ এর।
৪	No. 039/IT/HOD/24-25 তারিখ - ২৪.১০.২০২৪	রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা এবং সরবরাহ রিফিলিং/রিকন্ডিশনিং-ইঙ্ক টোনার/কার্টিজ ব্রাদার মেক লেজার প্রিন্টারের জন্য
৫	No. 040/IT/HOD/24-25 তারিখ - ২৪.১০.২০২৪	রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং মনিটর এর।

কোনও কারণ না দেখিয়েই কর্পোরেশন টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিল করতে পারে।
৮৭(১)/২৪-২৫ ওএসডি (আইটি)
২৯.১০.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৯-২৪, তারিখ ২৩.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৯-২৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে পিকেআর ওয়াই-কেবিনের নিকটে গতি বৃদ্ধির কারণে ৮.৫ সুইচে ১- থেকে ১২ সুইচে ১-এ রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ওএইচই-র আধুনিকীকরণ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭৫,০০,০৩৬.৭৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১,৫০,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ২৪ (চব্বিশ) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৮.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলা হবে ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। HWH-378/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-QUOTATION
Memo. No. 2285/RM
Date – 29.10.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/ RM/NIQ-9e/2024-25/3rd CALL/SL1 to SI3
Tender ID : 2024_MAD_ 765873_1 to 3
Name of the work: i) Supplying of Different Items (Stationary, Printing, water works Goods) Items as per requirement in Store under Ranaghat Municipality. **Last Date Of Submission of Bid : 16.11.2024.**
Memo. No. 2286/RM
Date – 29.10.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/ RM/NIQ-11e/2024-25/2nd Call/SL1
Tender ID :
2024_MAD_765934_1
Name of the work:i) Annual Maintenance & repairing (as per need) of Air – Conditioning Systems within Municipal Office, Radha Rani Seva Sadan, UPHC – 1, UPHC – 2, Aheli, Totini, Baitarini under Ranaghat Municipality.. **Last Date Of Submission of Bid : 16.11.2024.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**
S/D Chairman,
Ranaghat Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
CORRIGENDUM
Time Extention for bid submission due to Inadequate Bidders Participation
The last date of submission of tenders has been extended by The Executive Engineer, West Bengal Agro Industries Corporation Limited which are as follows.
1) NIeT-138/24-25 Gr No-01, 08 & 12 Tender ID 2024_WBAIC_761301_1, 2024_WBAIC_761301_8 & 2024_WBAIC_761301_12 and NIeT- 140/24-25. Gr No- 01 Tender ID 2024_WBAIC_761387_1 for the district of Malda and Purba Medinipur has been extended for bid submission closing to **02-11-2024 upto 3.00 pm**
Date: 29.10.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

পূর্ব রেলওয়ে
নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে ডি এবং ই ক্যাটাগরির স্টেশন সমূহে ১০টি জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) এবং ৩১টি এ১, বি, সি, ই এবং এফ ক্যাটাগরির স্টেশন সমূহে স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা ব্যবস্থা করার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও তথ্য জানতে **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-নভ১২-২৪, ক্যাটাগরি ঃ** ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১০ এবং ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ) এসইকিউ নং এবি/১১ থেকে এবি/৩১। **এসইকিউ নং, লট নং এবং বন্ধের তারিখ/সময় ঃ এএ/১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএলই-জিএমইউ-৯-২২-১ (অসংরক্ষিত- সকলের জন্য উন্মুক্ত), ১২.১১.২০২৪ সকাল ১০টা ৩০ মিনিট। **এএ/২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএইচএলই-জিএমইউ-১০-২২-১ (অসংরক্ষিত- সকলের জন্য উন্মুক্ত), ১২.১১.২০২৪ সকাল ১০টা ৪০ মিনিট। **এএ/৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমএলভি- জিএমইউ-২-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ সকাল ১০টা ৫০ মিনিট। **এএ/৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-আরজেজি-জিএমইউ-৮০-২৪-১ (অসংরক্ষিত- সকলের জন্য উন্মুক্ত), ১২.১১.২০২৪ সকাল ১১টা। **এএ/৫,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিবিবি-জিএমইউ-৪৭-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ সকাল ১১টা ১০ মিনিট। **এএ/৬,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমআরআর-জিএমইউ-৪-২২-১ (অসংরক্ষিত- সকলের জন্য উন্মুক্ত), ১২.১১.২০২৪ সকাল ১১টা ২০ মিনিট। **এএ/৭,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনএইচটি-জিএমইউ-৭৬-২৪-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট। **এএ/৮,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলসিএই-জিএমইউ-৫২-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ সকাল ১১টা ৪০ মিনিট। **এএ/৯,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- টিআইটি- জিএমইউ-৮-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ সকাল ১১টা ৫০ মিনিট। **এএ/১০,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- কেএলপি- জিএমইউ-৪৬-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর১২টা। **এবি/১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজিআরএ-এসএমইউ-৩৯-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ১২টা ১০ মিনিট। **এবি/২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএমএএন-এসএমইউ-৪৪-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ১২টা ২০ মিনিট। **এবি/৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিওয়াইএই-এসএমইউ-২৫-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট। **এবি/৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিজিএলই-এসএমইউ-২২-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ১২টা ৪০ মিনিট। **এবি/৫,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেকিউইউ-এসএমইউ-৫৩-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট। **এবি/৬,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এসএমইউ-৭৫-২৪-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ১টা। **এবি/৭,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-এসএমইউ-৫১-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ১০ মিনিট। **এবি/৮,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনজিএফ-এসএমইউ-৪৫-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ২০ মিনিট। **এবি/৯,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জেএইচবিএন-এসএমইউ-১৫-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিট। **এবি/১০,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমজিএই-এসএমইউ-১৮-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৪০ মিনিট। **এবি/১১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-ডিবিপি-এসএমইউ-৩৩-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৫০ মিনিট। **এবি/১২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- বিপিএস-এসএমইউ-১৩-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ২টো। **এবি/১৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিটিআর-এসএমইউ-২১-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ২টো ১০ মিনিট। **এবি/১৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলএপি-এসএমইউ-২৭-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ২টো ২০ মিনিট। **এবি/১৫,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিকিউওয়াই-এসএমইউ-৪২-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ২টো ৩০ মিনিট। **এবি/১৬,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- জিআরপি- এসএমইউ-৩৪-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ২টো ৪০ মিনিট। **এবি/১৭,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিএলও-এসএমইউ-৩৭-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ দুপুর ২টো ৫০ মিনিট। **এবি/১৮,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-এসএমইউ-৪৯-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৩টে। **এবি/১৯,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এসএমইউ-৪৮-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৩টে ১০ মিনিট। **এবি/২০,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএনএসএন-এসএমইউ-২৩-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৩টে ২০ মিনিট। **এবি/২১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিডিএইচ-এসএমইউ-২০-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। **এবি/২২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল-এসএমইউ-৩৬-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৩টে ৪০ মিনিট। **এবি/২৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেপিএলই-এসএমইউ-২৪-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৩টে ৫০ মিনিট। **এবি/২৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসিএলই-এসএমইউ-১৯-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৪টে। **এবি/২৫,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-আরসিডি-এসএমইউ-২৬-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৪টে ১০ মিনিট। **এবি/২৬,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএলই-এসএমইউ-১৭-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৪টে ২০ মিনিট। **এবি/২৭,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- বিজেডএল-এসএমইউ-৫০-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৪টে ৩০ মিনিট। **এবি/২৮,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিবিএই-এসএমইউ-৪০-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৪টে ৪০ মিনিট। **এবি/২৯,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- বিজিএফ-এসএমইউ-৩৮-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৪টে ৫০ মিনিট। **এবি/৩০,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- সিজিআর-এসএমইউ-৭৯-২৪-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৫টা। **এবি/৩১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- বিওআই-এসএমইউ-৪৩-২২-১ (সংরক্ষিত), ১২.১১.২০২৪ বিকেল ৫টা ১০ মিনিট। **দর একক ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি (প্রতিটির জন্য)। **ট্রিপ/প্রতি দিন ঃ** ১৮২৬ (প্রতিটির জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) ঃ** ০.২ (প্রতিটির জন্য)। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫% (প্রতিটির জন্য)। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার ঃ** ০ (প্রতিটির জন্য)।
HWH-377/2024-25
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Notice Inviting Online-Tender
Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **e-Tender Notice No: BHATAR PS/ 15/2024-25, Date: 28/10/2024 & BHATAR PS/16/2024-25, Date: 28/10/2024.** Last Date of Bid Submission: **08/11/2024.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Bhatar Panchayat Samiti

COSMIC CRF LIMITED
CIN:L27100WB2021PLC250447
Registered Office:19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata - 700029
email :cs@cosmiccrf.com, Phone :- +91 33796 47499 website: www.cosmiccrf.com

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER,2024
(₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated
		Half year Ended			Year Ended	Half year Ended
		30.09.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.09.2024 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	15,864.75	13,014.15	12,349.77	25,363.92	16939.65
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra ordinary items)	1,616.71	797.10	773.30	1570.40	1644.85
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional items and/or Extra ordinary items)	1616.71	797.10	773.30	1570.40	2236.43
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (Exceptional and/or Extra ordinary items)	1235.46	596.03	679.46	1275.49	1850.35
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	-	-	-	-	-
6	Paid-up Equity Share Capital	819.80	819.80	692.20	819.80	819.80
7	Earning Per Share Basic (in Rs) Diluted (in Rs.)	 15.07 15.07	 8.07 8.07	 11.28 11.28	 19.35 19.35	 22.57 22.57

Notes on Standalone Financials Results:
1. The above results which are published in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Ragulations , 2015 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on October 29, 2024. The Financial results have been prepared in accordance with the Accounting Standards ("AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of Companies (Accounts) Rules 2014 by the Ministry of Corporate Affairs and amendments thereof.
2. As per Ministry of Corporate Affairs Notification dated February 16, 2015, Companies whose securities are Listed on SME Exchange as referred to in Chapter XB of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 are exempted from the compulsory requirement of adoption of Ind AS.
3. The group operates in one segment hence no separate segment reporting is required.
4. Earning per share have been calculated on the weighted average of the share capital outstanding during the end of the half year i.e. 30th September/ or at the end of the year. Half Yearly EPS is not annualised.
5. The legal issue of arbitration matter involving the Contingent Liability of Rs.1,034.33 Lakhs is pending for adjudication with the Ex-Supreme Court Judge as the Sole Arbitrator and financial effect if any will be provided on settlement of the issue.
6.The Company has revalued the Property, Plant & Equipment of the company during the year 2023-24 resulting in Revaluation Reserve of Rs. 4,473.95 Lakhs and corresponding increase in Property, Plant & Equipment. In view of the same increamental depreciation of Rs. 99.93 Lakhs has been adjusted against Revaluation Reserve and transfer to Retained Earnings.
7. In view of the Resolution Plan submitted by the company as approved by the Hon'ble NCLT, Kolkata dated 12th March 2024 , the company has paid the amount committed Rs.2,876.01 lakhs along with its SPV M/s AVB Endeavors Private Limited and implemented the Resolution Plan successfully. The payment was made towards acquisition of shares of M/s N. S. Engineering Projects Pvt Ltd resulting it being subsidiary of the Company & payment of Rs.1,438.69 lakhs was made as interest free loan.
8. In regards to profit from Operataion and Exceptional Items from the subsidiary company , the provision for Income Tax has been made under MAT on Profit from Operation during the period. By virtue of Order of the NCLT, waiver of Income Tax/ MAT etc has been approved on any income arising out of write off/ write back of liabilities or assets of the company on implementation of the Approved Resolution Plan.
9. The consolidated financial results include the financial results of its Subsidiary M/s N. S. Engineering Projects Pvt. Ltd.
10. Previous period figures are no applicable since the consolidation is applicable for the first time to the company from the current reporting period.

For and on behalf of the Board of directors
Cosmic CRF Limited
Aditya Vikram Birla
Managing Director
DIN:06613927
Place : Kolkata
Date : 29th October, 2024

চোট সারেনি, শেষ টেস্টেও নেই উইলিয়ামসন, ভারতকে হোয়াইটওয়াশের লক্ষ্যে নিউ জিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের বিরুদ্ধে নেই কেন উইলিয়ামসন। প্রথম দু'টি ম্যাচে ছিলেন না। শেষ ম্যাচেও তাঁকে পাবে না নিউ জিল্যান্ড। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজে খেলতে পারেন তিনি। ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হবে সেই সিরিজ। ভারতের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট শুরু আগামী শুক্রবার থেকে।

বেঙ্গালুরু এবং পুণে টেস্টের সময় ভারতে আসেননি উইলিয়ামসন। শ্রীলঙ্কা সফরে চোট পেয়েছিলেন তিনি। তার পরেই দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ভারতের বিরুদ্ধে উইলিয়ামসন না খেললেও সিরিজ জিততে অসুবিধা হয়নি নিউ জিল্যান্ডের। টম লাথামের নেতৃত্বে প্রথম বার ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছে তারা। কিন্তু কুঁচকির চোটের কারণে খেলতে পারলেন না উইলিয়ামসন। নিউ জিল্যান্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তউইলিয়ামসন দ্রুত সুস্থ হচ্ছে। কিন্তু আমরা চাই আরও একটু সময় নিক ও। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে উইলিয়ামসনকে আমাদের প্রয়োজন হবে।

ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম দু'টি ম্যাচ জিতে নিয়েছে কিউয়িরা। সিরিজও তাঁদের পকেটে। তাই উইলিয়ামসনকে খেলানোর ঝুঁকি নিতে রাজি নয় তারা। প্রধান কোচ গ্যারি স্টিড বলেন, তউইলিয়ামসন সুস্থ হচ্ছে। কিন্তু এখনই বিমানে উঠে ভারতে এসে দলে যোগ দেওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে। তবে আগামী দিনে উইলিয়ামসনকে পাওয়া যাবে। ও নিউ জিল্যান্ডে থাকলেই ভাল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

উইলিয়ামসন দলের অন্যতম অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ১০২টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। করেছেন ৩২টি শতরান। লাল বলের ক্রিকেটে নিউ জিল্যান্ডের হয়ে ৮৮৮১ রান করেছেন তিনি। সাদা বলের ক্রিকেটেও সফল উইলিয়ামসন। ১৬৫টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৯৩টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। ভারত সফরে তাঁর জায়গায় উইল ইয়ংকে খেলানো হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর অস্ট্রেলিয়ার ওয়েডের

একটুও সময় নষ্ট না করে যোগ দিলেন কোচিং দলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আর খেলতে দেখা যাবে না ম্যাথু ওয়েডকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন তিনি। ১৩ বছরের কেরিয়ারে শেষ ম্যাচটি খেলেছিলেন এই বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ক্রিকেটার হিসাবে অবসর নিয়েই কোচের দায়িত্বে ৩৬ বছরের ওয়েড। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া দলের কোচিং স্টাফের অংশ হবেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩৬টি টেস্ট, ৯৭টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৯২টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ওয়েড। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের নেপথ্যে ছিলেন তিনি। দলের সাফল্যে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। সেই ক্রিকেটার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে থাকবেন কোচিং স্টাফ হিসাবে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন ওয়েড। তাসমানিয়ার হয়ে খেলবেন তিনি। সেই সঙ্গে বিগ ব্যাশ লিগে খেলবেন হোবার্ট হ্যারিকেন্সের হয়ে। আগামী দু'টি মরসুম খেলার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। সেই সঙ্গে তাসমানিয়ার তরুণ দলকে প্রশিক্ষণ দেবেন ওয়েড। তিনি বলেন, তআমি জানতাম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা হবে না। অবসর এবং কোচিং নিয়ে জর্জ বেইলি (প্রধান নির্বাচক) এবং অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের (প্রধান কোচ) সঙ্গে

গত ছ'মাস ধরে কথা হচ্ছে। শেষ কয়েক বছর ধরেই কোচিং নিয়ে ভাবছি। খুব ভাল কিছু সুযোগ পেয়েছি। আগামী দিনে আরও পাব। তাই আমি খুবই উত্তেজিত। তবে আমি বিগ ব্যাশ লিগ এবং অন্য দেশের টি-টোয়েন্টি লিগে খেলব।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও নিক হকলি বলেন, তওয়েডের দুর্দান্ত আন্তর্জাতিক কেরিয়ার। সব ধরনের ক্রিকেটে ভাল খেলেছে ও। অবসরের পর ওয়েড দলকে কোচিং করাবে। এটা দারুণ ব্যাপার। আগামী দিনের তারকা তৈরি করবে ও। সেই সঙ্গে বিগ ব্যাশে খেলবে হোবার্টের হয়ে।

মুম্বইয়ে টেস্ট অভিষেকের অপেক্ষায় হর্ষিত রানা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছর শেষে অজি সফরে যাওয়ার আগে তরুণ পেসার হর্ষিত রানার খুশি দ্বিগুণ হতে পারে। সেই সম্ভবনা প্রবল হয়েছে। কারণ, জানা গিয়েছে মুম্বইয়ে হতে চলা ভারত-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় টেস্টের জন্য ভারতীয় টিমে ডাক পড়েছে রানার। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির ভারতীয় স্কোয়াডে হর্ষিত রানা সুযোগ পাওয়ার পর রঞ্জি ট্রফিতে জ্বলে উঠেছিলেন। ব্যাটে-বলে দিল্লির হয়ে অনবদ্য পারফর্ম করেন নাইট পেসার। এ বার যেহেতু মুম্বই টেস্টের আগে ফের ভারতীয় টিম থেকে ডাক পেয়েছেন, তাই বলা যায় অজি সফরে যাওয়ার আগে ট্রায়াল হতে চলেছে রানার।

ভারত-নিউজিল্যান্ডের টেস্ট সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে রানা রিজার্ভ প্লেয়ার হিসেবে দলের সঙ্গে ছিলেন। তারপর দিল্লি রঞ্জি টিমের হয়ে অসমের বিরুদ্ধে তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ খেলার জন্য রিলিজ করে দেওয়া হয়। দিল্লির বর্তমান কোচ এবং প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক শরণদীপ সিং ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেন, 'ও (হর্ষিত রানা) টেস্ট ক্রিকেট খেলার জন্য তৈরি। যদি অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়ার আগে মুম্বইয়ে ওর টেস্ট অভিষেক হয়, তা হলে ভালো হবে।'

হর্ষিত রানাকে মুম্বই টেস্টে ডাকার ক্ষেত্রে তিনটে ভাবনা কাজ করতে পারে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। এক, জসপ্রীত বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। দুই, পেস ফ্রেন্ডলি উইকেট বানালে তৃতীয় পেসার হিসেবে রবীন্দ্র জাডেজাকে বিশ্রাম দিয়ে রানাকে খেলানো হতে পারে। তিন, রবিচন্দ্রন অশ্বিন স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার। তিনি যেমন অফ স্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দরও অফ স্পিনার ও অলরাউন্ডার। পেস ফ্রেন্ডলি পিচে একাদশে একই রকম দু'জন প্লেয়ারকে না খেলিয়ে অশ্বিনকে বিশ্রাম দিয়ে হর্ষিত রানাকে খেলাতে পারে ভারতীয় টিম।

সদ্য অসমের বিরুদ্ধে দিল্লির জার্সিতে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ফাইফার নিয়েছিলেন রানা। ব্যাট হাতে করেছিলেন ৫৯ রান। আর দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি নেন ২ উইকেট। ছন্দে রয়েছেন তিনি। ফলে পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে রানার মুম্বইয়ে টেস্ট অভিষেক হলে অবাক হওয়ার থাকবে না। বোর্ডের পক্ষ থেকে ভারত-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় টেস্টের জন্য এখনও হর্ষিত রানার টিমে ফেরা নিয়ে কোনও ঘোষণা করা হয়নি।

ভারতীয় দলে শিকে ছেঁড়েনি, রঞ্জি ট্রফিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড রজত পাতিদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি রঞ্জি ট্রফিতে রেকর্ডের ছড়াছড়ি। ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে মধ্যপ্রদেশের হয়ে দুরন্ত সেঞ্চুরি করেছেন রজত পাতিদার। সেই সুবাদে রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুত সেঞ্চুরি করার তালিকায় পাঁচ নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন রজত। তিনি ভেঙেছেন মধ্যপ্রদেশের ক্রিকেটার নমন ওঝার রেকর্ড। এর আগে ৬৯ বলে শতরানের রেকর্ড ছিল নমনের। রজত হরিয়ানার বিরুদ্ধে ৬৮ বলে শতরান হাঁকিয়েছেন। আইপিএল রিটেনশন তালিকা জমা দেওয়ার আগে রজতের এই ইনিংস আরসিবিকে তাঁকে নিয়ে দ্বিতীয় বার ভাবতে বাধ্য করল।

মধ্যপ্রদেশের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে তিনে নেমে শেষ অবধি ১০২ বলে ১৫৯ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দেন রজত পাতিদার। তাঁর ইনিংসে ছিল ১৩টি চার এবং ৭টি ছয়। স্ট্রাইকরেট ১৫৫.৮৮। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটি রজতের ১৩তম শতরান। হরিয়ানার হর্ষল প্যাটেল, জয়ন্ত যাদব ও যুজবেন্দ্র চাহালকে রীতিমতো বিপাকে ফেলেছিলেন রজত। ভারতীয় দল

থেকে দীর্ঘদিন দূরে রজত পাতিদার। এ বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয় তাঁর। সেই সিরিজে ৩ ম্যাচে মাত্র ৬৩ রান করেন। তাঁর গড় ছিল ১০.৫০। ওই সিরিজের পর সেই অর্থে জাতীয় দলে সুযোগ পাননি। ৩টি টেস্ট ছাড়া ভারতের হয়ে একটি ওডিআই ম্যাচও খেলেছেন তিনি। তাতে ২২ রান করেছিলেন। কয়েকদিন আগে ভারত-এ দল অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছে। সেখানেও সুযোগ পাননি রজত। এ বার রঞ্জিতে রজতের ব্যাট জ্বলে উঠেছে। এর আগে মুল্লানপুরে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের রঞ্জি ম্যাচে এক ইনিংসে ৯০ রান করেছিলেন রজত। এ বার হরিয়ানার বিরুদ্ধে ১৫৯ রানের রেকর্ড গড়া এক ইনিংস খেললেন।

বাংলাদেশের পরবর্তী নেতা তৈরি, নাজমুল অধিনায়কত্ব ছাড়লেই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত স্পিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের পর নাজমুল হোসেন শান্ত বাংলাদেশের অধিনায়কের পদ ছাড়তে পারেন বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। এরই মাঝে দলের স্পিনার তাইজুল ইসলাম জানিয়ে দিলেন, তিনি সেই দায়িত্ব নিতে তৈরি। কারণ তাঁর দশ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

নাজমুলকে যাতে অধিনায়কত্ব নিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে না পড়তে হয় তাই দ্বিতীয় টেস্টের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে পাঠানো হয়েছিল তাইজুলকে। নাজমুল আপাতত বোর্ডের সভাপতি ফারুখ আহমেদের সঙ্গে কথা বলতে চান।

তাইজুল জানালেন, নাজমুলের দায়িত্ব ছাড়ার কথা তিনি জানেন না। তাঁর কথায়, তআমি এ ব্যাপারে কিছু শুনিনি। এটা দেখা আমার কাজও নয়। পুরোপুরি এ বিষয়ে কিছু জানি না। তবে আমি ১০ বছর ক্রিকেট খেলি। অধিনায়কত্ব দেওয়া হলে সেটা গ্রহণ করার জন্য আমি তৈরি।

নাজমুলের দায়িত্ব ছাড়ার খবরে কেউ কেউ প্রভাবিত হলেও তাইজুলের বিশ্বাস, বেশির ভাগই ক্রিকেট খেলায় বেশি মনোযোগ দেবেন। তাইজুল বলেছেন, তএটা দলগত খেলা। দল যাতে ভাল অবস্থায় থাকে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে হয়তো বাইরের আওয়াজে প্রভাবিত হয়। তবে বাকিরা শান্ত থাকতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজে সব সময় শান্ত থেকে ক্রিকেটে মন দেওয়ার চেষ্টা করি। তবে দলের মধ্যে কে কী ভাবে আচরণ করবে তা বলতে পারব না। প্রত্যেকের মানসিকতা আলাদা।

তাইজুল জানিয়েছেন, দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটারদের আরও দায়িত্ব নিতে হবে। সিরিজ বাঁচানোর লক্ষ্যে নামবেন তাঁরা।

পাকিস্তানের নেতৃত্ব পেয়ে সম্মানিত রিজওয়ান, দায়িত্ব নিয়েই সতীর্থদের লড়াইয়ের বার্তা নতুন অধিনায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানের সাদা বলের অধিনায়ক হয়ে উচ্ছ্বসিত মহম্মদ রিজওয়ান। একই সঙ্গে অনুভব করছেন কাঁধে দায়িত্বের ভার। সতীর্থদের সেবক হয়ে দায়িত্ব সামলাতে চান অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। দায়িত্ব নিয়ে সতীর্থদের লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন তিনি।

বাবর আজম ইস্তফা দেওয়ার পর রিজওয়ানকে সাদা বলের ক্রিকেটের অধিনায়ক হিসাবে বেছে নিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কর্তারা। তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে পাকিস্তান। তিনটি এক দিনের ম্যাচ এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজে মুখোমুখি হবে দু'দেশ। নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়ে রিজওয়ান বলেছেন,''পাকিস্তানের হয়ে খেলা যে কোনও খেলোয়াড়ের স্বপ্ন। সেই দলের অধিনায়ক হওয়ার বিরাট সম্মানের। এই অনুভূতিটা বলে বোঝানো কঠিন। কতটা সম্মানিত বোধ করছি, বলে বোঝাতে পারব না। নির্বাচক, কোচ এবং সতীর্থদের সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করাই হবে আমার প্রধান লক্ষ্য।''

অধিনায়ক হিসাবে দলের অন্য ক্রিকেটারদের সঙ্গে কেমন হবে আপনার সম্পর্ক? রিজওয়ান বলেছেন, ''অধিনায়ক হিসাবে নিজেকে রাজা ভাবতে শুরু করলে সব কিছু ভেঙে পড়বে। বরং নেতা হিসাবে দলের ১৫ জনের সেবা করতে চাইব। কারণ প্রত্যেকের সমর্থন পেয়েছি। সকলে আমাকে শুধু লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে। বহু মানুষ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। জানাচ্ছেন। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব। লড়াই করব। দেশবাসীর সামনে প্রমাণ করতে হবে, আমাদের মধ্যে লড়াকু মানসিকতার অভাব নেই।''

পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসাবে রিজওয়ান প্রথম মাঠে নামবেন আগামী ৪ নভেম্বর। সে দিন মেলবোর্নে প্রথম এক দিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। ৩২ বছরের ক্রিকেটারের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া থেকে জম্বিাবোয়ে সফরে যাবে পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অবশ্য খেলবেন না রিজওয়ান। তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

SOMANY
TILES | BATHWARE
ZAMEEN SE JUDEY

সোমানি সিরামিকস্ লিমিটেড

(রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রশ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১, CIN: L40200WB1968PLC224116)

ত্রৈমাসিক যা শেষ হয়েছে ৩০.০৯.২০২৪ -এ। সেই সময়ের জন্যে স্বতন্ত্র এবং একত্রিত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের নিষ্কর্ষ

(লক্ষ টাকার একক)

বিশেষ	স্বতন্ত্র						একত্রীকরণ					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			শেষ ছয় মাস সমাপ্ত		বছর সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			ছয়মাস সমাপ্ত		বছর সমাপ্ত
	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
অপারেশন থেকে মোট আয়	৬৪,২০৩	৫৬,১৪৩	৬৪,৩২৬	১,২০,৩৪৬	১,২২,২৩১	২,৫৩,৪৪৯	৬৬,৬৩৩	৫৭,৮৫৮	৬৫,৫১৬	১,২৪,৪৯১	১,২৪,১৬৯	২,৫৯,১৩৫
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় করপূর্ব (বিশেষ / বাতিক্রমী বিষয় নির্ধারণের পর	২,৪৬২	২,১৪০	৩,৮৯৮	৪,৬০২	৭,৩৮১	১৪,২৮৫	২,৪৬৮	১,৮৩৮	৩,৯৩৬	৪,৩০৬	৬,৪৩৯	১৪,৪৮৬
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় কর পরবর্তী (বিশেষ বাতিক্রমী বিষয় বাতিরেকে)	২,৪৬২	২,১৪০	৩,৮৯৮	৪,৬০২	৭,০৪৪	১৪,৪০৫	২,৪৬৮	১,৮৩৮	৩,৯৩৬	৪,৩০৬	৫,৭৭৭	১৪,২৮১
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় করপূর্ব (বিশেষ / বাতিক্রমী বিষয় নির্ধারণের পর	১,৮২৬	১,৫৮৫	২,৯৬৮	৩,৪১১	৫,৩০৭	১০,৩৭৮	১,৭৩৪	১,২২৬	২,৯৫৩	২,৯৬০	৪,২১০	৯,৯৩৮
মোট লাভ	(ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় কর পরবর্তী (বিশেষ বাতিক্রমী বিষয় ব্যতিরেকে) উক্ত সময়সীমায় মোট বিস্তারিত আয় সমন্বিত লাভ / (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তারিত আয় (কর পরবর্তী)	১,৮০৮	১,৫৮৫	২,৯৪৮	৩,৩৯৩	৫,২৮৭	১০,৩৮৬	১,৭১৮	১,২২৬	২,৯৪৬	২,৯৪৪	৪,২০৩	৯,৯৭৮
ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	৮২০	৮২০	৮৪৯	৮২০	৮৪৯	৮২০	৮২০	৮২০	৮৪৯	৮২০	৮৪৯	৮২০
সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)						৭১,৯৯৭						৭১,১৯৪
শেয়ার প্রতি আয়												
বেসিক (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ২/- টাকা) (বাতিক্রমী বিষয়সমূহ বিবেচনার পূর্বে / পরে) (টাকায়)	৪.৪৬	৩.৮৬	৬.৯৯	৮.৩২	১২.৪৯	২৪.৬৪	৪.১৯	৩.০০	৬.৯০	৭.১৯	১০.৩৩	২৩.০১
ডায়লিউটেড (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ২/- টাকা) (বাতিক্রমী বিষয়সমূহ বিবেচনার পূর্বে/পরে) (টাকায়)	৪.৪৫	৩.৮৫	৬.৯৮	৮.৩০	১২.৪৮	২৪.৬১	৪.১৮	২.৯৯	৬.৮৯	৭.১৭	১০.৩২	২২.৯৮

মন্তব্য:

১. উপরের বিবরণটি স্টক এক্সচেঞ্জে SEBI প্রবিধানসমূহ ২০১৫ অন্তর্গত ৩৩ নং নির্ধারিত প্রবিধান অনুযায়ী পেশ করা বিস্তারিত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক সমাপ্তির আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার (লিস্টিং সংক্রান্ত দায় ও প্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে)। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক সমাপ্তির আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণীটি কোম্পানি ওয়েবসাইট (http://www.somanyceramics.com) থেকে এবং BSE ওয়েবসাইট (http://bseindia.com) ও NSE ওয়েবসাইট (http://nseindia.com)

২. এই আর্থিক ফলাফলটি কোম্পানি আইন ২০১৩ অধীনে ১৩৩ নং ধারা নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (Ind AS) ও যথাসম্ভব প্রযোজ্য অনুযায়ী অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন ও নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

তারিখ: অক্টোবর ২৯, ২০২৪
স্থান : নয়ডা

সোমানি সিরামিকস্ লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকান্ত সোমানি
অধ্যক্ষ ও পরিচালন অধিকর্তা
DIN ০০০২৬৪২৩

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**